ছকে বাঁধা নয়

কেশবভূষণ রায়

ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৫৮

প্রকাশিকা
শ্রীমতী অমিয়া দেবী
৫২/বি কাঁশারী পাড়া রোড
কলিকাতা-৭০০০২৫

মুদ্রক
শ্রীরণজিৎ কুমার সামুই
ভাস্কর প্রিন্টার্স
৮৩ বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী—শ্রীগৌতম চৌধুরী

উৎসর্গ

অনুজপ্রতিম স্বর্গীয় সুভাষ ব্যানার্জীকে

লেখকের নিবেদন

মানুষ তো আর পেশা নিয়ে জন্মায় না, কিন্তু একটা সময় আসে যখন তাঁকে কোন না কোন পেশাকে বেছে নিতেই হয়।

বিভিন্ন পেশার মধ্যে থেকেও মানুষের মনে প্রশ্ন জাগে—তার কাছে কোনটা বড় ?···জীবন না জীবিকা ?

এখানে আমি আমার সাধ্যমত জীবনকে বড় করে ভাববার চেষ্টা করেছি, কিন্তু সাহিত্যে কতটা ফোটাতে পেরেছি তা পাঠকের বিবেচ্য।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই বই প্রকাশনার কাজে যাঁদের কাছে সাহায্য পেয়েছি তাঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। সবার আগে শ্রীসুশীলকুমার চক্রবর্তী, শ্রীকৃপেশচন্দ্র ভট্টচার্য এবং শ্রীহিতেন্দু ভট্টাচর্য—এঁদের কথাই মনে পড়ে। এঁদের সহযোগিতা ছাড়া আমার পক্ষে একাজ করা সম্ভব হত না। এছাড়া যাঁরা আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং যাঁদের কাছ থেকে আমি সৎপরামর্শ পেয়েছি, তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে মনে পড়ে এঁদের নাম—শ্রীমতী অপর্ণা চৌধুরী, শ্রীমতী স্বপ্তি রায়, শ্রীমতী বুলবুল রায় চৌধুরী, শ্রীদীপক চক্রবর্তী ও শ্রীঅরূপ চ্যাটার্জী। শ্রীগৌতম চৌধুরী বিনা পারিশ্রমিকে প্রচ্ছদপট এঁকেছেন। শ্রীঅমর চ্যাটার্জী বিনা পারিশ্রমিকে প্রুফ দেখে দিয়েছেন। প্রখ্যাত আইনজীবী শ্রীভূপতি রায় তাঁর মূল্যবান সময়ের কিছুটা অংশ আমার জন্য ব্যয় করেছেন। এঁদের সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। সবকিছুর পেছনে শ্রীমতী মীনাক্ষী রায়ের অশেষ অবদান রয়েছে। স্বনামধন্য চিত্রপরিচালক শ্রীহৃষীকেশ মুখার্জীর কাছ থেকে আমি যে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

॥ ১ ॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পাল্কি চড়ে একদিন চলেছিলেন এক মাঠের ওপর দিয়ে। ধু-ধু করছে মাঠ। শুধু মাঠ আর মাঠ। ভুবন-ডাঙ্গার এই তেপান্তরের মাঠে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো যুগল ছাতিম গাছ। ছায়াস্নিগ্ধ তরুতল। শান্ত স্তব্ধ পরিবেশ। তাঁর দেহের শ্রান্তি ও মনের ক্লান্তি দূর হোলো। তিনি মনস্থ করলেন এমনি এক শান্তিময় পরিবেশে একটি আশ্রম গড়বেন। নাম দেবেন 'শান্তিনিকেতন'।

বিলাসের আরামশয্যা ছেড়ে তিনি ব্রতী হ'লেন এক নতুন সত্যের সন্ধানে। আশ্রমের যেদিন উদ্বোধন হোলো—সেদিন ছিল ৭-ই পৌষ। সেই থেকে প্রতি বছরই এই দিনটি একটি উৎসবের দিন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ মাত্র পাঁচজন ছাত্র ও দুজন শিক্ষককে নিয়ে এই শান্তিনিকেতনেই স্থাপন করলেন এক ব্রহ্ম-বিদ্যালয়—সেদিনও ছিল ৭-ই পৌষ।

আজ আবার সেই ৭-ই পৌষ।

প্রভাতের আনন্দোৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করার সুনিপুণ আয়োজন চলেছে সারারাত ধরে। এই পবিত্র প্রশান্ত আনন্দরূপ দেখতে কতলোক এসেছে। সবার হৃদয় যেন পুষ্ট হ'য়ে উঠেছে প্রকৃতির কোলে নিজেকে এমন ক'রে উৎসর্গ করে। সবকিছু উপেক্ষা ক'রে হাজার হাজার মানুষ ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছে। ধনী-দরিদ্র, বালক-বৃদ্ধ, স্ত্রী-পুরুষ, জ্ঞানী-মূর্খ—সবার উপস্থিতিতে শান্তিনিকেতন আজ আনন্দনিকেতনে পরিণত হয়েছে।

দলে-দলে ছেলে-মেয়েরা এসেছে। কেউবা গ্রাম থেকে, কেউবা শহর থেকে···

দুই বন্ধু জয়তী ও লীনা এসেছে শহর থেকে। সঙ্গে এসেছেন ওদের কলেজের প্রফেসর মিস্ গুহ।

তিনজনেই ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠান দেখছিলো।

একদিকে আম্রকুঞ্জে প্রভাতী অনুষ্ঠান…সমাবর্তন উৎসব। অন্যদিকে পোষ মেলা। দোকানীরা বসেছে দোকান সাজিয়ে। পুরোদমে কেনাকাটা চলেছে। মেলার আয়োজনের ত্রুটি নেই। সাপের খেলা, বাঁদর নাচ, ভালুক নাচ, পুতুল নাচ, বাউল গান, কবির লড়াই, আরও কত কি। কোথাও বা চলেছে চোখের চাওয়া পাওয়া, কোথাও বা মন দেওয়া-নেওয়া।

প্রফেসর মিস্ গুহ সঙ্গে থাকায় জয়তী ও লীনা আনন্দকে পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছিলো না। ঘটনাচক্রে মিস্ গুহের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল তাঁর এক বান্ধবীর। মিস্ গুহ বললেন—"তোমরা দুজন কি এখন ফিরবে?"

জয়তী ইতস্তত করে বললো—

"এত শিগ্‌গির্!"

মিস গুহ বললেন—

"আমার এক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোলো…তাই ভাবছিলাম…"

"বেশ তো আপনারা যান…আমরা খানিক বাদেই আসছি।"

"সাবধানে এসো।"

মিস্ গুহ চলে যাবার পর জয়তী ও লীনা যেন অনেকটা স্বচ্ছন্দভাবে ঘোরা-ফেরা ক'রছে।

কবির লড়াই শুনতে জয়তীর বেশ ভালো লাগে, অথচ লীনার মোটেই ভাল লাগছিল না। লীনার ইচ্ছে ঘুরে ঘুরে মেলা দেখে …আর কিছু কেনাকাটা করে। তাই শুনে জয়তী বললো—

"বেশ-তো, তুই মেলা দেখ্, আমি এখানে আছি। বেশী দেরী করিস্ না কিন্তু।"

দেখতে দেখতে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল। এদিকে লীনার দেখা নেই। শেষ পর্য্যন্ত জয়তী লীনার খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। অনেক খুঁজেও লীনাকে পেল না। কাতারে কাতারে লোক, এর মধ্যে লীনাকে খুঁজে বার করা কি সহজ ব্যাপার! আগে এতটা ভাবতে পারেনি জয়তী···তাহ'লে কি আর ওকে কাছ ছাড়া করে। মেলা-প্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক অনেক খুঁজলো। কিন্তু, লীনার সন্ধান মিললো না। অগত্যা একাই রওনা দিল। কিছুটা পথ যাবার পর হঠাৎ জয়তীর কানে এলো···

আমার মনের মানুষ যেরে
আমি কোথায় পাবো তারে···

জয়তী পেছন ফিরে দেখে জনা চারেক ছেলে। মস্তান গোছের তাদের দিকে তাকাতেই জয়তীর গা ছম্‌ছম্ ক'রে ওঠে। ভীত জয়তী দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলে। অশ্লীল ভাষায় তারা টিট্‌কিরি করে। জয়তী তখন প্রাণপণে ছুট্‌তে শুরু ক'রেছে। তারাও ছুট্‌ছে জয়তীর পেছন পেছন। সামনের দিক থেকে তুজন যুবক এই দিকেই আসছিলো। তাদের দেখে অসহায়া জয়তী চিৎকার ক'রে ওঠে। তাই শুনে ঐ তু'জন যুবক ছুটে আসে। একজনের চেহারা দেখলেই মনে হয়, সে একাই একশো···ভয় ডর বলে কোনো বস্তু তার মধ্যে নেই। জয়তীর দিকে চেয়ে সে বললো—

"কি হয়েছে বলুন তো?"

মস্তানদের মধ্যে একজন বললো—

"আপনার এত মাথা ব্যথা কিসের দাদা?"

"মাথা থাকলেই ব্যথা থাকে।"

"আমাদের বুঝি মাথা নেই?"

"মাথা নেই, তবে মুণ্ডটা আছে। যাক সেকথা, যদি ভালো চাও তো কেটে পড়ো, না হ'লে···"

"না-হ'লে কি করবেন?···মারবেন নাকি?"

"শেষ বারের মত বলছি, ভালো চাও তো সরে পড়ো।"

'নগদ পয়সা খরচ করে ফূর্তি করতে এসেছি—বলে কিনা কেটে পড়ো, সরে পড়ো…"

"তুমি বড্ড বেশী কপচাচ্ছ"—বলে ঐ ছেলেটির কলার ধরে যুবকটি তাকে শূন্যে তুলে ধরলো তার বাঁ হাত দিয়ে।

তাই দেখে সবাই চম্পট। শুধু একজনের হাত ধরে ফেললো দ্বিতীয় যুবকটি।

যে শূন্যে ঝুলছিল, সে ব'ললো—

"দাদা আমায় নাবিয়ে দিন, আমার মাথা ঘুরছে।"

তাকে নাবিয়ে দিয়ে প্রথম যুবকটি বললো—

"এসো চাঁদু…তোমাদের একটু খাতির করা যাক। পয়সা খরচা করে এসেছো, খাতির না করলে শান্তিনিকেতনের বদনাম হবে যে ; এ ছাড়া আমি এখানকার ছেলে, তোমাদের ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে।"

যার হাত ধরা ছিল সে বললো—

"আমার হাতটা ছেড়ে দিননা দাদা…বড্ড লাগছে।"

দ্বিতীয় যুবকটি হাত ছেড়ে দিতে সে বললো—

"আমি না দাদা, ঐ শালা ন্যাপ্‌লা বলেছে।"

প্রথম যুবকটি বললো—

"কি বলেছে ?"

ঐ যে…আমার মনের মানুষ…না কি যেন বললে। এক্ষুনি শুনে এসেছে বাউল গান, তাই থেকে ঝেড়েছে…আমি কোনো খিস্তি করিনি দাদা।"

শুনে দু'জন যুবকই হেসে উঠলো। জয়তী মিট্‌মিট্ করে হাসলো। এবারে প্রথম যুবকটি তার বন্ধুর দিকে চেয়ে বললো—

"অভি, তুই ভদ্রমহিলাকে এগিয়ে দিয়ে আয়, ততক্ষণ আমি বরং এদের শ্রীঘরটা দেখিয়ে নিয়ে আসি।"

জয়ন্তী চলেছে। সঙ্গে অভি। সে একবারও জয়ন্তীর দিকে মুখ তুলে চাইল না। এটা জয়ন্তীর মনে কেমন যেন বাজলো। হাজার হোক এই বয়সের একটি ছেলের ঠিক এই রকম আচরণ কেমন যেন লাগে। আর কতক্ষণ এভাবে চলা যায়। জয়ন্তী অভির দিকে চাইলো···বয়স হবে ২১-২২ বছর। যেমন সুপুরুষ, তেমন ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা···লম্বায় প্রায় ছ'ফুটের কাছা-কাছি··· গায়ের রং কি রে বাবা···রবি বাবুর গোরাকেও হার মানায়··· গড়নটাও বেশ, চোয়ালটা একটু উঁচু, ঠোঁট জোড়া একটু পুরু, প্রশস্ত ললাট, চুলের একপাশে টেরিকাটা।···এক কথায় ছেলেটি দেখতে বেশ।···কিন্তু এদিকে পথ যে প্রায় শেষ হয়ে আসছে। মনে অনেকটা সাহস সঞ্চয় করে ঢোক গিলতে গিলতে জয়ন্তী বললো—

"ভাগ্যিস্ আপনারা এসে পড়লেন, না হ'লে যে কি হোতো!"

অভি মুখ নীচু করেই গম্ভীর ভাবে বললো—

"নতুন জায়গায় এভাবে একা বেরুনো আপনার ঠিক হয়নি।"

"একা তো বেরুইনি, সঙ্গে আমার এক বান্ধবী ছিল। সে বললো—মেলাটা ঘুরে এক্ষুনি আসছি। আমি কবির লড়াই শুনছিলাম। ও আসছেনা দেখে ওকে আমি অনেক খুঁজলাম কিন্তু পেলাম না। তখন বাধ্য হয়েই একা ফিরছিলাম।"

অভি এবারে জয়ন্তীর দিকে চেয়ে বললো—

"আপনি কোথায় উঠেছেন?"

"ঐ তো দেখা যাচ্ছে···ঐ লাল বাড়ীটায়।"

"আচ্ছা, তবে আমি চলি।"

"সে কি, চা-টা কিছু খাবেন না?"

"না, ধন্যবাদ।"

"সন্ধ্যায় আসছেন তো সঙ্গীত ভবনে ?"

"যদি ট্রেন পাই, তবে আজই ফিরে যাবো, কারণ কালকের ট্রেনে ভীষণ ভীড় হবে। আচ্ছা, নমস্কার।"

"নমস্কার।"

জয়ন্তী ভেবেছিলো, দর বাড়াবার জন্য ছেলেরা ওরকম বলে থাকে···ঠিকই আসবে, এসে বলবে···'ট্রেন পেলাম না, অগত্যা ফিরে এলাম'। কিন্তু যা ভেবেছিলো তা হ'লনা। অপরাহ্নের মধুর স্বপ্ন, ব্যর্থতার নিশ্বাস ফেলে মিলিয়ে গেল রাত্রির অন্ধকারে।

॥ ২ ॥

শেষ রাত।

কলকাতা মহানগরী। এখনও সবাই ঘুমিয়ে, শুধু প্রহরীর মত জেগে আছে রাস্তার বাতিগুলো। শেয়ালদার কাছে একটা পুরোনো মেসবাড়ীতে অভির আস্তানা। সারপেন্টাইন্ লেন ধরে কিছুটা গেলেই আর একটা সরু গলি। এই গলিতেই মেসবাড়ীটা। বাড়ীটা অনেক কালের পুরোনো। বাইরের দেওয়ালের অনেক জায়গায় ইট বেরিয়ে পড়েছে। দেওয়ালের বেশ কিছুটা অংশ ঘুঁটে দিয়ে ঢাকা। সদর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়ে ছোটো একফালি উঠোন। উত্তরদিকে একটা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়ি। দোতলার ওপর তিন কামরার মেসবাড়ী। ছ'জন মেম্বার, সবাই ছাত্র। একতলার ভাড়াটেদের বেশীর ভাগই ট্রাম কোম্পানির চাকুরে। ভোরে ডিউটি। অন্ধকার থাকতেই তাদের লাইন পড়ে যায় ঘটি হাতে। এ পর্ব শেষ হতেই দাঁতন চিবোনোর পালা। উঠোনের এককোণে একটা বড় চৌবাচ্চা। পাশেই একটা করপরেশনের কল। কলের মুখে প্লাসটিকের পাইপ আঁটা। এদের স্নানের বহর দেখলে মনেই হয়না যে এটা পোষ মাস। স্নানাহার শেষ করে এদের যখন যাবার সময় হয় তখনও দোতলার পড়ুয়া বাবুদের ঘুম ভাঙ্গেনা। তবু এদের মধ্যে অভি একটু সকাল সকাল ওঠে।

ঘুম ভাঙ্গতেই অভির ভাবতে বেশ ভালো লাগছিলো শান্তি-নিকেতনের কথা। ভাবলো···গতকাল থেকে গেলেই হোতো··· কি সুন্দর মুখখানা,···আবার যদি কখনও দেখা হয় নিশ্চয়ই বলবে··· 'আপনি সেদিন চলে এলেন কেন, আপনাকে কত খুঁজলাম'। আবার

ভাবে···দূর, আমার মত গরীবের এসব ভাবাও বিলাসিতা। আর বেশীক্ষণ এ নিয়ে ভাবতে হোলোনা, কারণ মেসের চাকর লক্ষ্মণ এসে হাজির। সে অভিকে বললো—

"ডাক্তার বাবু, আপনার শরীর খারাপ নাকি? এখনও শুয়ে!"

"শরীর খারাপ নয়রে···মন খারাপ।"

"মন খারাপ!"

···দেখা গেল সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে একটি সুদর্শন যুবক; বয়স হবে ২০-২২ বছর। অভির বন্ধু বিনয়। ঘরে ঢুকেই লক্ষ্মণের দিকে চেয়ে বিনয় বললো—

"মন খারাপের কি হোলো লক্ষ্মণ?"

"আমার নয়, ডাক্তার বাবুর।"

"কেন, কি হোলো রে অভি?"

"আরে না রে···আমি এত বেলা অবদি শুয়ে আছি, তাই ও ধরে নিয়েছে···আচ্ছা লক্ষ্মণ তোর আক্কেলটা কি বলতো, এত বেলা হ'য়ে গেল এখনও চা দিলিনা!"

"এক্ষুণি আনছি।"

"শোন, দু-কাপ চা আনবি, আর এই টাকাটা ধর—সেই সঙ্গে কিছু খাবারও আনিস্।"

শুনে বিনয় বললো—

"কি ব্যাপাররে? আজ এত দিলদরিয়া! আমিতো কিছুই বুঝতে পারছিনা।"

"তোর আর বুঝে কাজ নেই···আচ্ছা আমার তো রাত্রে ফেরার কথাই নয়—তা তুই খবর পেলি কি করে যে আমি ফিরেছি?"

"আমি আর মাল চিনিনা, আমি জানতাম···তুমি ঐ ভীড় ভাড়াক্কার মধ্যে থাকবেনা, সেইটে কনফার্ম করার জন্য এলাম, যাকগে আমি ভাই এক্ষুণি যাবো।"

"কেন তাড়া কিসের?"

"আমি কি শালা তোমার মত ভালো ছেলে ? সারা বছর স্রেফ্ গেঁজিয়ে কাটিয়েছি। এখন আমার দম ফেলার সময় নেই···এক্ষুনি একবার প্রফেসরের বাড়ী যেতে হবে।"

"আরে বোস্···চা-টাতো খেয়ে যাবি ! ঐতো লক্ষ্মণ এসে গেছে।"

চা খাওয়া হ'য়ে গেলে বিনয় বললো—

"পরীক্ষার পর আবার দেখা হবে"—

বলে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেলো।

আজ থেকে বিনয়ের পরীক্ষা। পৌনে একটার সময় অভি এল খবর নিতে। কম্পাউণ্ডের ভেতরে ঢুকতে যাবে, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা চেনা মুখ। অভি ভাবলো চেনা-চেনা লাগছে···শান্তি-নিকেতনেব সেই মেয়েটি না ? হ্যাঁ, সেইতো···সত্যি স্বপ্নমাখা মুখখানা ; তাজা ফুলের মত ; বয়স কুড়ির নীচেই হবে। মেয়েটির পরনে হালকা নীল রং-এর শাড়ী, কপালে টিপ থেকে পায়ের চটি অব্দি সবই নীল। কাছাকাছি আসতেই জয়তীর নজরে পড়লো অভিকে। অবাক হ'য়ে জয়তী বললো—

"আরে আপনি ?"

অভি কোন কৌতূহল না দেখিয়ে সহজভাবে বললো—

"আমার এক বন্ধুর খবর নিতে এসেছি···আপনি ?"

"আমার দাদা পরীক্ষা দিচ্ছেন।"

একটু থেমে জয়তী বললো—

"আপনাকে দেখে কি মনে হচ্ছে জানেন ?"

"কি ?"

"পৃথিবীটা গোল।"

"কেন ?"

"সেদিন কত খুঁজেছি আপনাকে, অথচ পেলাম না···আর আজ

…আশ্চর্য্য !! আমি তো ভেবেছিলাম আপনার সাথে আর দেখাই হবেনা…”

—বলে জয়তী থামলো। অভি চুপ করেই রইলো ; জয়তী আবার বললো—

“আচ্ছা আপনার সেই বন্ধুর খবর কি ?”

“কোন বন্ধু ?”

“ঐযে কিং-কং এর মত চেহারা যার।”

“ও, প্রণব…ও-তো শান্তিনিকেতনেই থাকে…এর মধ্যে আর খবর পাইনি।”

জয়তী মৃদু হেসে বললো—

“কেমন লাগলো শান্তিনিকেতন ?”

“ভালো।”

“ভালোই যদি লাগবে তো ফিরে এলেন কেন সেদিন।”

“পরে মনে হচ্ছিল…না এলেই হোতো।”

“কেন…কেন ?”…

…টিফিনের ঘণ্টা বাজলো। শুনে অভি বললো—

“আচ্ছা, আমি একবার খুঁজে দেখি আমার বন্ধুকে।”

“চলে যাবেন না যেন।”

“আচ্ছা।”

বিনয় পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়েই জয়তীকে দেখে বললো “কি খাবার এনেছিস্ রে—দেখি…”

“ওমা, এ কিরকম ছেলেরে বাবা, কস্ট্ এ্যাকাউন্ট্যান্সি পরীক্ষা দিচ্ছে কে বলবে…আগে পরীক্ষা কেমন হোলো বলবি তো। তাছাড়া তুই কি বাচ্চা ছেলে নাকি যে টিফিন আনতে যাব, তবু আমি এনেছি।”

“দেখ আমার পেটে ইঁদুর লাফাচ্ছে, আগে পেট পুজো—পরে কথা।”

জয়তী খাবার বার ক'রে দিল। বিনয় খাওয়ায় ব্যস্ত ; এমন

সময় অভি এসে দাঁড়ালো। বিনয়ের সেদিকে হুঁসই নেই। জয়তী অভিকে দেখে বললো—

"আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"হ্যাঁ?"

"আমার দাদার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এই আমার দাদা, এক নম্বরের পেটুক···আর দাদা, ইনি হচ্ছেন···ওহো আপনার নামটা···?"

বিনয় বললো—(খাবার চিবোতে চিবোতে)

"অভিজিত চৌধুরী।"

"ওমা! তুই ওকে চিনিস্ নাকি?—ওঁর সঙ্গে তো আমার শান্তিনিকেতনে দেখা হ'য়েছিলো।"

এবারে অভির দিকে চেয়ে জয়তী বললো—

"আপনি কি দাদার খবর নিতেই এসেছেন?"

"হ্যাঁ?"

জয়তী লজ্জা পেল।

অভি বিনয়কে বললো—

"কেমন হোলো রে?"

"ভালো।"

জয়তী হেসে বললো—

"ও-না কোনোদিনই খারাপ বলবে না।"

বিনয় বললো—

"মহা মুস্কিল তো, ভালো হলেও খারাপ বলবো?"

টিফিনের পর বিনয় ঢুকে গেল হলে। অভি ও জয়তী ফিরে গেল নিজ নিজ আস্তানায়।

বিনয়ের পরীক্ষার আজ শেষ দিন। পরীক্ষার হল থেকে অভির মেসে গেল বিনয়। অভিকে দেখে বিনয় বললো—

"কি-রে তোর আর পাত্তাই নেই···।"

"যাবো যাবো রোজই ভাবি, কিন্তু···"

"ভাবি···কি এত ভাবিস্ বল্‌তো? নে চট্ ক'রে তৈরী হ'য়ে নে তো।"

"কোথায় যাবি?"

"সিনেমায়।"

সিনেমা দেখে অভিকে নিয়ে বিনয় ওদের বাড়ী এলো। দরজা খুলে দিল জয়তী। বিনয়ের সঙ্গে অভিকে দেখে বললো—

"ওমা, আপনি?"

অভি শুধু হাসলো। কিছু বললো না। জয়তী বললো—

"কৈ আর একদিনও এলেন না তো পরীক্ষার হলে?"

"তাই তো আজ এলাম।"

বিনয় বললো—

"দেখ্, গুল্ মারিস্ নে···তুই এলি না আমি তোকে ধরে নিয়ে এলাম।"

"ঐ একই হোলো।"

"আচ্ছা তোরা কথা বল্, আমি বাবা-মার সঙ্গে দেখা ক'রে আসি।"

খানিক বাদে বিনয় তার বাবাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলো। বাবার নাম শঙ্কর বোস। তিনি একজন রেলওয়ে অফিসার; সম্প্রতি কাশী থেকে বদ্‌লী হয়ে এসেছেন ক'লকাতায়। সৌম্য চেহারা, গায়ের রং ধবধবে ফর্সা। তাঁর কথাবার্তা আচার ব্যবহার দেখে মনেই হয়না যে তিনি বড় কাজ করেন। বয়স হবে পঞ্চাশের কাছে।

বিনয় ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললো—

"বাবা, এই আমার বন্ধু অভি।"

অভি এগিয়ে এসে শঙ্কর বাবুকে প্রণাম করলো। শঙ্কর বাবু বললেন—

"থাক্ থাক্ বাবা···দীর্ঘজীবি হও। তুমি কোথায় থাকো?"

"শেয়ালদার কাছে একটা মেসে।"

"তোমার বাবা বাইরে থাকেন বুঝি?"

"বাবা বছর খানেক হোলো মারা গেছেন।"

"আহা···কত বয়স হয়েছিল?"

"আটচল্লিশ।"

"আচ্ছা বাবা তোমরা গল্প করো···তোমার বাবার কথা শুনে মনটা খারাপ হ'য়ে গেল।"

শঙ্কর বাবু চলে গেলেন। বিনয় বললো—

"বাবার মনটা ভীষণ নরম···সেদিক থেকে মা খুব শক্ত···ঐ তো মা এসে গেছেন।"

অভি এগিয়ে গেল প্রণাম করতে। বিনয়ের মা, অমিয়া দেবী বললেন—

"থাক্ বাবা প্রণাম করতে হবেনা···আমি এমনিই আশীর্বাদ করছি—তুমি বড় হও।"

অমিয়াদেবী তাঁর স্বামীর থেকে প্রায় আট বছরের ছোটো। একটু ভারিক্কি চেহারা। একাধারে যেমন করুণাময়ী তেমন দৃঢ় চিত্ত। কোনো কিছুতেই সহজে তিনি বিচলিত হন্না। তিনি হাসিমুখে সংসারের যে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হ'তে পারেন। অমিয়া দেবীকে দেখে অভির মনে হোলো—'বিনয় কত ভাগ্যবান···আমার যদি এমন একটা মা থাকতো।'

অভি মুখ নীচু করে রইলো। অমিয়া দেবী বিনয়ের দিকে চেয়ে বললেন---

"তোর সঙ্গে ওর আলাপ হোলো কি ক'রে?"

"ও যখন কলকাতায় আসে কলেজে পড়তে, সেই থেকে। এখন অবশ্য ও ডাক্তারী পড়ে।"

অমিয়াদেবী এবার অভির দিকে চেয়ে বললেন—আচ্ছা বাবা,

তোমরা গল্প করো। আমি তোমাদের খাবার জোগাড় করি। আজ এখানে খেয়ে যেও কিন্তু।"

"আর একদিন আসবো, আজ থাক্।"

"বেশ তবে রোববার দুপুরে এখানে খাবে···কেমন?"

অভি মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো। জয়তীর মনে যে এক অব্যক্ত আনন্দের ঢেউ খেলে গেল, সে খবর আর কেউ পেল না। দুজনে দুজনকে যেন নতুন ক'রে পেল।

রোববার।

বেশ শীত পড়েছে আজ।

অভি লেপ মুড়ি দিয়ে পড়ে রইল। বেশ লাগছিল ভাবতে··· বিনয়কে ডিঙ্গিয়ে জয়তীর কথা। কল্পনার জগৎ থেকে অভি আবার ফিরে এলো বাস্তবের জগতে লক্ষ্মণের গলার স্বরে···

"ডাক্তারবাবু, আজ কি আবার মন খারাপ?"

"মন খারাপ হতে যাবে কেন রে?"

"আবার এত বেলা অব্দি শুয়ে আছ তাই বলছি—

"তুই আবার চা দিতে দেরী করছিস তাই।"

"এক্ষুণি আনছি।"

"আর শোন, আজ দুপুরে আমি বাইরে খাবো।"

"আচ্ছা।"

অভির আসবার কথা বেলা এগারটায়। জয়তী সকাল থেকেই প্রতীক্ষায় রইলো। অভিকে পেয়ে হারানো···আবার হারিয়ে পাওয়ার কথা ভাবতে ভাল লাগলো।

ঘড়িতে এগারোটা বাজলো, বারোটা বাজলো, একটা বাজলো। অভির দেখা নেই। জয়তীর মনে পড়ে গেল শান্তিনিকেতনের কথা, পেয়েও না পাওয়ার ইতিহাস। বিনয় এবারে বললো—

"অভিতো কখনও কথার খেলাপ করেনা। আজ কী হোলো ওর!"

শুনে শঙ্করবাবু বললেন—

"তাহলে একটা খবর নেওয়া দরকার। আমি আর জয়তী বরং খেয়ে নিই।"

জয়তী বললো—

"না বাবা আমি এখন খাব না···আমার এখনও খিদে হয়নি।"

বিনয় গেল অভির মেসে। জয়তী গেল নিজের ঘরে। আবার সেই প্রতীক্ষা সেই 'টেনশন্'।

অভির মেসে এলো বিনয়।

বিনয়কে হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখে লক্ষ্মণ বললো—

"আস্তে ওঠো দাদাবাবু···এই রকম হড়বড় করে নাবতে গিয়ে ডাক্তারবাবুর কী অবস্থা হয়েছে দেখো না···"

"কি হয়েছে··?"

ব'লতে ব'লতে বিনয় অভির ঘরে ঢুকলো। অভি শোয়া; কাতরাচ্ছে। মেসের সবাই পিক্‌নিকে গেছে।

ব্যাকুল হয়ে জিজ্ঞেস কোরলো বিনয়—

"কিরে···কি হ'য়েছে?"

"বড় যন্ত্রণা হ'চ্ছে।"

"কোথায়?"

"পায়ে।"

"কেমন ক'রে···?"

"আর বলিস্ না···কপালের গেরো···সিঁড়ি দিয়ে নাবতে গিয়ে···মনে হ'চ্ছে গেছে···উঃ···কি ব্যথারে গোড়ালিটায়·· উ-হু-হু-হু···"

"আমি কি করবো বলতো? ডাক্তার ডেকে আনবো?"

"রোববার এসময় ডাক্তার কোথায় পাবি? তুই বরং আমায় হাসপাতালে নিয়ে চল্…মনে হচ্ছে 'ফ্রাকচার' হ'য়েছে।"

মেডিকেল কলেজ এমারজেন্সিতে অভিকে নিয়ে এসেছে বিনয়। অভির এক্সরে হ'য়ে গেছে। ফ্রাক্চার পাওয়া গেছে। অভিকে ভর্তি করে নেওয়া হ'ল।

অভির জন্য কিছু খাবার ও খুঁটিনাটি জিনিষ কিনে দিয়ে বিনয় একবার বাড়ী গেল।

বিনয়ের মুখে এই খবর শুনে সবাই অবাক। বিনয় ও জয়তী খেয়ে নিল। অমিয়া দেবী বললেন—

"হ্যাঁরে, পা ভেঙ্গেছে…তো খাওয়ার বাধা কোথায়?"

"আমারও মনে হয় না খাওয়ার কোনো বাধা আছে।"

"ওর নাম করে রেঁধেছি, খাবারটা নিয়ে যা না বাবা।"

"ঠিক আছে, দাও।"

জয়তী বললো—

"আমি তোর সঙ্গে যাবো দাদা?"

শুনে অমিয়া দেবী বললেন—

"যা, ওকে নিয়ে যা…ও ঠিকমতন খাবারটা গুছিয়ে দিতে পারবে।"

হাসপাতালের কেবিন।

বিনয় এবং জয়তী ঢুকলো।

অপ্রত্যাশিতভাবে জয়তীকে এখানে দেখে অভি অবাক হ'য়ে তার দিকে চাইলো।

বিনয় অভিকে জিজ্ঞেসা ক'রলো—

"কিরে কেমন আছিস্?

বিনয়ের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে অভি বললো—

"ভালো।"

জয়ন্তী অভির দিকে চেয়ে সলজ্জভাবে বললো—

"মা আপনার জন্য খাবার পাঠিয়েছেন"

অভি কুণ্ঠিত হয়ে বললো—

—"আমার জন্য আপনারা এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?"

"এ আর এমন কি?"…বলে জয়ন্তী খাবার সাজিয়ে দিল।

অভির খাওয়া হ'লে ব'ললো—

"মাকে বলবেন, খুব ভালো রান্না হয়েছে।"

"আচ্ছা, বলবো"

এবারে অভির দিকে চেয়ে বিনয় বললো—

"আচ্ছা, আজ চলিরে…কাল আসবো।"

পরদিন দুপুরে বিনয় যখন অভির কেবিনে এলো তখন প্রায় বেলা সাড়ে বারোটা। বিনয় বললো—

"আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেছি। উনি বললেন, কাল প্লাসটার হ'য়ে যাবে, কালই বাড়ী চলে যেতে পারে। তোকেও নাকি বলেছেন? অভি মাথা নেড়ে বললো—

"আমায় মেসে পৌঁছে দিস।"

"তুই কি ক্ষেপেছিস্ নাকি, ওখানে কে তোর দেখাশুনা ক'রবে, শুনি।"

"দেখাশুনোর কি আছে?"

"আচ্ছা, সে কাল দেখা যাবে।"

পরদিন সকালে চায়ের টেবিলে বিনয় তার বাবা-মা কে ব'ললো—

"জানো বাবা, অভির জন্য আমার বড় কষ্ট হয়। ওর আপন বলতে আছে এক বোন। বিয়ে হবার পর সেও চলে গেছে অনেক দূরে। ছোটো থেকেই ও মা-হারা। বছর খানেক আগে ওর বাবা খুব অসুস্থ জেনে আমিও যাই অভির সঙ্গে ধানবাদে। আমরা

পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরেই উনি মারা যান। মারা যাবার আগে উনি আমার হাতদুটো ধরে বলেন—

"দেখো বাবা বিনয়···আমি তো চলার পথে···ও বড় অভিমানী ছেলে, ওকে তুমি দেখো।"

"ওর বাবার আর্থিক অবস্থা কেমন ছিল?"

"উনি যা কিছু সঞ্চয় করেছিলেন সবই ব্যয় হ'য়ে যায় ওঁর মেয়ের বিয়েতে এবং নিজের চিকিৎসায়।

বিনয়ের মা অমিয়া দেবী এতক্ষণ শুনছিলেন—তিনি জিজ্ঞেস ক'রলেন—

"এখন ওর কি ক'রে চলে?"

"পড়াশুনোয় ও বরাবরই ভালো। কি রকম ভালো ভেবে দেখো···ও রাত্রে ক্লাস করে বি. এস. সি. পরীক্ষা দেয় ডাক্তারী পড়তে পড়তে। ওকে আমি জিজ্ঞেস করি—বি. এস. সি. পড়ার কি দরকার ছিল, তাতে ও বলে···

"দেখ্, যা স্কলারশিপ পাই, তাতে এ বাজারে চলেনা, তাই বি. এস্. সি. পাশ করা থাকলে দু' একটা টিউশানী তো পাবো।"

অমিয়া দেবী এবারে বলেন—

"বোনের বিয়ে হয়েছে কোথায়?"

"দিনাজপুরে···।"

বিনয় একটু থেমে আবার ব'ললো—

"জানো মা, আমি ওর বাবাকে কথা দিয়েছিলাম যে ওকে আমি দেখবো।"

শঙ্করবাবু ছিলেন খুব হৃদয়বান ব্যক্তি এবং অমিয়া দেবী ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। তাঁদের বুঝতে দেরী হোলোনা বিনয় কি বলতে চায়। শঙ্করবাবু বললেন—

"তুই কি অভিকে আমাদের বাড়ীতে আনতে চাস্?"

"হ্যাঁ বাবা। না-হ'লে ভাঙ্গা পা নিয়ে মেসে ও একা পড়ে

থাকবে—আমার কেমন খারাপ লাগে। অবশ্য ও রাজী হবে কিনা আমি জানিনা।"

"বেশ তো আজ অফিসের পর আমি যাবো হাসপাতালে, তখন আমি নিজেই একবার বলবো।"

শঙ্করবাবু আজ একটু তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরুলেন। তবু হাসপাতালে এসে পেঁছিতে প্রায় সোয়া পাঁচটা হোলো। বিনয় এবং জয়তীও ছিল।

শঙ্করবাবু অভির মাথায় হাত রেখে বললেন—

"কেমন আছো বাবা ?"

"ভালো।"

"তোমাকে আর কতদিন থাকতে হবে ?"

বিনয় গম্ভীর হয়ে ব'লল—

"আর একদিনও না।"

শঙ্করবাবু বিনয়ের দিকে চেয়ে বললেন—

"তার মানে ?"

বিনয় সোজা জবাব দিল—

"ইচ্ছে করলে এখনই চলে যেতে পারে···

···ডাক্তারবাবু বলেছেন যে, অযথা হাসপাতালে পড়ে থাকার কোনো দরকার নেই। মাস দেড়েক বাদে প্লাস্টার কাটাতে একবার এলেই হবে। অভি ব'লছে, মেসে যাবে···যায় যাক্, আমি কিছু বলবোনা।"

দুজনের মধ্যে অকপট বন্ধুত্বের কথা শঙ্করবাবুর অজানা নয়—তাই তিনি অভির দিকে চেয়ে বললেন—

"বিনয় ঠিকই বলেছে বাবা—এই বিপদে বিনয় যদি তোমার পাশে এসে না দাঁড়ায়, তবে ও তোমার কিসের বন্ধু ?'

অভি শান্তভাবে ব'ললো—

"ও-তো সবই ক'রছে··· ।"

"তা যাই বলো এ অবস্থায় তোমাকে মেসে ফেলে রাখা যায় না। সেখানে তোমার কে আছে বল ?"

অভি মুখ নীচু করে ব'ললো—

"দেখুন আমার যেন কেমন লাগে।"

"বেশ তো, তুমি সুস্থ হলেই মেসে ফিরে যেও।"

অভি মৌন হ'য়ে রইলো। জয়তী বুঝলো, সম্মতি আছে··· মনটা তার আনন্দে নেচে উঠলো। আবার ভাবলো—না বাবা আর নাচবো না, অনেক নাচিয়েছে।

॥ ৩ ॥

অভি কিছুদিন হ'ল জয়তীদের বাড়ী এসেছে—কিন্তু সহজভাবে মেলামেশার সুযোগ দু'জনের কারও তেমন হয়নি। দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা যেটুকু হ'য়েছে, তা একেবারেই মামুলি এবং সেও বিনয়কে সামনে রেখে। জয়তীর খুব ইচ্ছে অভির কাছে যায়—তার সাথে গল্প করে। কিন্তু অভির গাম্ভীর্য্যকে কাটিয়ে যেতে জয়তীর সংকোচ হয়।

একদিন জয়তী তার ওপরের ঘরে গানের প্র্যাক্‌টিস্ ক'রছে, এদিকে অভি তার ঘরের সামনে বারান্দায় বসে রয়েছে আনমনা হয়ে। জয়তীর গানের সুর ভেসে আসছে…আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই ..তুমি তাই গো…

গান অভি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। জয়তীর ঘরের দিকে এক একবার তাকিয়ে তক্ষুণি আবার চোখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। জয়তী জানালার খড়খড়ি দিয়ে সেটা লক্ষ্য করে। গানে আর মন বসেনা। নীচে নেবে আসতে মন চায়। সিঁড়ির কাছে এসে আবার ফিরে যায় ঘরে। আবার ভাবে—"লজ্জা কিসের…এই তো আমি কেমন সহজ হয়ে গেছি।"

…সিঁড়ি দিয়ে পা টিপে টিপে নাবে। বুকটা কেমন যেন ধড়ফড় করছে। ভাবে…করুক্‌গে, তবু আমি যাব। এমন সময় জয়তীর বাবা ঘর থেকে ডাকেন—"জয়তী…"

…ইস্…সব কাজেই বাধা…"যাই বাবা…" বলে জয়তী বাবার কাছে গেল। তিনি বললেন…"তোর গানটা হঠাৎ থেমে গেল কেন? আমি বেশ শুনছিলাম।"

জয়তী বাবার কথা শুনে জিব কাটলো—ভাবলো…ছি-ছি… একি একটা বাবার শোনার মত গান হল…সত্যি, বাবাটা যেন কি!

ঢোক গিল্‌তে গিল্‌তে বলল—

"না বাবা গলাটা একটু ধরে গেল তাই।"

"অ···একটু নুনজল দিয়ে কুলি কর, ক'মে যাবে।"

"আচ্ছা বাবা"—বলে আর সেখানে দাঁড়াল না···তরতর ক'রে নেবে গেল সোজা বারন্দায়। অভিকে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। ফিকে অন্ধকার ঘন হ'য়ে এসেছে। অভির মুখটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছেনা। আস্তে করে আলোর সুইচটা টিপতেই অভি জয়তীর দিকে ফিরে তাকাল। জয়তী বেশ সহজ ভাবেই বলল—

"আচ্ছা আপনি সবসময় এরকম চুপচাপ থাকেন কেন বলুন তো! এ পরিবেশ আপনার ভাল লাগছে না···তাই না?"

অভি নম্রভাবে বললো—

"তা কেন হবে? অফুরন্ত সময় আমি ক'রবোটা কি?"

"তা যদি হয়, বেশ তো আমায় পড়ান না, অবশ্য আমি তো আর আপনার মত ভেরী গুড্ বয় নই, আমাকে কি আপনি পড়াবেন?"

"আমি যতটা পারবো নিশ্চয়ই দেখে দেবো।"

"তাহ'লে সেই কথাই রইল···" ব'লে জয়তী নিজের ঘরের দিকে গেল। আবার ফিরে এসে ব'ললো—

"হ্যাঁ—কখন আসবো বললেন না তো।"

"এমনি সময়েই আসবেন।"

"আচ্ছা আমি দাদায় কাছে শুনেছি, আপনি দুজন ছাত্র পড়ান ··তাদের কখন পড়ান?"

"এমনি সময়েই পড়াতাম···তবে এখন মাস দুয়েক তাদের পড়াতে পারবো না বলে দিয়েছি।"

পরদিন অভির ঘরে আলো জ্বলতেই জয়তী এসে হাজির—হাতে বই-এর ব্যাগ। জয়তীকে দেখে মৃদু হেসে অভি ব'ললো—

"আপনার তো পড়াশুনায় বেশ উৎসাহ আছে দেখছি।"

"আপনার 'ডায়গ্‌নোসিসে প্রচণ্ড ভুল হ'ল।"

"কেন ?"

"আর কয়েকদিন যাক্‌, নিজেই দেখতে পাবেন।"

টেবিলের সামনে দুজনে এসে ব'সলো। জয়তী চেয়ারটা টেনে নিয়ে অভির পাশে ব'সলো। দুটো চেয়ারের মাঝখানে কোনো ব্যবধানই নেই দেখে অভি চেয়ারটা একটু সরিয়ে ব'সলো। জয়তী মিচ্‌কি হেসে ব'ললো—

"আপনার কোনো অসুবিধে হ'চ্ছে না তো ?"

"কৈ, না তো !"

"অতটা দূরে বসলে আমি পড়া দেখাবো কি করে ?"

অভি যেন বাধ্য হয়েই চেয়ারটা আবার কাছে টেনে নিলো··· জয়তীর মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন ক'রলো—

"কি নিয়ে পড়ছেন ?"

"ফিজিক্‌স্‌, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ্‌মেটিক্‌স্‌।"

"কোন সাব্‌জেক্ট্‌টা আপনার ভাল লাগে ?"

"কোনোটাই নয়"

"তবে নিলেন কেন সায়েন্স ?"

"সবাই বলে আর্টসে পড়তে হয় বেশী···এছাড়া আর্টসে ফেলের সংখ্যাও বেশী।"

অভি হাসতে হাসতে ব'ললো—

"এককথায় ফাঁকি দিয়ে পাশ করতে চান। সেটা আমি হতে দেবোনা। দেখি কি পড়া আছে আপনার ?"

"মাস্টার মশাই যদি ছাত্রীকে "আপনি—আপনি" করে বলেন, এ বড় বিশ্রী শোনায়।"

"তাই বুঝি—বেশ 'তুমি' ক'রেই ব'লবো।"

এরপর অভি নিয়মিত জয়তীকে পড়ায়। জয়তীও পড়ায় বেশ উৎসাহ পায়।

জয়তীর বাতিক ঘর গোছান। বাড়ীতে ঢুকেই আগে দেখবে—কেউ বিছানার চাদর এলোমেলো ক'রেছে কিনা, পর্দায় হাত পুঁছেছে কিনা, জুতো প'রে ঘরে ঢুকেছে কিনা, আলনায় কাপড় অগোছালো ক'রে রেখেছে কিনা···তেমন যদি হয়, তবে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দেবে।

অভি না চাইলেও জয়তী অভির ঘরটাও ছিম্‌ছাম্‌ ক'রে রাখে। পরিপাটী ক'রে বিছানাটি পাতে, ফর্সা দেখে বালিশের ওয়াড় পরায়, জানলার পর্দা পাল্‌টে দেয়, টেবিলে ছড়ানো বইপত্র সাজিয়ে রাখে, কখনো টেবিলে কাঁচের ফ্লাওয়ার ভাসে এক-গোছ ফুলও রাখে। ভাবে—রজনীগন্ধা ফুলের গন্ধে অভির মন মেতে উঠবে! কিন্তু সে গুড়ে বালি। অভি ঘরে ঢুকেই বলবে—

"অত সাজ-গোজ আমার ঘরে মানায় না।"

জয়তী শুনে হতাশ হ'য়ে রেগে বলে—"আপনি বড় নোংরা, অগোছালো, আটকুটে···"

শুনে অভি হাসে···জয়তী বিড় বিড় ক'রতে ক'রতে চলে যায়।

জয়তীকে অভির ভালো লাগে। কিন্তু, অভিকে দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। জয়তীর আবার অভির এই ঔদাসীন্য মোটেই ভালো লাগেনা। অভির যা দরকার তা যদি সে খোলাখুলি বলে, তবে কী খুশীই না হয় সে। কিন্তু অভির বরাবরের অভ্যেস নিজের কাজ নিজে ক'রে নেওয়া—কারও কাছে সেবা আদায় করা···এসব ওর আসেনা।

জয়তীদের বাড়ী কিছুদিন কেটে যাবার পর অভি অনেকটা সহজ হয়ে গেছে। জয়তীকে খুশী করার জন্য অভি আজকাল মাঝে মধ্যে জয়তীর কাছ থেকে এটাওটা চেয়েও নেয়। অভি যেন বাড়ীর একজন হ'য়ে গেছে। ওদের এই মেলামেশা জয়তীর বাবা-মা সহজভাবে মেনে নিয়েছেন। গল্প ক'রতে ক'রতে সকাল পেরিয়ে দুপুর গড়িয়ে আসে। দুপুরের স্নান-খাওয়া সেরে জয়তী আবার

নিজের ঘরে চলে যায়। দুপুর পেরিয়ে বিকেল হয়ে গেছে। বিনয় জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছে অভির ঘরে বসে। জয়তী ওৎপেতে বসে থাকে, কতক্ষণে বিনয় বেরুবে। হঠাৎ জয়তীর কানে এলো বিনয় ঘর থেকে বেরুতে বেরুতে অভিকে ব'লছে—'আমাকে বাদ দাও ভাই, আমি আজ "কাট"।'

জয়তী ভাবে—কেটে পড় না বাবা, আর দেরী কেন?

বিনয় বেরিয়ে গেল। জয়তীর আর ঘরে মন বসেনা। অভির ঘরের সামনে বাগানে এসে দাঁড়ায়। ভাবে···অভি দেখলে নিশ্চয়ই ডাকবে···কই কেউ তো ডাক্‌ছেনা···কি করা যায় তাহ'লে? একবার ভাবে···ঢুকে পড়ি ওর ঘরে— আবার ভাবে···

না আমি নিজের ঘরেই ফিরে যাই···ওমা! ঘরে যাবো কি···এযে সেই বকাটে ছেলেটা, দাদার বন্ধু গনেশদা আসছে। ওর দিকে তাকালেই যেন গা ঘিনঘিন করে। ওকে আমি চিনি, ও কি চায় তাও আমি জানি—শয়তান, পাজি, রাসকেল—কিছু করেনা, বছর বছর ফেল করে, গোবর গনেশ কোথাকার। কিন্তু সে যাক্ গে—এখন আমি কি করি···এ যে একেবারে সামনে এসে পড়েছে···

গনেশ জয়তীকে দেখে ব'লল—

"এই যে ভালো তো?"

"হ্যাঁ ভালো, আপনি?"

"আমি আর ভাল কোথায়···"

···এই সেরেছে, কেন একথা জিজ্ঞেস করতে গেলাম? এই বার শুরু হবে প্যান্‌প্যানানি···দুচক্ষে দেখতে পারিনা মেয়েদের গায়ে পড়া এই ছেলেগুলোকে। জয়তীর রাগটা মনে মনেই রইল—মিষ্টি করে জিজ্ঞেস ক'রলো—

"দাদার কাছে এসেছেন বুঝি? দাদাতো বাড়ী নেই। আপনি বরং বাবার সঙ্গে কথা বলুন। বাবা আপনার কথা খুব বলেন—আপনাকে দেখলে খু···ব খুশী হবেন।"

"চলনা দু'জনেই যাই, তাহলে আরও খুশী হবেন।"

জয়তী ভাবে—গা-পিত্তি জ্বলে যায়, কথার কি ছিরি! মনে যাই, থাক মুখে বলে—

"আমি এখন পড়বো, আপনি যান না উপরে, কেউ কিছু ব'লবেনা, আমাদের সুইটিও আপনাকে চিনে গেছে, আপনাকে দেখলে কেমন আপনার গা চাটে, সুইটিকে আপনি কেমন বশ মানিয়েছেন।"

গনেশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো। ভাবলো···হ্যাঁ, ঐ কুকুর বেড়াল বশ হলেই আমি খুশী! এর বেশী প্রাপ্য তো আর আমার কপালে নেই।

জয়তী ভাবতে লাগলো···গনেশদা চলে গেল, তবুও তো ওনার দেখা নেই। ঠিক আছে আমিও ওর ঘরে যাবোনা। যাবো না-যাবো না-যাবোনা···তিন সত্যি রইল, কিছুতেই যাবো না। আমি বরং নিজের ঘরে যাই– না এল তো ভারী বয়েই গেল। সত্যি এ কিরকম ছেলেরে বাবা···সেই থেকে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি সেদিকে কোনো হুঁশই নেই—এই যে গনেশদা ঘুর ঘুর···ঘুর ঘুর করছে শুধু দুটো কথা বলবে বলে—অথচ ওঁর কিছুতেই যেন কিছু আসে যায় না।

জয়তী নিজের ঘরে চলে যাবে ভাবছে—এমন সময় অভি জানালার পর্দাটা ফাঁক ক'রে বললে—

"আরে জয়তী তুমি···কতক্ষণ?"

"না···কৈ···এইতো···এক্ষুণি···এই দেখছিলাম বাগানে কেমন সুন্দর ফুল ফুটেছে···"

"আমি ভাবছিলাম, তুমি বোধহয় পড়বে বলে নীচে নেবেছ।"

"দেখুন, সবসময় কেবল এই পড়া পড়া মোটেই ভাল লাগেনা।"

"এই যে গনেশকে বললে—এখন পড়াশুনো করবো—আপনি বরং বাবার সঙ্গে কথা বলুন—"

"ওমা! কি অসভ্য ছেলেরে বাবা, আড়ি পেতে সব কথা শোনা হচ্ছিল।"

"আড়ি পাততে যাব কেন, আমি কি কালা নাকি?"

"আজ আমার পড়ার মুড নেই।"

"ওসব অজুহাত চলবেনা। পরীক্ষা সামনে---এখন পড়া কামাই করা উচিত নয়।"

দেখতে দেখতে দেড়মাস কেটে গেছে, অভির প্লাস্‌টার কেটে দেওয়া হয়েছে। তবু অভি এখন ভাল করে হাঁটতে পারেনা। তাই দেখে শঙ্কর বাবু বললেন—

"আরও কয়েকদিন থেকে যাও···তাতে তুমিও পুরোপুরি সুস্থ হ'য়ে উঠবে, এছাড়া জয়তীর পরীক্ষার ঠিক মুখোমুখি গেলে ও হয়তো নার্ভাস বোধ করবে।"

"বেশ তাই হবে।"

যেদিন জয়তীর পরীক্ষা শেষ হোলো তার পরদিনই অভি মেসে চলে গেল।

আজ জয়তীর ফল বেরুলো। জয়তী আশা করতে পারেনি যে সে এত ভাল করবে পরীক্ষায়। ভাবলো—এ সম্ভব হয়েছে শুধু অভির জন্য। আনন্দে আত্মহারা হয়ে জয়তী ছুটলো মেডিকেল কলেজে। তখন বেলা প্রায় তিনটে হবে। এ সময়ে অভির থাকার কথা। পেলনা অভিকে। ছুটলো মেসে। দেখা মিললো। জয়তীকে দেখে অবাক হয়ে অভি বললো—

"আরে জয়তী তুমি?"

"আপনাকে অবাক করে দেবো বলে এলাম।"

"তা ঠিক···তোমার এখানে আসাটাইতো অবাক করার মত ব্যাপার···শুনি, আর কি ব্যাপার আছে?"

"আগে চোখ বুজুন।"

“আমার কি চোখ বোজার বয়স হয়েছে···আচ্ছা বুঝলাম।”

জয়তী যেন খানিকটা গায়ের জোরেই এক টুকরো ক্যাডবেরীর চকলেট অভির মুখে গুঁজে দিল।

অভি চোখ খুলে বললো –

“আরে আরে···কি করছো?”

“আমি গ্র্যাজুয়েট হয়েছি···সবই আপনার জন্য, তাই সবার আগে ‘তোমার’ কাছে ছুটে এলাম···এমা ‘তুমি’ বলে ফেললাম।”

“এ মোটেই ভালো করলেনা, পরকে এমন করে আপন করে নিলে।”

“তুমি তো আমায় কোনোদিন আপন করে ভাবলে না।”

“যা ভাবা অবাস্তব তা না ভাবাই ভালো··কোথায় তুমি আর কোথায় আমি।”

“তা ঠিক তোমার সঙ্গে আমার তুলনাই চলেনা।”

অভিমান ক’রে জয়তী বললো –

“আচ্ছা আমি আসি···মা-বাবার সঙ্গে দেখা করা হয়নি।”

জয়তী যে এতটা আঘাত পাবে অভি ভাবতে পারেনি। অভি বললো –

“তুমি আমার ওপর রাগ ক’রে চলে যাচ্ছো···কিন্তু না, এভাবে তোমায় আমি যেতে দেবো না। যেমন হাসিমুখে এসেছিলে, তেমনি হাসিমুখে যাবে।”

বলে অভি জয়তীর পথ আগলে দাঁড়ালো। বললো –

“হাসো···হাসো বলছি”

জয়তীর মন থেকে অন্ধকার যেন কেটে গেল। আবার আলোর রোশনাই। আবার হাসিমুখ। অভির মুখ থেকেও গাম্ভীর্য্যের খোলসটা পড়ে গেল। জয়তী তার অজান্তে তার মাথাটা কখন যে অভির বুকে রেখেছে নিজেও জানেনা। জয়তীর অস্তিত্বের একটা অদৃশ্য পরশ অভি পাচ্ছে। অভির ফর্সা মুখটায় যেন একটা রঙ্গীন আভা দেখা দিয়েছে।

…হঠাৎ লক্ষ্মণ ঘরে ঢুকে অপ্রস্তুত…'এই জন্য ডাক্তার বাবুর মন খারাপ, এবার মন ভালো হবে।'

লক্ষ্মণকে দেখতে পেয়ে জয়তী লজ্জায় সরে গেল। অভি থতমত খেয়ে বললো…

"লক্ষ্মণ যা-তো ইয়ে চা আর গিয়ে খাবার নিয়ে আয়।"

"কি খাবার আনবো ?"

"ভালো মিষ্টি আনবি, নোন্‌তা আনবি, তোর যা মন চায় আনবি।"

"আজ থাক…মা-বাবা ভাববেন।"

"আমার যদি মা থাকতেন তবে কি তোমায় না খাইয়ে ছেড়ে দিতেন ?"

জয়তী কোনো কথা বললো না। লক্ষ্মণ খাবার আনতে চলে গেল। অভি বললো –

"এখন কি পড়বে ঠিক করলে ?"

"আর পড়া নয়…ঢের হয়েছে।"

"তবে এখন কি করবে ?"

"আমার পরাণ যাহা চায়।"

"সে আবার কি ?"

"সে রসে তুমি বঞ্চিত।"

"মোটেই-না।"

"বেশ তবে কাল সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় আমাদের কলেজ-সোসালে এসো।"

॥ ৪ ॥

কলেজে ফাংশান শেষ হ'য়ে গেছে। জয়তীর অভিকে খুঁজে বার করতে অসুবিধা হ'লনা! অভি ব'ললো—

"ওয়াণ্ডারফুল্!"

"কি ?"

"তোমার গান"

"আর আমি ?"

"তুমি···ফুল্ অফ ওয়াণ্ডার্।"

"ভ্যাট্!"

দুজনে কথা বলতে বলতে কলেজের বাইরে এলো। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ভাবছে কি করা যায়। হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি এলো। কলেজের গেট দিয়ে এক এক ক'রে গাড়ী বেরুচ্ছে। হঠাৎ একখানা গাড়ী থেকে গলা বার করে জয়তীর বয়সী একটি মেয়ে চিৎকার ক'রে উঠলো—

"এই জয়তী···কোথায় যাবি ?"

"আরে সাথী···তুই !"

সাথী বললো—

"আগে উঠে আয়, পরে কথা বলিস্।"

"আমরা দুজন আছি।"

"দুজনেই আয় না।"

অভি সামনের সীটে উঠে ব'সলো। জয়তী পেছনের সীটে সাথীর পাশে ব'সলো। সাথীর আর এক পাশে তার বাবা বসেছিলেন। সাথী ব'ললো—

"বাবা তুমি যার গানের তারিফ করছিলে, এই হোলো সেই মেয়েটি – আমার বন্ধু জয়তী।"

জয়তী হাততুলে নমস্কার জানাল। ভদ্রলোককে দেখেই মনে হয় বেশ রাশভারী। সাজ-পোষাক, আকৃতি-প্রকৃতি সব কিছুর মধ্যে যেন একটা আভিজাত্যের ছাপ রয়েছে। কয়েকটা সেকেণ্ড সবাই নীরব, হঠাৎ সাথীর বাবা বললেন—

"ছেলেটির পরিচয় তো পেলাম না!"

জয়তী একটু অপ্রস্তুত হ'য়ে ব'ললো—

"আজ্ঞে···ওঁর নাম অভি···মানে, অভিজিৎ চৌধুরী। আমার দাদার বন্ধু।"

অভি পেছন ফিরে নমস্কার ক'রলো। ভদ্রেলোক প্রতিনমস্কার করে জয়তীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—

"তোমার গান আমার ভালো লেগেছে, তুমি রেডিওতে গাইবে?" অভাবনীয় প্রস্তাব! জয়তী যে কি জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছেনা। একবার সাথীর দিকে, একবার অভির দিকে চাইল। তারপর সলজ্জভাবে ব'ললো···

"আজ্ঞে··তা···সুযোগ পেলে···"

"ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে আকাশবাণী ভবনে দেখা কোরো। আমার নাম ইন্দ্রনাথ রায়। হ্যাঁ, তোমার নামটা যেন কি?"

"আমার নাম···আমার নাম জয়তী বোস।"

"ঠিকানাটা সাথীর কাছে লিখে দিও।"

"আচ্ছা।"

গাড়ী জয়তীর বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। সাথী জয়তীকে ব'ললো—

"আয়না একদিন আমাদের বাড়ী।"

জয়তী জড়োসড়ো হয়ে ব'ললো।

"পরে তোকে ফোন কোরবো"—ইন্দ্রনাথ বাবুর সামনে এর বেশী কথা জয়তীর মুখে বেরুল না। জয়তী ও অভি নেমে গেল—ইন্দ্রনাথবাবুকে নমস্কার করে।

জয়তী একদিন ফোন করলো সাথীদের বাড়ী। ফোন বেজে উঠতে সাথীই ফোন ধরলো। জয়তী বললো—

"সাথী আছে?"

"কথা বলছি। আপনি কে বলছেন?"

"আরে সাথী···আমি জয়তী।"

"চিনবো কি করে বল্ ভাই, তোর তো গানের গলা।"

দুজনেই হাসতে লাগল। তারপর সাথী বললো—

"কৈ তুই এলিনা তো একদিনও।"

"সেইজন্যই ফোন করছি···আজ সন্ধ্যায় যেতে পারি···"

"তুই থাকবি?"

"হ্যাঁ থাকবো···কখন আসবি?"

"এই ছটা-সাড়ে ছটায়।"

"ঠিক আছে।"

"তাহলে এখন ছাড়ি, দেখা হ'লে সব কথা হবে, কেমন?"

"আচ্ছা।"

সেদিন সন্ধ্যায় জয়তী এলো। দুজনে অনেকক্ষণ গল্প করার পর হঠাৎ সাথী বললো—

"তুই কার কাছে গান শিখিস্ রে?"

"এখন আর শিখিনা, শিখতাম।"

"তার মানে?"

"মানে, আমরা যখন বেনারসে ছিলাম—তখন শিখতাম বাণীকুমারের কাছে।"

"বাণীকুমার! সে তো মস্ত গাইয়ে, তোর সঙ্গে আলাপ হ'ল কী করে?"

"সে-ও এক ফাংশানে।"

"জিনিসটা খুলেই বলনা বাবা!"

"তখন আমি নিজেই বাণীকুমারের বিরাট ফ্যান। মনে হোতো একদিন যদি আলাপ হতো! দীর্ঘ প্রতীক্ষা। শেষ অবদি দেখা মিল্‌লো। পর্বত স্বয়ং এলেন মহম্মদের কাছে।"·· ব'লে জয়তী ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে নিজের দিকে দেখালো। সাথী হাসতে হাসতে ব'ললো—

"কেমন ক'রে?"

"সে এক নাটকীয় ঘটনা"···জয়তী আবার বলতে শুরু করলো—

"সেদিন ইণ্টার-স্কুল মিউজিক কমপিটিশন্। ছেলে-মেয়েরা নানান্ স্কুল থেকে এসেছে। এছাড়া শহরের অনেকেই এসেছেন। হঠাৎ আমার কানে এল, এই অনুষ্ঠানের প্রধান বিচারক হয়ে এসেছেন বাণীকুমার।"

"কি রকম দেখতে রে ভদ্রলোককে!"

"সুন্দর চেহারা। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। ব্যাক্ ব্রাশ-করা চুল! গায়ের রং আমার মতই হবে। সেদিন পরনে ছিল ঢিলে পাজামা ও গিলে করা পাঞ্জাবী। ভদ্রলোকের বয়স হবে ত্রিশ-বত্রিশ। হ্যাঁ, যা বলছিলাম! জম-জমাট আসর। গান শুরু হ'য়েছে। একের পর এক গেয়ে চলেছে। আমিও গাইলাম। গাওয়া আমার সার্থক হ'ল। কারণ বাণীকুমারের হাত থেকেই পেলাম ফার্স্ট প্রাইজ।"

"তারপর?"

"অনুষ্ঠানের শেষে আমি আর একবার ভালো করে দেখবো বলে বাণীকুমারের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আমায় দেখে উনি ব'ললেন—"

"কে তোমায় গান শেখান?" আমি ব'ললাম—

"বাবা শেখান। বাবাকে ডাকবো ?"

উনি ব'ললেন—

"ডাকো।"

বাবাকে দেখে ব'ললেন—

"আপনার হাতযশ আছে। আপনার মেয়ে যদি চর্চ্চা করে তবে ও অনেক বড় হবে।"

তাই শুনে বাবা ব'ললেন--

"দেখুন, আমি চাকরী-বাকরী ক'রে কতটা সময়ই বা পাই ওর জন্য ব্যয় করতে ··তাই বলছিলাম·· "

একটু থেমে আবার ব'ললেন—

"বলছিলাম···আপনার কি সময় হবে···ওকে একটু দেখাবার ?"

"একদিন আসুন না আমার বাড়ীতে, সেখানেই বরং কথা হবে"—এই কথা বলে উনি চলে গেলেন।

সেদিন যে কি আনন্দ হয়েছিল, তা তোকে বোঝাতে পারব না। কিন্তু সেকথা বাবাকে তো আর বলতে পারি না। বাবাকে ব'ললাম—

"তুমি কেন ছোটো হতে গেলে বাবা ওঁর কাছে ? তোমার কাছেই তো বেশ শিখছিলাম !"

বাবা বললেন—

"এতে ছোটো হওয়ার কী হোলো ? ওর মতন গুরু পাওয়া তো ভাগ্যের কথা রে।"

"এক অনির্বচনীয় আনন্দে আমার মনটা ভরে উঠলো। এই হ'ল আমার প্রথম সাক্ষাৎকার···তোর 'বোর' লাগছে না তো ?"

"বলনা তুই, আমার খুব ভাল লাগছে।"

"এরপর যেদিন ওঁর বাড়ী গেলাম, সেদিন ছিল রোববার। সকাল থেকেই মেঘ ক'রে ছিল। এক পশলা বৃষ্টিও হ'য়ে গেল। আকাশটা অনেক পরিষ্কার হয়ে গেছে। তাই দেখে আমি ছুটে গেলাম বাবার কাছে, বললাম—"

"কই বাবা…যাবে না ?"

বাবা ব'ললেন—

"আবার বৃষ্টি নাববে না তো রে ?"

আমি ব'ললাম—

"মনে তো হয় না।"

বাবা ব'ললেন—

"তবে তৈরী হ'য়ে নে।"

বাবাকে ধুতি-পাঞ্জাবী বার ক'রে দিয়ে আমি নিজের ঘরে গেলাম। ভাবলাম —প্রথম দিন যাচ্ছি, একটু সেজেগুজে যাবো তো! আমি কি পরে গিয়েছিলাম, তা পর্যান্ত আমার বেশ মনে আছে। আকাশী রং-এর একখানা শাড়ী, পাড়ের সঙ্গে ম্যাচ্ করে একটা বেনারসী ব্লাউজ, কপালে সবুজ রং-এর একটা বড় টিপ্, ডান-হাতে একটা মোটা ব্যাণ্ডের রিস্ট্ওয়াচ্, বাঁ হাতে এক গোছ সবুজ রং-এর কাঁচের চুড়ি। তৈরী হ'য়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আমি মনে মনে ব'লছি, "দেখতে আমি নেহাত খারাপ নই বুঝলে!" এমন সময় বাবা হাঁক দিলেন—

"তোর আর কত দেরী হবে রে…এগারোটা তো বাজে।"

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে ব'ললাম—

"আমি তো রেডি।"

বাড়ী থেকে যখন বেরুলাম, তখন আবার একটু একটু করে আকাশে মেঘ জমেছে। কিছুটা যেতেই বৃষ্টি এল। সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। ছাতা উড়িয়ে নেবার যোগাড়। অগত্যা একটা টাঙ্গায় উঠে পড়লাম তুজনে। কিছুক্ষণের মধ্যে বাণীকুমারের বাড়ী পৌঁছে গেলাম। বৃষ্টির দাপটে সাজগোজ সব পণ্ড।

কলিং বেল টিপতেই একজন বেরিয়ে এল। খাটো, মোটা, একটু কুঁজো মত। পরনে তার আধময়লা ধুতি ও গায়ে ফতুয়া। তার দিকে চেয়ে বাবা বললেন—

"বাণীকুমার আছেন ?"

লোকটি ব'লল—

"আছেন, আপনারা বসুন।"

বাণীকুমারের ঘরে ঢুকতেই আমার চোখ ঝলসে যাবার জোগাড়···মার্বেল পাথরের মেঝে, ঝাড়লণ্ঠন, ঘরে দামী আসবাবপত্র, গান-বাজনার সামগ্রী···কোনো কিছুরই অভাব নেই। আমার মনে হোলো—"সব থেকেও কি যেন নেই।" প্রাচুর্য্য আছে, মাধুর্য্য নেই। একটা ছন্নছাড়া ভাব। এদিকে আমার মন উস্‌খুস্‌ করছে। ভাবছি··· দশটা মিনিট সময় পেলেই ঘরের চেহারা পাল্টে দিতে পারি। আবার ভাবছি···ছিঃ···ছিঃ···তা কি করে হয়। অপরের জিনিষে হাত দিতে যাবো কেন। আর এ নিয়ে বেশীক্ষণ ভাবতে হোলোনা—বাণীকুমার এসে হাজির।

ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বললেন—

"আরে আপনারা···!···এই ঝড় জলের মধ্যে এলেন কি ক'রে ?"

বাবা ব'ললেন—

"আর বলবেন না···এই মেয়ে আমায় সকাল থেকেই তাড়া দিচ্ছে।"

আমি ব'ললাম—

"আহা, তোমার বুঝি ইচ্ছে ছিল না !!"

বাবা ব'ললেন—

"তা ঠিক—আমারও ষোলো আনা ইচ্ছে ছিল।"

বাণীকুমার হেসে ব'ললেন—

"তারপর, কি খাবেন বলুন—চা—না কফি ?"

বাবা ব'ললেন—

"তা একটু চা পেলে মন্দ হয় না।"

বাণীকুমার ব'ললেন—

"চায়ে আদা দিতে ব'লবো ?"

বাবা খুশী হ'য়ে ব'ললেন—

"আপনি আমার মনের কথাটাই ব'লেছেন।"

বাণীকুমার হরিদাকে ডেকে ব'ললেন—

"হরিদা, আমাদের একটু আদা দিয়ে চা দিও।"

সবার চা খাওয়া হয়ে গেলে, বাবা বাণীকুমারের দিকে চেয়ে বললেন—

"আজ আর বেশীক্ষণ বসবো না···দেখ্‌ছেন তো কি রকম ভিজে গেছি।"

একটু থেমে বাবা আবার ব'ললেন—

"আমার মেয়ের ব্যাপারে কিছু ভেবেছেন কি?"

বাণীকুমার জিজ্ঞেস ক'রলেন—

"ওকে আপনি গান শেখানোর কথা ব'লছেন তো?"

"হ্যাঁ।"

"বেশ তো আসুক না সামনের সপ্তাহ থেকে।"

দিন গড়িয়ে মাস যায়। মাস গড়িয়ে বছর। ওঁকে যত দেখি তত যেন অবাক হই। আমার মনে হয়···আশ্চর্য্য মানুষ···কথা শুনলে মন আমার কানায় কানায় ভরে ওঠে, ওঁর গান আমায়··· ভাসিয়ে নিয়ে যায় কোন এক সুরের জগতে। ওঁর পুঁজিতে যা ছিলো সব যেন উজাড় ক'রে দেন আমায়···

সাথী বাধা দিয়ে বললো—

"দাঁড়া দাঁড়া, এত উচ্ছাস তো ভালো না···ভদ্রলোক নির্ঘাত তাহলে তোর প্রেমে পড়েছিলেন···"

"এই···কি বাজে কথা বলছিস্···চুপ কর্, মেসোমশাই আসছেন···"

ইন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকতেই জয়তী উঠে দাঁড়ালো।

ইন্দ্রনাথবাবু জয়তীকে দেখে ব'ললেন···

"তোমার সঙ্গে দেখা হওয়াতে ভালোই হোলো···তোমার অডিশন টেস্ট্ হবে। দু'এক দিনের মধ্যে তুমি খবর পাবে।"

ইন্দ্রনাথবাবু সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন। জয়তী সাথীকে বললো—

"মেসোমশাইকে দেখলে না আমার ভীষণ ভয় করে।"

"বাবার বাইরেটা ঐরকম···কিন্তু ভেতরটা খুব নরম।"

"আজ তাহলে উঠি রে।"

"ঠিক আছে, তুই একদম ঘাবড়াস্ না কিন্তু···আমি বলে দিচ্ছি তোকে অডিশন টেস্টে কেউ আটকাতে পারবে না।"

আজ জয়তীর অডিশন টেস্ট।

তার জীবনের একটা স্মরণীয় দিন। আজ সকাল থেকেই বারবার বাণীকুমারের কথা জয়তীর মনে পড়ছিলো। বিশেষ করে প্রথম যেদিন সে ফাংশানে গেয়েছিলো···সেদিনকার কথা···

···সেদিন ছিলো সরস্বতী পুজো। সকাল দশটা নাগাদ জয়তী বাণীকুমারের বাড়ী এল।

জয়তীকে দেখে বাণীকুমার বললো—

"তোমার কথাই ভাবছিলাম···চলো আজ সন্ধ্যায় তোমাকে একটা ফাংশানে নিয়ে যাবো।"

জয়তী বললো

"না-না ও আমার ভয় করে।"

"দেখো ভয় যেখানে ভরসাও সেখানে···যেখানে মুস্কিল আছে সেখানে আসানও আছে। এছাড়া আমি তো আছি···ভয় কিসের ?"

"আচ্ছা, আপনি যখন ভরসা দিচ্ছেন ··ঠিক আছে ?"

রাত আটটা নাগাদ দুজনে ফাংশানে গিয়ে পৌঁছুলো। স্টেজের পাশে আর্টিস্ট্দের বসবার জায়গা। দুজনে সেখানে বসলো। জয়তীর খুব ভয় ভয় করছিলো। ভাবলো···কেন যে রাজী হয়ে গেল এক কথায়। হঠাৎ মাইকের কয়েকটা কথা জয়তীর কানে আসতেই তার বুকটা কেঁপে উঠলো···

"আমাদের আজ পরম সৌভাগ্য বাণীকুমারকে আজ আমরা আপনাদের সামনে আনতে পেরেছি···তাঁর সঙ্গে এসেছেন তাঁরই প্রিয় ছাত্রী জয়তী বোস।"

বাণীকুমার বললো—

"চলো জয়তী, আমাদের ডাক পড়েছে।"

"আমি···মানে এক্ষুণি···আপনি বরং যান।"

"কোন ভয় নেই, তুমি মনে করবে আমায় গান শোনাচ্ছো।"

বাণীকুমার আগে স্টেজে ঢুকলো, পেছনে জয়তী।

বাণীকুমারকে স্টেজে পাওয়া আর হাতে চাঁদ পাওয়া প্রায় এক কথা। তাই দর্শকেরা তাঁকে দেখতে পেয়ে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানালো। হলে তিল ধারনের জায়গা নেই। বাণীকুমার মাইকের সামনে এসে বসলো, জয়তী তার পাশে বসলো। বাণীকুমার আস্তে আস্তে বললো—

"তুমি যে গানটা গাইবে বলেছিলে, সেইটেই গাও।"

জয়তী গাইতে শুরু করলো। তার মনে হোলো·· ঠিক হচ্ছেনা। বাণীকুমার বললো—

"নার্ভাস হ'চ্ছো কেন? স্টেজের দিকে চেয়ো না—আমার দিকে চেয়ে গাওতো।"

ক্রমশঃ জয়তীর ভয় ও জড়তা কেটে গেল। বাণীকুমার উৎসাহ দিয়ে বললো···

"এই-তো সুন্দর হ'চ্ছে···বাঃ চমৎকার!"

গান শেষ হতেই যা হাততালি পড়েছিলো, তা আজও জয়তী ভোলেনি। এরপর বাণীকুমার গাইলো; সে গান আজও তার মনে গেঁথে আছে।

হল্ থেকে বেরিয়ে বাণীকুমার জয়তীকে বললো—

"প্রথম অনুষ্ঠানেই তোমার সম্ভাবনার কথা অনুমান করতে পারছো তো?"

জয়তী বললো—

"আপনার ভালো লেগেছে ?"

"ভালোর যদি কোনো মাত্রা থাকে তা তুমি ছাড়িয়ে যাবে, এ আমি বলে দিচ্ছি।"

"কই-রে তুই এখনও তৈরী হ'স্‌নি···তোর না আজ রেডিও অফিসে যাওয়ার কথা দশটাতো বাজতে চললো।" মায়ের কণ্ঠস্বরে স্বপ্নময় অতীত থেকে রূঢ় বাস্তবে ফিরে এল জয়তী···

"হ্যাঁ মা, এক্ষুণি তৈরী হ'য়ে নিচ্ছি।"

আকাশবানী ভবন।

এগারোটা বাজতে তখনও সাত মিনিট বাকী। ভেতরে ঢুকতেই জয়তীর চোখে পড়লো···'এন্‌কোয়ারী অফিস'। দু' চারজন লোক ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। চেয়ারে বসা ভদ্রলোক জয়তীর দিকে চেয়ে ব'ললেন—

"বলুন।"

"মিঃ ইন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে পারি ?"

"কি ব্যাপারে ?"

"উনি আসতে বলেছিলেন।"

"আপনার নাম ?"

"জয়তী বোস।"

"আপনি বসুন, আমি দেখ্‌ছি।"

ভদ্রলোক ফোনে কথা ব'ললেন। রিসিভারটা রেখে একজন পিওনকে ডেকে ব'ললেন—

"এঁকে রায় সাহেবের ঘরে নিয়ে যাও।"

তারপর জয়তীর দিকে চেয়ে ব'ললেন—

"আপনি ওর সঙ্গে যান।"

জয়তীর ভয় ভয় ক'রছে। হাত-পা কাঁপছে। ইন্দ্রনাথ বাবুর ঘরের কাছাকাছি আসতেই পিওন বললো—

"আপনি একটু দাঁড়ান···আমি সাহেবকে একবার জিজ্ঞেস করি।"

জয়তীর চোখে পড়লো দরজার পাশে একটা নেম প্লেট···

মিঃ আই. এন. রয়, এ্যাসিস্‌টেণ্ট্‌ স্টেশন ডাইরেক্‌টর্‌।

পিওন ফিরে এসে বললো—

"আপনি ভেতরে যান।"

জয়তী ঘরে ঢুকতেই মৃদু হেসে ইন্দ্রনাথ বাবু ব'ললেন—

"বোসো।"

হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠলো; ইন্দ্রনাথবাবু রিসিভারটা তুলে ব'ললেন—

"আপনি আধঘণ্টা বাদে ফোন করুন।"

এবারে জয়তীর দিকে চেয়ে ব'ললেন—

"ডোনট্‌ গেট্‌ নার্ভাস··অডিশান টেস্টের জন্য তোমায় একবার পাঠাচ্ছি।"

বেল্‌ টিপতেই পিওন এসে দাঁড়ালো। ইন্দ্রনাথবাবু বললেন—

"এঁকে একবার মাইতি বাবুর কাছে নিয়ে যাও।"

কিছুবাদেই জয়তী ইন্দ্রনাথবাবুর ঘরে ফিরে এলো। ইন্দ্রনাথবাবু জয়তীর দিকে চেয়ে বেশ গর্বের সঙ্গে ব'ললেন—

"আমার চোখ আর কান কখনও ভুল করেনা, ইউ হ্যাভ্‌ডান্‌ ভেরী ওয়েল।"

জয়তী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললো—

"মানে···আমি তাহলে রেডিওতে চান্‌স্‌ পাবো?"

"নিশ্চয়ই পাবে।"

জয়তী ইন্দ্রনাথ বাবুকে প্রণাম করে বললো—

"আমি যেন আপনার মুখ রাখতে পারি।"

"ঠিক পারবে।"

"আজ তবে আসি।"

"এসো।"

॥ ৫ ॥

ডাক্তারী পাশ ক'রে অভি মেডিকেল কলেজে হাউস সার্জেন হিসেবে কাজ করছে---'গাইনোকোলজি' ওয়ার্ডে। অভি বরাবরই গম্ভীর প্রকৃতির। ডাক্তার হ'য়ে আসার পর যেন আরও গম্ভীর হ'য়ে গেছে। ডাক্তার বন্ধুরা কেউই অভির সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ হবার সাহস পায়না তার ঐ গম্ভীর স্বভাবের জন্য। কিন্তু রুগীদের সঙ্গে অভি যখন কথা বলে তখন ও অন্য মানুষ।

ডাক্তার পশুপতি সিন্‌হা গাইনোকোলজির প্রফেসর ডাইরেক্‌টর্। সবাই তাঁকে বাঘের মত ভয় করে। তিনি যেমন রাশভারী, তেমনি তাঁর মেজাজ। বয়স হবে পাঁচের কোঠায়। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। তিনি যখন হাঁটেন, তখন একদিকের পায়ে যেন একটু ভর দিয়ে চলেন, যার দরুণ হাঁটবার সময় একটা বিশেষ ধরণের আওয়াজ হয়। ডাক্তার সিন্‌হার পায়ের আওয়াজেই বোঝা যায় উনি আসছেন। ওঁর পায়ের আওয়াজ শুনলে সবাই তটস্থ হ'য়ে পড়ে; আর গলার আওয়াজ শুনলে সবার বুক দুর্ দুর্ করে। অবশ্য অভি অন্য ধাতুতে গড়া। ওর ওসব অহেতুক ভয় নেই। অন্য হাউস্ সার্জেনরা ডাক্তার সিন্‌হার সামনে থরথর ক'রে কাঁপে; কিন্তু পেছনে ওঁকে পশু ডাক্তার বলে, কেউ বা খোঁড়াদা বলে।

ডাঃ সিন্‌হা অভিকে সুনজরেই দেখেন। যদিও বাইরে থেকে তার কোনো প্রকাশ ছিল না। একদিনের একটা ঘটনায় অভিকে নিয়ে হৈ চৈ প'ড়ে গেল। সেদিন ছিল ডাঃ সিন্‌হার 'এ্যাড্‌মিশন ডেট্।' অভি ইনডোরে একটি রুগীকে নিয়ে ব্যস্ত থাকায় আউটডোরে আসতে তার দেরী হয়।

গাইনি আউট্‌ডোরে ঢুকতেই চোখে পড়লো একজন মহিলা

বেঞ্চিতে শুয়ে কাতরাচ্ছেন। পাশে এক ভদ্রলোক অসহায় অবস্থায় দাঁড়িয়ে। অভি এসে তাকে জিজ্ঞেস করলো –

"এঁকে কোনো ডাক্তারবাবু দেখেছেন ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ইনি আপনার কে হন ?"

" ..আমার স্ত্রী।"

"কে দেখেছেন আপনার স্ত্রীকে ?"

"বড় ডাক্তার বাবু।"

"কই দেখি স্লিপ্‌টা।"

ভদ্রলোক স্লিপ্‌টা বার করে অভির হাতে দিলেন। অভি দেখলো...তাতে লেখা আছে...'পেইন ইন্ দা লোয়ার অ্যাবডোমেন' (Pain in the lower abdomen) এবং নীচে লেখা...'রেফার্‌ড্ টু সার্জিক্যাল ও. পি. ডি. (Refered to Surgical O.P.D.)।'

অভি ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললো—

"ওকে নিয়ে গিয়েছিলেন সার্জিক্যালে ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার...ওখানকার ডাক্তারবাবু ব'ললেন...আজ দেরী হ'য়ে গেছে কাল আসুন। আচ্ছা ডাক্তারবাবু, এই অবস্থায় এই রুগীকে নিয়ে আমি এখন কোথায় যাই বলুন তো ?"

"আচ্ছা ওঁকে আপনি ভেতরে শুইয়ে দিন ..আমি দেখছি।" রুগীকে দেখার পর অভির ভাবতে অবাক লাগলো, কি ক'রে ডাক্তার সিন্‌হা এই রুগীকে সার্জিক্যালে রেফার করলেন। তবে কি আমার ডায়গ্‌নসিসে ভুল হোলো !...না না, এটা একটা 'ক্লিয়ারকাট্ কেস্'...আমার ভুল হতে পারেনা ..আসল কথা ডাক্তার সিন্‌হা আউটডোরে ভীড়ের জন্য হয়তো ভালো ক'রে দেখার সময়ই পাননি...আর তাছাড়া মানুষ মাত্রেরই তো ভুল হতে পারে। যাই হোক্, শেষ অব্‌দি অভি ঠিক করলো রুগীর যাতে ভালো হয় তাই সে ক'রবে, যদিও সে জানে যে জলে বাস ক'রে কুমীরের সঙ্গে

লড়াই করা করা চলেনা। এসব কথা ভাবতে ভাবতে অভি সোজা প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ ত্রিবেদির ঘরে গেল। সব কথা শোনার পর ডাঃ ত্রিবেদি রেসিডেণ্ট সার্জেনকে ফোন ক'রলেন—

"হ্যালো···ডাঃ কবির, দেখো আমাদের হাউস সার্জেন চৌধুরী বলছে যে গাইনি আউট্‌ডোরে একটা 'রাপচারড্‌ একটপিক্‌' কেস আছে, তুমি একবার দেখে যা ভাল মনে হয় করো।"

ডাঃ কবির প্রিন্সিপ্যালের কথামত রুগীকে দেখে এসে বললেন

"ডাঃ চৌধুরী ইস্‌ এ্যাব্‌সলিউট্‌লি কারেক্ট্‌ স্যার: আমি ওকে ভর্তি ক'রে ফ্লুইড্‌ চালাতে বলেছি: ব্লাড আনতে পাঠিয়েছি। ব্লাড এলেই অপারেশন্‌ শুরু করবো।"

অপারেশন হ'য়ে গেছে। রুগীর অবস্থা আগের থেকে ভালো। কিছু বাদেই অভি বেরিয়ে এলো। অভিকে দেখেই ভদ্রলোক ব্যাকুল হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন···

"আমার স্ত্রী ভালো আছেন তো ডাক্তারবাবু?"

"অনেকটা ভালো"

এই কথা বলে অভি সার্জেনস্‌রুমে চলে গেল। সেখানে ডাঃ কবিরও ছিলেন। অভিকে দেখে তিনি ব'ললেন, "থ্যাংক্‌ ইউ ডাঃ চৌধুরী···সময় মত রোগ ধরা না পড়লে রুগীর জীবন নিয়ে টানাটানি হোতো···অল্‌ ক্রেডিট্‌ গোস্‌ টু ইউ।"

অভি মুখ নীচু করে রইল।

পরদিন সকালে সারা হাসপাতালে আলোড়ন চলেছে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সবার বুক দুরদুর্‌ করছে···পশু ডাক্তার আজ একটা কাণ্ড করে ছাড়বে।

ডাঃ সিন্‌হা রাউন্‌ডে বেরিয়েছেন, সঙ্গে হাউস্‌ সার্জেনরা আছে।

অভিও আছে। একটির পর একটি বেডের রুগীর খবর নিতে নিতে ···এসে দাঁড়ালেন ঐ রোগীটির বেডের পাশে, যাকে নিয়ে এত হৈ-চৈ। ডাঃ সিন্‌হা বেডের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—

"এর কি ব্যাপার ?"

অভি এগিয়ে এসে গতকালের সব ঘটনা বললো। ডাঃ সিন্‌হা সব শুনলেন, কিন্তু কোনো মন্তব্য ক'রলেন না। এরপর রাউণ্ড শেষ ক'রে ডাঃ সিন্‌হা প্রিন্সিপ্যালের ঘরে এলেন। ডাঃ সিন্‌হাকে ঘরে ঢুকতে দেখে প্রিন্সিপ্যাল উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললেন···

"কালকের 'একটপিক্' কেসটা দেখলেন ?"

"হ্যাঁ দেখলাম।"

"ছেলেটি অসাধারণ।"

ডাঃ সিন্‌হার মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই, শুধু ব'ললেন—

"ওকে একবার ডেকে পাঠাবেন ?"

"হ্যাঁ···আমি খবর দিচ্ছি।"

খবর ছড়িয়ে পড়লো। সবাই ওৎ পেতে রইলো মজা দেখবার জন্য। হাউস্ সার্জেনদের মধ্যে একজন তো ব'লেই ফেললো—

"শালা চৌধুরীর বড় তেল বেড়েছে···যাও আজ কিরকম ঝাড়ে পশুদা···"

খবর পেয়ে অভি এসে দাঁড়ালো। দৃঢ় অথচ নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলো—

"আমায় ডেকেছেন স্যার ?"

"বোসো"—একটু থেমে আবার বললেন···"আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি···"

অভি ভাবলো···ডাঃ সিন্‌হা বুঝি অভির ধৃষ্টতা দেখে অবাক হয়েছেন ; তাই বল'লো—

"যা ক'রেছি তা শুধু রুগীর দিকটা ভেবেই ক'রেছি, স্যার, আপনাকে হেয় করার জন্য কিছু করিনি।"

ডাঃ সিন্‌হা চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এলেন। অভিকে জড়িয়ে ধরে ব'ললেন—

"এতে হেয় হওয়ার কিছু নেই, আই এ্যাম প্রাউড অফ ইউ, মাই বয়···আমি আশীর্বাদ করি তুমি বড় হও।"

কাণ্ড-কারখানা দেখে সবাই অবাক।

দেখতে দেখতে এই হাসপাতালে অভির 'টার্ম' শেষ হ'য়ে আসে। হাসপাতাল ছেড়ে যাবার আগে অভি ডাঃ ত্রিবেদির সঙ্গে যখন দেখা করতে আসে ডাঃ ত্রিবেদি বলেন—

"এখন কি করবে ভাবছো?"

"এখনও কিছু ভাবিনি, দেখি চিন্তা করে।"

"তুমি ডাঃ বর্দ্ধনকে চেনো?"

"নাম শুনেছি।"

"ওঁর নার্সিং হোমের জন্য উনি একজন ডাক্তার খুঁজছিলেন···।"

"শুনেছি ওঁর খুব ভাল প্র্যাকটিস্‌।"

"হ্যাঁ, ওঁর খুব ভালো প্র্যাকটিস্‌···তা তুমি যদি ঐ কাজটা করতে রাজী থাকো তো বলো—আমি তাহ'লে ব্যবস্থা ক'রে দিই।"

অভি রাজী হ'য়ে গেল। ডাঃ ত্রিবেদি একটা চিঠি লিখে অভির হাতে দিয়ে ব'ললেন—

"আজই সন্ধ্যায় দেখা কোরো এই চিঠি নিয়ে।" ডাঃ ত্রিবেদিকে প্রণাম ক'রে অভি বেরিয়ে গেল।

অভি সন্ধ্যায় ডাঃ বর্দ্ধনের চেম্বারে গেল। চেম্বার রুগীতে ঠাসা। স্লিপের সঙ্গে ডাঃ ত্রিবেদির চিঠিটা ভেতরে পাঠিয়ে দিতে, তক্ষুণি অভির ডাক পড়লো। ডাঃ বর্দ্ধনের অভিকে পছন্দ হোলো।

ডাঃ বর্দ্ধন বললেন—

"তাহ'লে ডাক্তার সাহেব, কবে থেকে আসবে?"

"আপনি যেদিন ব'লবেন।"

"বেশ সোমবার থেকে এসো···আর শোনো তোমার মাইনে ছাড়াও তুমি যে সব অপারেশনে আমায় এ্যাসিস্ট্ করবে, তার জন্য আলাদা টাকা পাবে।"

ডাক্তার বর্দ্ধনকে দেখে এবং ওঁর সঙ্গে কথা বলে অভির মনে হোলো···ভদ্রলোক খুব মিষ্টভাষী, মেজাজটাও ঠাণ্ডা, কি ক'রে পশার করতে হয় সে বিষয়ে তিনি বেশ ওয়াকিবহাল।

ডাঃ বর্দ্ধনের চেম্বার থেকে সোজা জয়তীদের বাড়ী গেল অভি। বিনয় ও জয়তীকে সব কথা খুলে বললো। অভি চলে যাবার পর জয়তী অভির নতুন কাজের কথা তার মাকে বললো। সেই রাত্রেই সবার খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে যেতেই অমিয়া দেবী তাঁর স্বামীকেও ব'ললেন অভির কথা। শঙ্করবাবু শুনে ব'ললেন—

"অভির ভবিষ্যত খুব উজ্জ্বল···এ আমি জানি।"

অমিয়াদেবী ব'ললেন –

"মেয়েটার ভবিষ্যতও একটু ভাবো।"

শঙ্করবাবু পাশ ফিরে শুলেন।

অমিয়া দেবী ভাবলেন···আজ এর একটা সুরাহা করতেই হবে। মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে এরকম ঔদাসীন্য তাঁর মোটেই ভালো লাগছে না। মেয়ের কথা ভেবে ভেবে তাঁর চোখে ঘুম নেই অথচ মেয়ের বাপের এ নিয়ে কোন মাথাব্যথা নেই।

অমিয়া দেবী তাঁর স্বামীকে ঠেলা দিয়ে ব'ললেন—

"আচ্ছা মেয়ের বিয়ের কথা বল্লে, তুমি যেন কোন গা-ই ক'রনা।"

শঙ্করবাবু উঠে ব'সলেন, হাই তুলে ব'ললেন—

"আরে বাবা, বিয়ে তো আর পালিয়ে যাচ্ছেনা। তুমি এত ভাবছো কেন বলতো? মেয়েটা যে ক'দিন আমাদের কাছে থাকে, থাক্‌না।"

অমিয়া দেবী অবাক হ'য়ে ব'ললেন—

"ওমা, একি কথা! মেয়ের বয়স কত হোলো তার খেয়াল আছে?"

"এমন কিছু বয়স হয়নি···তাছাড়া পাত্র তো খুঁজে বেড়াতে হবে না।"

"তার মানে?"

"মানে অভির কথা বলছি···এ-ও কি বলে দিতে হবে।"

"অভির সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে···তা কি ঠিক করেই রেখেছো?"

"কেন তোমার কি আপত্তি আছে নাকি?"

"তা কেন থাকবে···তবে অভিকে একবার কথাটা বলা দরকার।"

"তার আগে জয়তীর ইচ্ছেটাও একবার জানা দরকার।"

"তা না হয় আমি জেনে নেবো, কিন্তু তুমি অভিকে কথাটা পাড়বার আগে বিনয়ের সঙ্গে একবার পরামর্শ ক'রে নিও।"

"ঠিক আছে।"

॥ ৬ ॥

লাখ কথা না হ'লে বিয়ে হয় ? কিন্তু জয়ন্তীর বিয়ে এক কথায় ঠিক হ'য়ে গেলো। অভির বোন সরমাকেও খবর দেওয়া হোলো। সরমা ও তার স্বামী সৌমেন এলো। মেয়ে দেখে ওদেরও পছন্দ হোলো। বিয়ের দিন ঠিক করে ওরা ফিরে গেল দিনাজপুরে।

বিয়ের আর দশদিন বাকী। সরমা ও সৌমেন আজ আসছে।

যা কিছু কেনা-কাটা গোছগাছ সবই তো ওদের দুজনকেই করতে হবে। অভি ও বিনয় শেয়ালদায় এলো ওদের নিতে। প্ল্যাট্‌ফর্ম থেকে ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ডে এসে সবাই দাঁড়ালো! বেশ লম্বা লাইন পড়েছে! অভি সরমাকে বললো—

"কোথায় যাবিরে ?"

সরমা অবাক হ'য়ে বললো—

"সে কি-রে, তুই এখনও বাড়ী ঠিক করিস নি!"

"ক'রে উঠতে পারিনি।"

"আচ্ছা দাদা, তোর মতলবটা কি বলতো? তুই কি বউকে মেসে নিয়ে তুলবি নাকি ?"

"না, সেরকম কোনো ইচ্ছে নেই।"

"তবে কি ঘরজামাই হ'য়ে থাকতে চাস্ নাকি ?"

বিনয় হাসতে হাসতে ব'ললো—

"আমি একটা ব্যবস্থা করেছিলাম, কিন্তু অভি অতদূর যেতে রাজী হোলোনা!

"কোথায়?"

"টালিগঞ্জে গল্‌ফ্ ক্লাব রোডে।"

অভি সরমাকে বললো—

"দেখ্ আমার যে ধরনের কাজ তাতে যখন তখন আমার নার্সিং হোমে ডাক পড়ে। অতদূর থেকে আমার পক্ষে যাওয়া-আসা করা ভীষণ অসুবিধে।"

"দেখ্ দাদা সবরকম সুবিধেতো পাবিনা। এখন যা পাচ্ছিস্ নিয়ে নে। পরে কাছাকাছি বাড়ী পেলে উঠে যাস্।"

সৌমেন অভিকে ব'ললো—

"দাদা, আমরা আপাতত ভবানীপুর যাচ্ছি।"

"তোমার সেই মামাতো ভাই-এর বাড়ী···আমিতো সরমার সঙ্গে একবার গেছি ঐ বাড়ীতে।"

"তবে তো ভালোই হল বিকেল চারটে নাগাদ তুই বন্ধুকে আসুন না ওখানে। সবাই মিলে বরং যাওয়া যাবে—টালিগঞ্জের বাড়ীটা দেখতে।"

"ঠিক আছে।"

সরমা ও সৌমেন ট্যাক্সি ক'রে চলে গেল। অভি ঘড়ির দিকে চেয়ে বললো বিনয়কে—

"আমি আর দেরী করবো নারে—এক্ষুণি যেতে হবে নার্সিং-হোমে। তুই তাহ'লে তিনটে নাগাদ আমার মেসে আয়।"

সবাই মিলে বিকেল পাঁচটা নাগাদ টালিগঞ্জে পোঁছলো। শেষ অব্দি ঐ বাড়ী নেওয়াই ঠিক হোলো। বাড়ীওয়ালার সঙ্গে পাকা কথা হ'য়ে গেল। অভি মেসের পাট চুকিয়ে এখানে চলে এলো পরদিন সকালে।

আজ বিয়ে।

ভোরে গায়ে হলুদ হ'য়ে গেলো। সারাদিন হৈ-হৈ হোলো। সন্ধ্যের আগে থেকে সাজ-গোজের পালা শুরু হোলো। বর এলো। শাঁখ বাজলো। সাতপাক ঘুরলো। শুভ দৃষ্টি হোলো। লোকের

ভীড় বাড়লো। অনেক উপহার জমা হোলো। এক এক করে ব্যাচ্ ব'সলো। সবাই খুব তৃপ্তি ক'রে খেল। মেয়ে জামাইকে নিয়ে বাসর জাগা হোলো। শেষ রাতে সবাই একে একে ঘুমিয়ে পড়লো।

বৌভাতের দু'দিন পর সৌমেনকে ফিরে যেতে হবে, কারণ তার ছুটি শেষ হ'য়ে এসেছে। যাবার দিন জয়তী সরমাকে ব'ললো—

"আর কদিন থাকোনা ভাই।"

অভি এবং সৌমেন দুজনেই সেখানে ছিল। সৌমেন সরমার দিকে চেয়ে ব'ললো—নিপাট ভাল মানুষের মত—

"তা আর কয়েকদিন থাকা যায়।"

তাই শুনে সরমা বললো

"তোমার যা বুদ্ধি-শুদ্ধি—বৌদিরা এখন হানিমুন করবে···।"

জয়তী ব'ললো—

"তুমি থাকলে হানিমুন আরও জমবে! তুমি থাকলে বাড়ীটা বেশ জম-জমাট থাকে।"

"না বৌদি এবারে নয়·· ওর একদম ছুটি নেই। পরে একবার এসে অনেকদিন থেকে যাবো।"

অভি বললো—

"কবে আবার আসবি?"

"দেখছো তো বৌদি ও এখনই আমাদের তাড়াতে পারলে বাঁচে।"

"তোমার দাদার ঐরকম 'কাট-কাট' কথা।"

"সেইজন্যই তো ভয় হয় বৌদি···দাদাকে তুমি দেখো···ও বড় একা"—ব'লতে ব'লতে সরমার চোখ ছল-ছল করে ওঠে।

সরমা চলে যাবার পর জয়তীর মনে হোলো···মাত্র কয়েকদিনে এমন আপন করে নিয়েছিলো।···

আষাঢ় মাস; শেষ রাত থেকে টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে।

অভি অনেক বেলা অব্দি ঘুমোলো। চোখ খুলতেই দেখলো—জয়তী স্নান সেরে ঘরে ঢুকেছে। পরনে লাল জরি-পেড়ে মুগা রং-এর শাড়ী, পিঠের ওপর শাড়ীর কিছুটা অংশ ভেজা। ভিজে চুল পিঠে ছড়ানো। কোনো কথা না বলে অভি চেয়ে রইলো। অভির মনে হলো—'যৌবন তার আপন শোভায় প্রস্ফুটিত হয়···এ শোভা বর্ধনের জন্য প্রসাধনের দরকার পড়েনা।' অভি আরও দেখলো—এক জোড়া ঘন কালো ভুরুর মাঝখানে লাল টিপটা কি সুন্দর মানিয়েছে। অভি বললো—

"এমন মুখ না হ'লে টিপ মানায় ?"

"ওমা কি অসভ্য···তুমি জেগে আছো ?"

বলে জয়তী ছুটে পালালো। কিছুক্ষণ পর কাপড়-জামা পাল্টে আবার ঘরে ঢুকে বললো—

"সারাদিন কি ঘুমিয়েই কাটাবে ?"

"আর ছুটিতো ফুরিয়েই এলো—যে কদিন এমনি করে কাটানো যায়···চা-টা হবে নাকি ?"

"এক্ষুনি আনছি।"

দুপুরের খাওয়া শেষ হলে অভি বললো।

"এসো না দু-দান হ'য়ে যাক্।"

"তাস ! মানে কাজের সর্বনাশ !"

"কাজই তো নেই, সর্বনাশ কিসের ?"

কিছুক্ষণ খেলা চললো। জয়তী একদানও জিততে না পেরে বললো—

"দুর্-দুর্ তাস আবার ভদ্রলোকে খেলে ?—ব'লে উঠে গেলো জয়তী।"

দুজনে বারান্দায় এসে দাড়াল। দেখলো চারিদিকে জল থৈ-থৈ করছে। শুধু জল আর জল। হঠাৎ ওদের চোখে পড়লো পাড়ার কয়েকটি ছেলে একজোট হয়ে সামনের বাড়ীর বারান্দায় বসে হৈ-হুল্লোড় করছে। সেই দেখে জয়তী বললো—

'ব্যাপারটা কি বলোতো ?

অভি বললো—

'ব্যাপার আর কিছুই নয়—ওখানে একটা বড় গর্ত আছে ঐ গর্তে যার পা পড়েছে তার অবস্থা কি হচ্ছে আন্দাজ করো—সেইটেই ওরা উপভোগ ক'রছে।'

'বাঃ বেশ মজা তো!'

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল রিক্সায় এক ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা আসছেন। ছেলেরা বললো—

'এই চুপ্! চুপ! দেখ কেমন মজা হয়। দুজনের চেহারা দেখেছিস্···একজন যেমন গোলগাপ্পা, আর একজন তেমন নাদুস-নুদুস।'

ভদ্রলোক বেশ আরাম করে বসেছেন, ভদ্রমহিলা বসবার মত জায়গা না থাকায় কোনো রকমে পেছনটা ঠেকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বসেছেন। রিক্সার চাকা গড়াতে গড়াতে ঠিক সেই গর্ত্তে এসেই পড়লো।···ভদ্রমহিলা খেলেন এক ভল্‌ট্। ছেলেদের মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল।

ভদ্রমহিলা চিৎকার করে বললেন···

'আমার হাড়-গোড় ভেঙে গেল রে······আমায় মেরে ফেললো রে···।'

ভদ্রলোক মারমুখী হয়ে বললেন—

"এই ব্যাটা তুমি কি রকম রিক্সা চালাতা হায়?···একদম অন্ধ হায়?···দেখতা নেই আমার পরিবারের কি রকম লাগা হায়?"

'জান্-পুছ্ কর্ হাম্‌নে তো কুছ্ নেহি কিয়া···এঁহি পর্ যো গড্ডা হ্যায়, ক্যায়সা মালুম পড়েগা।"

ভদ্রমহিলা বললেন—

'দাঁড়াও না তুম্‌কো আমি কি করেগা—আমি তোমাকে জেলমে পাঠাকে ছাড়েগা।'

ছেলের দল হো-হো করে হেসে উঠলো। অভি এবং জয়তীও হাসতে হাসতে বিছানায় এসে লুটিয়ে পড়লো। খানিক বাদে দুজনে পূবদিকের জানালাটার ধারে আবার এসে দাঁড়ালো। দেখলো একটানা বৃষ্টি হ'য়ে চলেছে। সারা আকাশ মেঘে ঢাকা। সন্ধ্যো হবার কত দেরী বোঝবার উপায় নেই। জলের ঝাপ্‌টা আর দম্‌কা হাওয়ায় সব উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঝোড়ো হাওয়ায় শাড়ীর আঁচলটা বারবার জয়তীর গা থেকে সরে যাচ্ছে। জানলাটা বন্ধ ক'রে দিয়ে দুজনে আবার এসে দাড়ালো বারান্দায়। জলের ঝাঁট্‌ ওদের গায়ে আসছে—দু'জনে যেন তা উপভোগ ক'রছে। ক্রমশঃ রাত ঘনিয়ে এলো। মনে হ'চ্ছে সারারাত ধরে বৃষ্টি চলবে। কারও মুখে কথা নেই। অভি জয়তীর কাছে এসে দাঁড়ালো।

জয়তীর মনের তরী ভেসে গেল কোন এক সুরের জগতে। জয়তীকে গুনগুন করে গাইতে শুনে অভি বললো—

"একটু গলা ছেড়েই গাওনা বাবা, আমিও শুনি।"

জয়তী গাইলো ··

"এমন দিনে তারে বলা যায়

এমন ঘন ঘোর বরিষায়"···

গান শুনে অভি ব'ললো—

"স্পেল্‌ন্‌ডিড (Splendid)।"

গান শেষ হতে ওরা আবার বিছানায় এসে বসলো। অনেক রাত অব্দি গল্প ক'রলো। চারিদিক নিস্তব্ধ। ওরা ছাড়া যেন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ওদের শুতে অনেক রাত হোলো।

সকালে উঠে জয়তী দেখ্‌লো অভি তখনও ঘুমোচ্ছে। বৃষ্টি থেমে গেছে। কোথাও মেঘের লেশমাত্র নেই। সোনালী রোদ ঝিক্‌মিক্‌ ক'রছে। অভির মুখে রোদ এসে পড়েছে দেখে জানলার একটা কপাট ভেজিয়ে দিল জয়তী। অভির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো—মনে হোলো দেখে যেন আশ মেটেনা।

খানিক বাদে চা নিয়ে ফিরে এল জয়তী। দেখলো তখনও অভি ঘুমোচ্ছে। দু'কাপ চা টেবিলের উপর রেখে অভিকে ঠেলা দিয়ে বললো—

"শুনছো—উঠবেনা? অনেক বেলা হোলো যে!"

"আর একটু ঘুমুবো"—ব'লে পাশ ফিরে শুলো।

অভি যে ঘুমের ভান ক'রে পড়ে আছে তা বুঝতে জয়তীর ভুল হোলোনা। সে ব'ললো—

"জেগে ঘুমুলে শিবের বাবারও সাধ্য নেই ঘুম ভাঙায়। নাও খুব হ'য়েছে—এবার উঠে পড়ো দেখি।"

অভি পাশ ফিরে ঝপ্ করে জয়তীর হাতটা ধরে ফেললো। জয়তী ব'ললো—

"আঃ···কি ক'রছো কি···এক্ষুণি মোক্ষদা এসে যাবে।"

"যাবে তো যাবে।"

"পুরুষ মানুষের স্বভাব কিছুতেই বদলায় না।"

"কেন আমি বদলায় নি?"

"বদলেছো···আগে এমন ফাজিল ছিলেনা।"

"তবে রে···" ব'লে হাতের কব্জি ধরে একটা প্যাঁচ দিতেই জয়তী লুটিয়ে পড়ে। হঠাৎ মোক্ষদার ডাক ভেসে আসে···

"দিদিমণি আর কত বেলা অব্দি ঘুমুবে গো?"

জয়তী লজ্জা পেয়ে বলে—

"ছাড়ো, ছাড়ো। আর জ্বালিও না তো।"

অভি ছেড়ে দেয়। জয়তী গিয়ে সদর দরজা খুলে দেয়।

॥ ৭ ॥

অভির ম্যারেজ লিভ' শেষ। নার্সিং হোমে আসতে শুরু ক'রেছে। ডাঃ বর্দ্ধন একদিন বললেন—

"আচ্ছা চৌধুরী ··বিকেলের দিকে তুমি কি খুব ব্যস্ত থাকো?"

"না, তেমন কিছু নয়।"

"চেম্বারে আমায় একটু সাহায্য করবে? অবশ্য এজন্য মাসে তোমায় আরও কিছু টাকা বেশী দেবো।"

অভি একটু ভেবে ব'ললো—

"ঠিক আছে, আসবো।"

অভি ডাঃ বর্দ্ধনের চেম্বারে যেতে শুরু ক'রেছে। কিছুদিন কাজ করার পর অভি বেশ বুঝতে পারে···ডাঃ বর্দ্ধন এই মহৎ পেশাকে কোথায় নাবিয়ে এনেছেন। সব বুঝেও অভির মনে হয় তার হাত-পা বাঁধা। তার এখন ঘর-সংসার আছে। কি করবে ভেবে পায়না। বারবার অভিব মনে হয়—এখানে আমায় যতটাকাই মাইনে দিক্না কেন একাজ আমার আর ভালো লাগছে না। অভির মনটা যখন এরকম চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি সময়ে ঘটলো এক অঘটন।

ডাঃ বর্দ্ধনের চেম্বারে আবির্ভাব হোলো এক ভদ্রবেশী শয়তানের। নাম চন্দ্রকান্ত সাহা। বয়স চল্লিশের ধার কাছ দিয়ে। লোকটির দিকে চাইলেই যেন গা ঘিন্ ঘিন্ করে। গালের ডানদিকে একটা কাটা দাগ। গোঁফটা ছাঁটা। লম্বা জুলফি। চোখের তলায় কালি পড়েছে। ভদ্রলোককে দেখে বেশ চিন্তান্বিত মনে হোলো। একটার পর একটা ৫৫৫ ধ্বংস ক'রে চলেছেন। কিছুবাদে তাঁর ডাক পড়লো। চন্দ্রকান্ত বাবু ভেতরে এলেন। সঙ্গে এলো একটি যুবতী মেয়ে। বয়স উনিশ-কুড়ি হবে। পরনে সাধারণ একটা ছাপা

শাড়ী, গায়ে লাল ব্লাউজ, গলায় পুঁথির মালা, নিটোল হাতে কয়েক গাছা কাঁচের চুড়ি। মুখশ্রী ও দেহের গড়ন সুন্দর কিন্তু চোখে মুখে দারিদ্রের ছাপ। এত দারিদ্রের মধ্যে থেকেও রূপ ও যৌবন বাধা মানেনি। দারিদ্রের সুযোগটুকু চন্দ্রকান্ত বাবু পুরোপুরি উসুল ক'রেছেন। তবে হ্যাঁ একটা চাকরী সে পেয়েছে চন্দ্রকান্ত বাবুর খাতিরেই।

চন্দ্রকান্তবাবু ঘরে ঢুকতেই ডাঃ বর্দ্ধন ব'ললেন -

"কি খবর মিস্টার সাহা?"

"খবর কিছু না থাকলে কি আর আপনার কাছে আসা।"—ব'লে আর একটা ৫৫৫ ধরালেন। প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন ডাঃ বর্দ্ধনের দিকে। ডাঃ বর্দ্ধন একটা সিগারেট বার করে নিলেন। চন্দ্রকান্ত বাবু হাসতে হাসতে বললেন—

"আপনার ধান্ধা তো বেশ জমে উঠেছে।"

"ধান্ধা" কথাটা অভির কানে বড় বাজলো। কারণ ডাক্তারী পেশাকে শুধু একটা ধান্ধা বললে পেশাটাকে বড় ছোটো করা হয়। ডাঃ বর্দ্ধন কিন্তু কিছু মনে করলেন না—তিনি যেন খুশী হ'য়েই বললেন -

"এসব বলে লজ্জা দিচ্ছেন কেন? আপনি একজন বিজনেস্ ম্যাগনেট্...সে জায়গায় আমি একটা পিপীলিকা মাত্র।"

কথাটা শুনে অভির খুব খারাপ লাগলো। মনে হোলো...

"এ জগতে হায় সেই বেশী চায়
আছে যার ভুরি ভুরি..."

এরা তো দেখছি অর্থের দাঁড়িপাল্লা দিয়েই মানুষকে বিচার করে। এদের দেখে বেশ বোঝা যায়, পয়সা যাদের অঢেল আছে, তাদের সম্মান পৃথিবীতে একটি চিরন্তন সত্য। সমাজের কাছে এরাই স্বীকৃতি পায়। আজব দুনিয়া !!

শোভাকে এক্জামিনেশন টেবিলে শোয়ানো হয়েছে। চন্দ্রকান্ত

বাবু ফিস্ ফিস্ ক'রে ডাঃ বর্দ্ধনের কানে কানে কি যেন ব'ললেন। অভি একজামিনেশন রুমে গেল। শোভার "হিসট্রি" লিখতে। "হিসট্রি" লেখা হ'য়ে গেলে শোভা অভির দিকে করুণ ভাবে চেয়ে বললো—

"ডাক্তারবাবু, আপনি আমায় বাঁচান। আমি ছাড়া আমার রুগ্ন ভাই ও বিধবা মাকে দেখার আর কেউ নেই। অবস্থার বিপাকে, অর্থাভাবে আমি চন্দ্রকান্তবাবুর এই চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছি।"

অভি সান্ত্বনা দিয়ে ব'ললো—

"সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

এরপর ডাঃ বর্দ্ধন শোভাকে পরীক্ষা ক'রে চন্দ্রকান্ত বাবুকে ব'ললেন—

"অনেক দেরী হ'য়ে গেছে?"

"লজ্জায় কিছু বলেনি। আই এম রিয়েলি সরি ফর দা ডিলে।"

"মেয়েটির গার্জিয়ান কে?"

"বিধবা মা আছেন।"

"তাঁর তো কন্‌সেন্ট চাই···অবিবাহিত মেয়ে।"

"ধরে নিন্ আমিই ওর গার্জিয়ান।"

"আমি ধরে নিলেই তো হবেনা এটা আইনের ব্যাপার।"

"আপাতত আইনটাতো আপনারই হাতে; আপনি ইচ্ছে করলে স্যার সব পারেন।"

"জানেন এতে 'রিস্ক' আছে।"

"দেখুন ডাক্তার সাহেব, এটা প্রেসটিজের ব্যাপার"—ব'লে পকেট থেকে একশো টাকার একটা বাণ্ডিল টেবিলের ওপর রেখে বললেন—

"দরকার হ'লে আরও দেবো।"

"আপনি বড় লজ্জায় ফেললেন।"

দূর থেকে অভি সবই দেখলো। অভির মনে হোলো ডাঃ বর্দ্ধন

সাংঘাতিক লোক। টাকার বিনিময়ে তিনি সবকিছু করতে পারেন। অন্যায়ের সঙ্গে বনিবনা করা অভির স্বভাব বিরুদ্ধ। তার পক্ষে বরাবরের জন্য এমন কাজ করা সম্ভব নয়--যা ক'রতে তার মন সায় দেয়না।

তাই অভি সেদিনই কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে গেল।

বাড়ী ফিরে অভি জয়তীকে সবকথা খুলে ব'ললো। সব শুনে জয়তী বললো---

"এখন কি করবে তাহলে?"

"ভাবছি বাইরে যাবো।"

"হঠাৎ বাইরে যাবে কেন?"

"এম. আর. সি. ও জি. পড়বো ভাবছি।"

"কেন?"

"বাঃ বড় হতে কার না ইচ্ছে হয়!"

"বড় হওয়া মানে তো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা করা। আমার এসব ভালো লাগেনা। আমি চাই মানুষের মত বাঁচতে।"

"তাই বলে কোনো এ্যাম্বিশান থাকবে না?"

অভির কথা শুনে জয়তী হাসলো। ব্যাঙ্গ করে বললো---

"দেখো, এ্যাম্বিশান কথাটা বেশ গালভরা, কিন্তু এর সবটাই নিজেকে ঘিরে···অর্থাৎ তুমি বড় ডাক্তার হবে···তোমার অনেক টাকা ফি হবে।——

——এই 'সো-কল্ড্' এ্যাম্বিশানের মধ্যে সাধারণ মানুষের স্থান কতটুকু আমায় বলতে পার?"

"সে তুমি যাই বলো, সব মানুষই তো ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে।"

"আমি দেখিনা···কারণ বর্ত্তমানকে পেছনে ফেলে ভবিষ্যতের স্বপ্ন আমি দেখতে চাইনা। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে মানুষ যখন উচ্চাকাঙ্খার শিখরে ওঠে, তখন সে অনেক সময় পশুরও অধম হয়---এরকম উদাহরণ তুমি অনেক পাবে।···বেশী খুঁজতে হবেনা, ···ডাঃ বর্দ্ধনের কথাই ধরনা।"

"তাই বলে সবাই যে একই ছকে বাঁধা হবে তা তুমি বলতে পারোনা।"

"না···তা পারিনা, তবে একটা কথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, চিকিৎসাকে সেবাব্রত হিসেবে খুব কম ডাক্তারই নেন। তা যদি নিতেন তবে গ্রামে ডাক্তারের এত অভাব হত না।"

"এটা তুমি ঠিক বলেছো, তোমার একথা আমার মনে থাকবে।"

জয়ন্তী হেসে ব'ললো—

"যাকগে, ভবিষ্যত সম্বন্ধে অনেক লেকচার হোলো, এবারে বর্তমান সম্বন্ধে কিছু ভাবা যাক্।"

"বেশ তো তুমিই বলনা কি করা যায়।"

"তুমি তো এখন 'ফ্রি', চলনা কয়েকদিনের জন্য ঘুরে আসি।"

"নট্ এ ব্যাড আইডিয়া···কিন্তু কোথায় যাবে?"

"চলো, দু' একদিনের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়ি। দিল্লী, মুসৌরী, দেরাদুন যেখানকার টিকিট পাওয়া যায়। তবে হ্যাঁ, ফেরবার সময় কিন্তু একবারটি কাশীতে নাববো।

"হঠাৎ কাশী কেন?"

"আমার কৈশরের স্মৃতিজড়ানো কাশী···দেখো তোমারও ভালো লাগবে।"

॥ ৮ ॥

ডাক্তার বর্দ্ধনের নার্সিং হোমে আজ শোভার অপারেশন। অপারেশন হ'য়ে গেলে ডাক্তার বর্দ্ধন সার্জেন্‌স্‌ রুমে এসে বসলেন। টেলিফোন বেজে উঠলো। ডাঃ বর্দ্ধন টেলিফোনে শুনতে পেলেন, সিলভিয়া নার্সিং হোমে তাঁর অধীনে দশ নম্বর কেবিনে যে ডেলিভারী কেসটি আছে, তার প্রসব ব্যাথা হচ্ছে। তাড়াতাড়ি না এলে সিস্টারকে ডেলিভারী করিয়ে দিতে হতে পারে। ডাক্তাব বর্দ্ধন ভাবলেন···না যাওয়া মানে পুরো ডেলিভারী ফি-টা মার যাওয়া। ডাঃ বর্দ্ধন চন্দ্রকান্ত বাবুকে বললেন--

"আমি একটু আসছি'—ব'লে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন। সেখান থেকে ফিরতে ডাঃ বর্দ্ধনের একটু দেরীই হোলো। নার্সিং হোমে ঢুকেই ১২ নম্বর কেবিনে গেলেন—যেখানে শোভা আছে। রুগীকেপরীক্ষা করে সঙ্গে সঙ্গে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাবার নিদেশ দিলেন এবং তক্ষুনি রক্ত আনার বন্দোবস্ত করলেন। চন্দ্রকান্ত বাবুকে ডেকে বললেন—

"অপারেশনের পর রুগী স্বাভাবিক ছিল। ফিরে এসে দেখি ভীষণ ভাবে 'ব্লিডিং' হচ্ছে। দেখি কি করা যায়।"

কিছুক্ষণ বাদে অপারেশন থিয়েটার থেকে একজন নার্স ছুটে এসে বললেন---

"স্যার, একবার আসুন শীগগির···"

ডাক্তার বর্দ্ধন তক্ষুনি অপারেশন থিয়েটারের দিকে ছুটে গেলেন। একটু বাদেই বেরিয়ে এলেন···চোখে মুখে চিন্তা ও আতঙ্কের ছাপ। চন্দ্রকান্তবাবু আকুল হয়ে ডাক্তার বর্দ্ধনের দিকে চাইলেন। ডাঃ বর্দ্ধন বললেন—'আই এ্যাম সরি···শি ইজ ডেড্‌।"

শুনে চন্দ্রকান্তবাবু হতভম্ব। ডাঃ বর্দ্ধনও কল্পনা করতে পারেননি

যে এত অল্প সময়ের মধ্যে রুগীর অবস্থার এমন অবনতি ঘটতে পারে। কিন্তু অঘটন যখন ঘটে তখন এমনি আকস্মিকভাবেই ঘটে। ডাঃ বর্দ্ধনের মত ধুরন্ধর লোক যেন ভীত হলেন। কারণ এই ক্ষেত্রে ডেথ সার্টিফিকেট দেবার অসুবিধা আছে। তিনি মৃতার মা বর্তমান থাকতেও চন্দ্রকান্ত বাবুকে দিয়ে কনসেন্ট্ ফর্মে সই করিয়েছেন। ক্ষোভে আত্মগ্লানিতে জর্জ্জরিত হয়ে ডাঃ বর্দ্ধন দ্রুত পদক্ষেপে ভিসিটারস্ রুম থেকে বেরিয়ে নিজের চেম্বারে গেলেন। চন্দ্রকান্ত বাবুর ক্লেদাক্ত পশুর মত চেহারাটা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো। তিনি যেন শিউরে উঠলেন···এ আমি কি করেছি···দারিদ্রের চাপে পড়ে ফুলের মত নিষ্পাপ একটি মেয়ে সমাজের নিম্নশ্রেণীর ঘৃনিত একটা লোকের চক্রান্তে পড়লো, আর আমি সেই অর্থেরই লোভে শেষ অব্দি সেই পশুর শিকার হলাম।"

ঘা খেয়ে ডাঃ বর্দ্ধনের মত মানুষের বেশ পাল্টায়, কিন্তু চরিত্র বদলায় না। আত্মগ্লানি সাময়িক হোলো, কিন্তু তার থেকে বেশী ক'রে ভাবলেন আত্মরক্ষার কথা। তাই ড্রয়ার খুলে চন্দ্রকান্ত বাবুর দেওয়া একশো টাকার বাণ্ডিলটা বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন। চন্দ্রকান্ত বাবুকে এসে বললেন···

"আপনি একবারটি আমার চেম্বারে আসবেন?"

"হ্যাঁ চলুন।"

দুজনে এসে ব'সলেন। ডাঃ বর্দ্ধন বললেন। এমন ভাবে বললেন যেন তিনি শোকে মর্মাহত হয়েছেন)—

"আমি সত্যি দুঃখিত আপনার কাজ আমি ক'রে দিতে পারলাম না···আপনার টাকাটা আপনি ফিরিয়ে নিন্···"ব'লে একশো টাকার বাণ্ডিলটা ওঁর হাতে দিয়ে ব'ললেন—

"দেখুন বডিটা যত তাড়াতাড়ি পারেন সরিয়ে ফেলুন, নাহ'লে দুজনেই বিপদে পড়বো।"

চন্দ্রকান্তবাবু সব টাকা ব্যাগে পুরে হন্‌হন্ করে বেরিয়ে গেলেন।

॥ ৯ ॥

পরদিন সকাল তখন সাতটা হবে। জয়ন্তী চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে ঢুকলো ; আর এক হাতে খবরের কাগজ। অভির হাতে কাগজটা দিয়ে, আর চায়ের কাপটা টেবিলের ওপরে রেখে ব'ললো—

"আমি স্নানটা সেরে আসি।"

চায়ে চুমুক দিতে দিতে অভি খবরের কাগজটা একবার চোখ বুলিয়ে গেল। একটা হেডিং অভির দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলো : "যুবতীর মৃত্যু নিয়ে তদন্ত।" ভাবলো -দেখিতো কি ব্যাপার···

"কলকাতার এক অভিজাত নার্সিং হোমে শোভা চ্যাটার্জ্জী (১৯) নামে এক যুবতীর মৃত্যুকে কেন্দ্র ক'রে পুলিশ বিভাগ তদন্ত শুরু করেছে। তাঁদের অনুমান যে এটা একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু।

খবরে প্রকাশ যে গতরাতে ঐ মৃতদেহটিকে পাচারের সময়, লাসসমেত দুজন দাগী আসামীকে পুলিশ আটক করে। এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চন্দ্রকান্ত সাহা নামে একজন প্রখ্যাত শিল্পপতি গতরাতেই গ্রেপ্তার হ'য়েছেন। এই যুবতীর চিকিৎসার ভার যার ওপর ন্যস্ত ছিল তিনিও একজন খ্যাতনামা শল্য-চিকিৎসক। তাঁর অবহেলা ও ঔদাসীন্যই এই মৃত্যুর কারণ ব'লে উপরোক্ত শিল্পপতি শ্রী চন্দ্রকান্ত সাহা থানায় অভিযোগ করেন। সেই অভিযোগ অনুযায়ী পুলিশ চিকিৎসককে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং চিকিৎসকের প্রেসক্রিপসন ও প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রাদি আটক করেন।"

···'চন্দ্রকান্ত সাহা' নামটা দেখেই অভির মনে হোলো, এ নির্ঘাত সেই ভদ্রলোক যিনি ডাঃ বর্দ্ধনের চেম্বারে এসেছিলেন। সঙ্গে ছিল একটি যুবতী মেয়ে। অভির চোখের সামনে ভেসে উঠলো মেয়েটি

ম্লান মুখখানা···একরাশ কোঁকড়া চুল মুখের চারপাশদিয়ে পাঁপড়ির মত ছড়ানো ছিল। অভির কানে এসে বাজলো মেয়েটির সেই করুণ কথাগুলো···

···ডাক্তারবাবু, আমায় আপনি বাঁচান। আমি ছাড়া আমার রুগ্ন ভাই, ও বিধবা মা-কে দেখবার আর কেউ নেই। অবস্থার বিপাকে, অর্থাভাবে আমি চন্দ্রকান্তবাবুর চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছি।"···

অভি আনমনা হ'য়ে সেই অভাগিনী মেয়েটির চরম পরিণতির কথা যখন ভাবছে, তখন বাড়ীব সামনে একখানা পুলিশের জিপ এসে দাঁড়ালো। অভি অবাক!

···হঠাৎ পুলিশ কেন? আরও অবাক হোলো যখন দেখলো··· জিপ থেকে পুলিশ অফিসার যিনি নাবলেন, তিনি অভিরই পুরোনো বন্ধু শান্তিনিকেতনের সেই প্রণব ভট্চাজ।

প্রণব এসে দরজার সামনে দাড়াতেই অভি ব'ললো—

"আরে প্রণব! তুই হঠাৎ কি মনে করে?"

"এই···এলাম একবার।"

"ঠিকানা পেলি কোথায়?"

"ডাঃ বর্দ্ধনের নার্সিং হোমে।"

"কি ব্যাপার বলতো?"

"কেন তুই কিছু জানিস্ না?"

"কি বিষয়ে?"

"একটি মেয়ের মৃত্যুর বিষয়ে।"

"কার কথা বলছিস্?"

"শোভা চ্যাটার্জ্জী।"

অভি এবারে খবরের কাগজটা প্রণবের দিকে এগিয়ে দিল। 'যুবতীর মৃত্যুকে নিয়ে তদন্ত'···কাগজের এই জায়গাটা দেখিয়ে বললো—

"এই মেয়েটিই কি শোভা চ্যাটার্জ্জী?"

"হ্যাঁ…তুই ওকে চিনিস?"

"যতদূর মনে পড়ছে এই নামেরই একটি মেয়ে ডাঃ বর্দ্ধনকে দেখাতে এসেছিলো গত পরশু সন্ধ্যায়।"

"তুই জানলি কি ক'রে?"

"বাঃ আমি যখন ডাক্তার বর্দ্ধনের চেম্বারে কাজ করতাম, তখন সব রুগীরই হিস্‌ট্রিতো আমায় লিখতে হোতো।"

"কাজ করতাম মানে? এখন করিস্ না?"

"না।"

"গতকাল যখন, মেয়েটির অপারেশন হয় তখন তুই ছিলিনা?"

'না…কারণ গতপরশু রাতেই আমি ও কাজ ছেড়ে দিয়েছি।'

'তুই হঠাৎ কাজটা ছাড়তে গেলি কেন রে?'

'পোষাচ্ছিলো না।'

'মানে, যা দিত তাতে পোষাতো না?'

'না…তা ঠিক নয়…মনের দিক থেকে পোষাচ্ছিলো না। দেখ, যার কাছে কাজ করবো তার প্রতি শ্রদ্ধা যদি না থাকে তবে সে কাজ করা বড় কঠিন, তা সে যত লাভজনক কাজই হোক না কেন।'

…একটু থেমে অভি বললো—

"আচ্ছা তোর মতলবটা কি বলতো?…আমি ভুলেই গেছি তুই পুলিশ অফিসার।'

'নারে আগে বন্ধু, তারপর পুলিশ অফিসার।'

'দেখ, ওরকম ক'রে জেরা করলে আমি কিন্তু গম্ভীর হ'য়ে যাবো।' প্রণব হেসে বললো—

'ইট্‌স্ টু লেট্। আমার যা জানার ছিল সবই তোর পেট থেকে বার ক'রে নিয়েছি…শুধু একটা কাজ বাকী আছে।…তুই কিছু মনে করিস্ না ভাই, আমার চাকরীর খাতিরে এই অপ্রিয় কাজটা করতে হচ্ছে।'

এই কথা বলে প্রণব তার ফাইল থেকে একখানা কাগজ বার ক'রে বল'লো—

'দেখ্‌তো এই লেখাটা কার···চিনিস্‌ নাকি।'

'কই দেখি···আরে এতো আমার হাতের লেখা···এইতো সেই মেয়েটির হিস্‌ট্রি শিট্‌।'

জয়তী এতক্ষণ বাথরুমে ছিল। বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলোচুল পুছতে পুছতে ঘর থেকেই বললো—

'কার সঙ্গে কথা ব'লছো গো?'

'তোমার পরিচিত লোক—এসে দেখোই না একবার।'

শুনে জয়তী ছুটে এলো। পুলিশের ইউনিফর্ম পরা ভদ্রলোককে দেখে থমকে দাঁড়ালো···বললো—

'ওমা! পুলিশ কেন বাড়ীতে?'

অভি হাসতে হাসতে বললো—

'পুলিশের খোলসটা বাদ দিয়ে মুখটা একবার দেখোনা ভালো করে।'

কয়েকটা সেকেণ্ড সবাই নীরব। হঠাৎ জয়তীর মনে পড়ে গেলো সেই সাতই-পোষের কথা···উল্লাসের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো—

'আরে আপনি তো সেই কিং কং!'

প্রণব ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে রইলো—ভাবলো, ··কিং কং···সে আবার কি!

জয়তী হেসে ব'ললো···

'শান্তিনিকেতনের কথা এর মধ্যে ভুলে গেলেন।'

'ও···আপনিই তো সেই···'

ব'লেই অভির দিকে চাইলো প্রণব। তারপর চেয়ার থেকে উঠে এসে অভির মাথায় এক চাঁটি মেরে ব'ললো—

'শালা, তোর ওপর বিশ্বাস ক'রে ছেড়ে দিলাম. আর তুই কিনা তলে তলে···আচ্ছা আমাকে একটা খবর পর্যন্ত দিলিনা।'

'বাজে কথা বলিস্ না···ওকে জিজ্ঞেস কর যে তোকে বোলপুরের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছি কিনা।'

জয়ন্তী বললো—

'আপনাকে চিঠি না দিয়ে পারি। আপনি সেদিন আমার মান বাঁচিয়েছিলেন···'

"খুব হয়েছে, এককাপ চা খাইয়ে এবার আমার প্রাণটা বাঁচান দেখি···কাল রাতে বড় ঝামেলা গেছে।"

'কি ঝামেলা ?···আচ্ছা আগে চা নিয়ে আসি, পরে শুনবো।'

বলে জয়ন্তী চলে গেলো। খানিক বাদে চা আর কেক নিয়ে ঢুকলো।

চা খাওয়া হ'য়ে গেলে জয়ন্তী বললো—

'হ্যাঁ···কাল রাতে কি যেন ঝামেলার কথা বলছিলেন।'

'সে এক রোমাঞ্চকর ঘটনা।'

'তবে তো শুনতেই হয়।'

প্রণব একটু থেমে বলতে শুরু করলো—

'রাত তখন পৌনে দশটা এই রকম হবে। মেটিয়াবুরুজের দিকে একটা কাজ ছিল। কাজটা সেরে বাড়ী ফিরছিলাম। জিপে। সঙ্গে ড্রাইভার ও একজন কন্‌স্টেবল্। একে শীতের রাত, তার ওপর লোড্ শেডিং। রাস্তা একেবারে ফাঁকা। আমাদের জিপটা ছুটে চলেছে। হঠাৎ হেড্ লাইটের আলোয় চোখে পড়লো···একজন লোক একাই একটা গাড়ী ঠেলছে। ভাবলাম গাড়ীটা নিশ্চয়ই বিকল হ'য়েছে। কেমন যেন 'সিম্প্যাথি' হোলো। ড্রাইভারকে বললাম গাড়ী থামাতে। ওদের গাড়ীর কাছে আসতে স্পষ্ট লোকটাকে দেখতে পেলাম। দেখি···সে একজন দাগী আসামী। আমিও জিপ থেকে নাবলাম···ওদের গাড়ীও 'স্টার্ট' হোলো। আমায় দেখে লোকটা ছুটলো। আমার কেমন সন্দেহ হোলো। চলন্ত গাড়ীতে লোকটা উঠতে যাবে, ঠিক সেই সময় আমি ছুটে গিয়ে ওর

সার্টের কলারটা পেছন থেকে ধরে ফেললাম। তবে ওকে বশে আনতে বেশ সময় নিলো। ইতিমধ্যে ওদের গাড়ী অনেকটা এগিয়ে গেছে। আমাদের গাড়ী বিদ্যুৎ-বেগে ছুটলো এবং শেষ পর্য্যন্ত ওদের গাড়ীর ড্রাইভারকে আটক করা হোলো। দেখি সেও একজন দাগী আসামী। আমার সঙ্গে যে কন্‌স্‌টেবল্‌ ছিল তাকে বললাম গাড়ীটা সার্চ্চ করতে। সার্চ্চ ক'রে কিছু পাওয়া গেলনা। তখন আমি বললাম—'কি রে আমাদের দেখে পালাচ্ছিলি কেন ?'

দ্বিতীয় আসামী বললো—

'আপনাদের দেখলেই কেমন ভয় হয় স্যার।'

আমি বললাম—

"অন্য কারো গাড়ী নিয়ে হাওয়া হচ্ছিস্‌ না তো ?"

প্রথম আসামী বললো—

'না স্যার···এ গাড়ী···মানে···এ ভাড়াকরা গাড়ী স্যার। একটা বাড়ীর বিয়েতে···মানে বিয়ে বাড়ীতে আর কি···ভাড়া খাটছিলাম।'

যাই হোক্‌, এর পর একরকম নিরাশ হ'য়েই গাড়ীতে গিয়ে বসলাম। ওদের ছেড়ে চলে যাবার পরেও আমার মনে কোথায় যেন একটা কিন্তু থেকে গেল। খানিকদূর যাবার পর আমাদের গাড়ী বাঁ দিকের রাস্তা দিয়ে বেঁকে গেল। ওরা সোজা বেরিয়ে গেল। হঠাৎ আমার খেয়াল হোলো···আচ্ছা কেরিয়ারটাতো খুলে দেখা হয়নি! আমার ভাবতে অবাক লাগলো কি ক'রে এমন ভুল করলাম। ওদের গাড়ী তখন আমাদের চোখের আড়াল হ'য়ে গেছে! আমি ড্রাইভারকে বললাম—

'শিগ্‌গির, গাড়ী ঘোরাও, ঐ গাড়ীটাকে খুঁজে বার করো।'

বাঁকের মুখে আসতেই বললাম—

'গাড়ীর আলো নিবিয়ে দাও।'

শেষ অব্‌দি ওদের গাড়ীর নিশানা মিললো। অনেকটা দূরত্ব বজায় রেখে আমরা চ'ললাম যাতে আমাদের গাড়ীর আওয়াজ ওরা শুনতে না পায়। ওদের গাড়ীর হেড্‌ লাইটের আলোটা যেন অন্ধকারের বুক চিরে ছুটে চলেছে। ভাবছি···পেছু পেছু আর কতক্ষণ যাবো। হঠাৎ গাড়ীটা দাঁড়ালো। আমারাও থামলাম। চারিদিক নিঝুম। নিস্তব্ধ। গভীর অন্ধকারে ঢাকা। মনে হোলো একজন আলো হাতে গাড়ীর পেছনে এলো। টর্চ্চের আলোই হবে। আব একজনও এলো। সে কেরিয়ারেব ঢাকনাটা খুললো। তাবপর দুজনে ধরাধবি ক'রে কি যেন নাবালো। এবারে আর সন্দেহের কোনো অবকাশ বইল না। ড্রাইভারকে বললাম—'শিগ্‌গির্‌ গাড়ী নিয়ে চলো ওখানে···ওরা যেন পালাতে না পারে।'

'কাছে আসতেই দেখলাম···ওরা গাড়ী থেকে যা নাবিয়েছিল তা আবার কেরিয়ারে তুলে, ছুটে গাড়ীতে গিয়ে বসলো। কিন্তু গাড়ী এগোচ্ছেনা দেখে বুঝলাম—আবার গাড়ী বিগ্‌ড়েছে। ঠিক যা ভেবেছি তাই। দুজনে গাড়ী থেকে নেবে পালাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ওদের ধরতে বেশী বেগ পেতে হোলোনা। কেরিয়ারের ঢাক্‌না খুলতেই দেখি একটা হোল্ডল দড়ি দিয়ে বাঁধা। দড়ির বাঁধন খুলে দিতে কি বেরুলো জানেন?'

জয়ন্তী উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলো—

'কি?'

'একটা ডেড্‌বডি।'

জয়ন্তী শুনেই আঁতকে উঠলো! বললো—

'আচ্ছা কেরিয়ারের মধ্যে ডেড্‌বডিটা ঢোকালো কি ক'রে?'

'কেন পিঠমোড়া ক'রে বেঁধে ঢুকিয়েছে···তাছাড়া আমার মত বডি তো আর নয়।'

জয়ন্তী শুনে বললো।

'ইস্···কি বিভৎস!'

ব'লে দুহাত দিয়ে চোখ ঢাকলো। কিছুটা সামলে আবার বললো—

'তারপর কি করলেন?'

'তারপর আর কথা না বাড়িয়ে লাসশুদ্ধ গাড়ী এবং ওদের দুজনকে আটক ক'রে সোজা থানা। থানার ও. সি. আমার কাছে সব শুনলেন। তারপর ওদের দুজনের দিকে চেয়ে ব'ললেন—

'এ-যে আমাদের পুরোনো মক্কেল দেখ্‌ছি।'

তারপর গম্ভীর হ'য়ে ব'ললেন—

'দেখ, এত রাতে আর ঝামেলা বাড়াস্ না। সাফ্-সাফ্ বল্··· এ লাস কোত্থেকে পেলি?'

প্রথম আসামী বললো—

'একজন বল্লে, লাসটা পাচার ক'রে দিতে পারলে কিছু টাকা দেবে।'

ও সি. বললেন—

'একজনটা কে?'

প্রথম আসামী বললো—

'আমরা চিনিনা স্যার।'

'আচ্ছা চিনিস্ কিনা দেখ্‌ছি।'

ব'লে চিৎকার ক'রে উঠলেন—

'সেপাই দাওয়াই লাগাও তো, না হ'লে এ ব্যাটাদের মুখ থেকে কিছু বেরুবে না।'

আবার হুঙ্কার দিলেন—

'সেপাই।···'

'হুজুর···'

ব'লে সেপাই এসে দাঁড়ালো। এবারে ওরা দুজনে ব'ললো—

'আমাদের মারবেন না স্যার···আমরা যা জানি সব বলছি···।'

ওদের বয়ান শোনার পর থানার ও. সি. কি যেন মতলব আঁটলেন। তারপর আসামী দুজনকে বললেন—

'দেখ যা-যা ব'লবো সেই রকমটি করবি, আর যদি উল্টোপাল্টা করিস্, তার ফল কি হবে জানিস্ তো?'

'হাড়ে হাড়ে জানি স্যার।'

ও. সি. ওদের বুঝিয়ে দিলেন কি করতে হবে। তারপর ও. সি. আমাকে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন, বললেন—

"এই টেপ্ রেকর্ডার্-টা রাখুন।"

আর যা করতে হবে আমায় কানে কানে বলে দিলেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী ওরা দুজনে রওনা হোলো ওদের গাড়ী নিয়ে। পেছনে আমাদের গাড়ী। গাড়ী এসে দাঁড়ালো এক কুখ্যাত পাড়ায়। বাড়ীর সামনের দিকের দরজা বন্ধ। পেছনের ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওরা দুজনে ওপরে উঠে গেলো। আমরাও পেছন পেছন গেলাম।

পেছন দিককার দরজা খোলাই ছিলো। আমরা সবাই উঠে না আসা অব্দি ওরা দুজনে অপেক্ষা করলো। আমি ও আর তিনজন কনস্টেবল নিঃশব্দে ঐ দরজার পাশে এসে দাঁড়ালাম। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম···এক ভদ্রলোক ঝিমুচ্ছেন···সামনে মদের বোতল। সেই সুযোগে আমি একবার ঘরের ভেতরটা দেখে নিলাম। দেখলাম ঘরের একদিকে একটা আলমারী। আমি ইশারায় ওদের দুজনকে বললাম—তোরা এখানে দাঁড়া। আমি আলমারীর পেছনে গেলে তবে তোরা ভেতরে ঢুকবি। কনস্টেবল তিনজনকে বললাম দরজায় পাহারা দিতে। আমি জায়গামত দাঁড়াতেই ওরা দুজন ঢুকলো।

ভদ্রলোক ঢুলু ঢুলু চোখে ওদের দিকে চাইলেন, বললেন—

"কে···বাবা?"

"আমরা স্যার।"

ওদের গলার আওয়াজে ভদ্রলোকের সবনেশা কেটে গেল উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন—

"কিরে···খবর সব ভালোতো?"

"সব কম্‌পিলিট্···স্যার।"

"সব আঁটঘাট বেঁধে কাজ করেছিস তো?"

"একদম ফাস্ কিলাস্।"

একটু থেমে আবার বললো—প্রথম আসামী—

"এবারে আমাদের মালকড়ি মিটিয়ে দিন স্যার।"

"কাম যব্ পাক্কা হুয়া···তব মালকা কই পরোয়া নেহি···এই নে তোদের টাকা রেডিই আছে।"

···ব'লে পকেট থেকে টাকা বার ক'রে ওদের হাতে দিতে যাবেন, ঠিক সেই সময় আমরা ওকে ঘিরে ফেলি।

ভদ্রলোক আমাদের দেখে হতভম্ব হয়ে বললেন—

"কি ব্যাপার···আপনারা?"

আমি বললাম—

"আপনাকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছি।"

"মানে?"

আমি তখন বললাম—

"মানে জানতে চান···তবে শুনুন।"

···ব'লে টেপ্‌রেকরডার্‌টা বাজিয়ে শোনালাম। তাই শুনে ভদ্রলোক ঐ দুজন আসামীর দিকে চেয়ে বললেন—

"শালা আমার সঙ্গে বেইমানি করলি।"

সব শুনে অভি শান্তভাবে প্রণবকে বললো—

"আমি বলবো কে ঐ লোকটি?"

"কে বলতো?"

"প্রখ্যাত ব্যবসায়ী চন্দ্রকান্ত সাহা।"

"আর ডেড্ বডিটা ?"

"শোভা চ্যাটার্জ্জীর।"

"ইউ আর রাইট্।"

ব্যাপার স্যাপার দেখে জয়তী ভয়ে যেন শিউরে উঠলো। উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললো অভিকে—

"তুমি যে সব জানো দেখছি···তুমিও কি এই সব নোংরা কাজের সঙ্গে জড়িত নাকি ?"

"জড়িত নই—একথা আমি বললেই তো আর পুলিশ শুনবে না —ওদের রিপোর্টের ওপর সব নির্ভর করছে।"

"কি জানি আমার সব গুলিয়ে যাচ্ছে, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছিনা।"

এবারে প্রণব জয়তীকে বললো—

"কেন আপনি আজকের কাগজ পড়েন নি ?"

"না, এখনও পড়িনি···কেন কাগজে কি আছে ?"

প্রণব কাগজটা জয়তীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো—

"নিন্···এই জায়গাটা পড়ুন।"

···সবটা পড়ার পর জয়তী বললো—

"উঃ কি সাংঘাতিক···কিন্তু এই খ্যাতনামা ডাক্তারটি কে··· তাতো লেখা নেই কাগজে।"

"ডাক্তার বর্দ্ধন।"

জয়তী আকুল হ'য়ে জিজ্ঞেস করলো—

"কোন্ বর্দ্ধন ?"

অভি শান্তভাবে বললো—

"আমি যার কাছে কাজ করতাম।"

জয়তী অভির দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বললো—

"কিন্তু এ কেসের কথা আমায় তো কিছু বলোনি।"

"হ্যাঁ বলেছি।"

"যে দুস্থ মেয়েটি ডাঃ বর্দ্ধনের চেম্বারে এসেছিলো এবং যারজন্য তুমি চাকরী ছাড়লে এই কি সেই মেয়েটি ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু তার যে এমন দুরবস্থা হ'য়েছে তাতো বলোনি···না-না··· তোমরা কি যেন আমায় লুকোচ্ছো···আমার মোটেই ভালো ঠেক্‌ছে না।"

এবারে প্রণবের দিকে চেয়ে জয়তী মিনতি ক'রে বললো—

"আপনি আমায় বাঁচিয়ে ছিলেন···ওকেও আপনি এ বিপদ থেকে বাঁচান।"

"ও মরলো কোথায় যে বাঁচাবো ?"

"না-না এসব ঠাট্টা আমার মোটেই ভালো লাগছেনা।"

জয়তী এবারে অভির দিকে চেয়ে বললো—

"শোনো তুমি টিকেট ক্যান্‌সেল ক'রে দাও, আমি কোথাও যাবোনা···কোথা থেকে কি ঝামেলা বাধিয়ে বসেছো···একশোবার বলেছি একটু মানিয়ে চলতে চেষ্টা কর।"

প্রণব জয়তীকে বাধা দিয়ে বললো—

"আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন নাকি ? কি আবোল তাবোল বকছেন।"

জয়তী আবার আপন মনে ব'কে গেল—

"সত্যি কত আশা করেছিলাম দিল্লী যাবো, মুসৌরী যাবো, বেনারস যাবো···সব আনন্দটাই মাটি হ'য়ে গেল।"

প্রণব এবারে গম্ভীর হ'য়ে বললো—

"আপনার বলা কি শেষ হয়েছে ?"

"আর বলাবলির কি আছে আমি সব জানি।"

"না, আপনি কিছুই জানেন না···অভি পিক্‌চারে আস্‌ছেই না ! অভি শুধু হিসট্রিটা লিখেছে—শোভা যেদিন ডাঃ বর্দ্ধনকে দেখাতে আসে। তার সঙ্গে শোভার মৃত্যুর কি সম্বন্ধ আছে। এক্ষেত্রে

আমার রিডিং-এ যদি কোনো ভুল হয়, সে ভুলের মাশুল আমাকেই দিতে হবে। অভিকে নয়। তাই বলছি আপনারা স্বচ্ছন্দে যেখানে খুশী যেতে পারেন।"

জয়তী সানন্দে বললো—

"তাহলে আপনি বলছেন আমরা যেতে পারি?"

"তবে একটা কণ্ডিশানে—আমার জন্য দিল্লীকা লাড্ডু আনতে হবে কিন্তু।"

"দিল্লীর লাড্ডু কেন, কাশীর প্যাঁড়াও আনবো।"

॥ ১০ ॥

দিল্লীতে কয়েকদিন থেকে মুসৌরী ও হরিদ্বার হ'য়ে ওরা কাশীতে এসে পৌছলো। ট্রেন থেকে যখন নাবলো তখন পশ্চিম দিগন্তে সূর্য্য হেলে পড়েছে। প্ল্যাটফরম্ থেকে বেরিয়ে দুজনে টাঙ্গায় উঠলো। টাঙ্গা ছুটে চলেছে। অন্তহীন জনস্রোত। অফুরন্ত আলো। যেন আলোর বন্যা। আলো, হাসি আর আনন্দে উত্তাল সেই মায়াবিনী কাশী। জয়তীর মনে হ'ল কল্লোলিনী বারাণসী যেন ঠিক তেমনি আছে। একটুও বদলায়নি। কেনা-বেচা ঠিক তেমনি চলেছে। কাঁচের চুড়ি, বেনারসী শাড়ী, পানের ডিবে, জর্দার কৌটো, মিষ্টি সুপুরী আরও কত কি ···।

টাঙ্গা এসে দাঁড়ালো হোটেলের সামনে। অন্নপূর্ণা হোটেল। টাঙ্গা থেকে মাল নাবাতে গিয়ে একটা ভারী সুট্‌কেস্ অভির পা-ঘেঁসে মাটিতে পড়লো।

জয়তী ভীত হ'য়ে বললো—

"কোথায় লাগলো ?"

"ঐ পাটাতেই যেটা জখম ছিল।"

"একটু বরফ এনে দেবো ?"

"না-না ব্যস্ত হ'য়ো না, আগে চল হোটেলে যাই"

অভি জয়তীর হাত ধরে আস্তে আস্তে ভেতরে এল। জয়তী ম্যানেজারকে ব'লে একতলায় একটা ঘরের ব্যবস্থা করলো। বিছানাটা পেতে দিয়ে বললে—

"যাও শুয়েপড়···আমি একটু বরফ আনিয়ে দিই।"

জয়তী পায়ের দিকে চেয়ে ব'লো—

"বেশ ফুলেছে···যদি লাগে তো কিছু ওষুধ লিখে দাও, আমি ঐ সঙ্গে আনিয়ে দিই।"

অভি ওষুধ লিখে দিল। কিন্তু আনবার লোক পাওয়া গেল না, তাই জয়তীকেই যেতে হোলো। যাবার আগে অভি বললো—

"আমার ব্যাথাটা একটু কমেছে, এখন না গেলেও চলবে।"

"না, আগে ওষুধটা এনে দিই; ওষুধটা খেয়ে কালকের মধ্যে চাঙ্গা হ'তে হবে তো।"

"সাবধানে যেও।"

"তুমি কিছু ভেবোনা···আমি যাব আর আসবো।"

জয়তী ওষুধটা কিনে বরফের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ হরিদার সঙ্গে দেখা। জয়তী উল্লাসের সঙ্গে বললো

'আরে হরিদা···তুমি!'

হরিদা কোনো কথা ব'ললো না। জয়তী ভাবলো···হরিদার বয়স হ'য়েছে আমায় হয়তো ভুলেই গেছে। জয়তী হাসতে হাসতে বললো—

'ও হরিদা···আমি জয়তী, এরমধ্যে আমায় ভুলে গেলে?'

হরিদার মুখের কোনো পরিবর্তন হোলোনা; শান্তভাবে ব'ললো 'ভুলিনি।'

'তবে কথা ব'লছো না যে?'

হরিদা আবার নিরুত্তর। জয়তী ব্যাকুল হ'য়ে বললো—

'তোমার দাদাভাই ভাল আছে তো?'

তেমনি শান্তভাবে হরিদা বল'লো—

'এখনও আছেন।'

জয়তীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো; বিহ্বল হ'য়ে বললো—

'কি ব'লছো তুমি!'

'বিশ্বাস না হয় নিজের চোখেই দেখে এস।'

'কি হ'য়েছে ওঁর ?'

'ক্যান্সার।'

ক্যান্সার শুনে জয়ন্তী চমকে উঠলো…হরিদার দিকে করুণভাবে চেয়ে রইলো। জয়ন্তীর গলা যেন রুদ্ধ হ'য়ে এলো…কি করবে ভেবে পেলোনা।

ভেতরটা তার দুমড়ে-মুচড়ে উঠলো। তারপর একটু সামলে নিয়ে জয়ন্তী হরিদাকে বললো—

'হরিদা, আমার একটা কাজ করে দেবে ?'

'কি কাজ ?'

'ওষুধ আর বরফটা অন্নপূর্ণা হোটেলে তিন নম্বর ঘরে পৌঁছে দেবে ?'

'কার হাতে দেবো ?'

'আমার স্বামীর হাতে।'

'তোমার "স্বামী"র হাতে!…'—ব'লে হরিদা আনমনা হ'য়ে রইল। সে-যে কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ ক'রেছে বাণীকুমারকে… বাণীকুমারের মনের ব্যাথা সে যতটা বোঝে আর কেউ কি তা বোঝে ? ঘুমের ঘোরে জয়ন্তীর নামই যে অহরহ শুনেছে সে…তা কি সে ভুলতে পারে। কয়েক মুহূর্ত হরিদার মুখ থেকে কোনো কথা সরলো না।

জয়ন্তী ব'ললো—

'হরিদা, ওঁকে বোলো, আমার ফিরতে একটু দেরী হ'তে পারে।' হরিদা মাথা নেড়ে বললো—

'আচ্ছা।'

দিশেহারা জয়ন্তী ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ছুটে আসে বাণীকুমারের বাড়ী। ঘরে ঢুকে বাণীকুমারকে দেখে নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস হয়না তার। মনে হয়—এ কি ক'রে সম্ভব! নিয়তির এই কি বিধি।

এই বিধানের ওপর কারও কি কোন হাত নেই···মানুষের জীবন কি এমনিই বুদবুদের মত ওঠে, আবার নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে যায় !! সে আর ভাবতে পারছে না। চোখ তার ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। মনে হয় এখনই সে পড়ে যাবে। কোনোরকমে বাণীকুমারের পা-এর কাছে এসে বসে পড়ে।

একজোড়া কোমল হাতের স্পর্শে বাণীকুমার চোখ মেলে চাইল। জয়তীকে দেখে অভিভূত হোলো। তারপর একটু ম্লান হেসে ব'ললো—

'ভেবেছিলাম এ যাত্রায় তোমার সঙ্গে বুঝি আর দেখাই হোলোনা; তোমায় দেখে অজস্র মুহূর্তের কথা মনে পড়ছে। আশ্চর্য !!'

বাণীকুমারের মনে ভেসে ওঠে শেষ দিনটির কথা, যেদিন জয়তী কাশী ছেড়ে চলে যায়। ঘটনাটা ছিল একটা দুর্ঘটনার মত·········একদিন সকালে হঠাৎ জয়তী এসে হাজির। বাণীকুমার বললো।

"তোমায় বেশ খুসি খুসি লাগছে।"

"লাগবেই তো···আমি যে আজ শান্তিনিকেতন যাচ্ছি।"

"হঠাৎ!"

"হ্যাঁ, হঠাৎ একটা সুযোগ এল যে।"

"কি সুযোগ?"

"আমার এক বান্ধবী এবং কলেজের একজন প্রফেসর যাচ্ছেন শুনে, আমি বাবাকে বললাম। বাবা তো শুনেই খাপ্পা, তারপর অনেক কষ্টে বাবাকে রাজি করেছি।"

"কবে ফিরবে?"

"এখন আর ফিরছি না·· ওখান থেকে সোজা কলকাতা···ওহো ···আপনাকে তো বলাই হয়নি···বাবা যে কলকাতায় বদলি হ'য়েছেন।"

জয়তীর কথা শুনে বাণীকুমারের মনে হোলো···পা থেকে যেন মাটি সরে গেল। খুব হতাশ হয়ে বললো—

"তা, আবার কবে আসছো ?"

"শিগ্‌গির্‌ কি আর আসা হবে ?"

"তোমার সঙ্গে আর হয়তো দেখাই হবেনা।"

"তা কেন, আপনি মাঝে মাঝে কলকাতায় আসবেন।...জানেন, আমার না ভীষণ খারাপ লাগছে কাশী ছেড়ে যেতে।"

"আর আমায় ছেড়ে যেতে ?"

"আপনার কথা আমি কোনোদিন ভুলবো না...আপনার জন্য আমার ভীষণ মন কেমন করবে।"

একটু থেমে জয়ন্তী আবার বললো-

"আমার কিছু কেনাকাটা আছে...সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টায় ট্রেন... আপনি আস্‌ছেন তো স্টেশনে ?"

"আমি আর গিয়ে কি করবো ?"

"না গেলে আমি ভাববো, আপনি আমায় এতটুকুও ভালবাসেন না।"

জয়ন্তী বেরিয়ে গেল।

বাণীকুমার বিষণ্ণ হ'য়ে রইলো। হৃদয়ের কতটা জায়গা জুড়ে যে জয়ন্তী বসেছিল, তা যেন সেদিন উপলব্ধি করলো। তার মনে হোলো ...কোনো বিশেষ লোককে না দেখতে পেলে যে অভাব বোধ হয়, তার নামই বুঝি ভালবাসা। জয়ন্তীকে নিয়ে কত কথাই না তার মনের মধ্যে ঘুরপাক খেতে লাগলো ; কি কষ্টেই যে সেদিনটা তার কেটেছিলো, আজও তার মনে পড়ে।

বাণীকুমার যখন স্টেশনে এসে পৌঁছল, তখন সবাই ট্রেনে উঠে পড়েছে। গাড়ী ছাড়তে আর মিনিট দশেক বাকী। বাণীকুমার ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল। হঠাৎ কানে এল জয়ন্তীর গলা...

"এই যে আমি এখানে।"

বাণীকুমার সামনে এসে দাঁড়াতেই জয়ন্তী বললো—

"এত দেরী করলেন যে।"

বাণীকুমার নির্বাক। তার মন তখন নৈরাশ্যে ভরা। অপলক দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল জয়তীর দিকে। এভাবে চেয়ে থাকা যে অশোভন সে জ্ঞানটুকু যেন সে হারিয়ে ফেলেছে। তার ঘোর যখন কাটলো তখন ট্রেন চলতে শুরু করেছে। জয়তী বলল—

"কবে আসছেন কলকাতায়···বলুন না কবে আসছেন?" বলতে বলতে জয়তীর চোখ জলে ভরে গেল।

বাণীকুমারের মুখ থেকে একটা কথাও বেরুলো না। তার মনে হোলো জয়তী তাকে এমন নিঃস্ব, রিক্ত ক'রে চলে গেল···কিন্তু যে চলে গেল, তার স্মৃতিটুকু? তাও কি সরে যাবে মন থেকে? তাকে পুষে রেখেই বা লাভ কি? এ সবই তো ভঙ্গুর। এই আছে, এই নেই। ভাবলো···তার তো কোনো বন্ধন ছিল না···তাই তার কোনো দুঃখও ছিল না; তাই সে জানতো না যে বন্ধন ছিন্ন হ'লে এত কষ্ট।

সেদিন থেকে সে মনস্থির কোরলো···আর সে জড়াবে না নিজেকে। সে আবার ফিরে যাবে সেই সুরের জগতে···যার সঙ্গে তার কোনো চাওয়া-পাওয়ার সম্পর্ক ছিল না। তার মনে হয়— সঙ্গীত যদি সাগর হয়, তবে সে না হয় একটা ছোটো নদী···তবুও তো সে জলের একটা অবিচ্ছিন্ন অংশ। গান তাকে সঙ্গ দিল, মন তার শান্ত হোলো।

বাণীকুমার ও জয়তী যখন বিভোর হয়ে তাদের পুরোনো দিনের কথা ভাবছে, তখন তাদের অলক্ষ্যে কখন যে অভি এসে দরজার পাশে থম্‌কে দাড়িয়েছে, তা তারা জানতে পেল না। অভি দেখলো— জয়তীর দুচোখ ছাপিয়ে জল। শুনলো—বাণীকুমার বলছে—

"আমার কাছে এসো জয়তী।"

জয়তী বাণীকুমারের পাশে এসে ব'সলো। একদৃষ্টে চেয়ে রইলো বাণীকুমারের দিকে। বাণীকুমারের দৃষ্টিও নিবদ্ধ রইলো একজোড়া কালো ভুরুর পানে। তার মনে হোলো কতদিনের পরিচিত সেই ভুরু, সেই চোখ, সেই মুখ।

জয়ন্তীর গালবেয়ে দু'ফোঁটা চোখের জল বাণীকুমারের হাতের ওপর পড়তেই তার ঘোর কেটে গেল। সে বললো—

"তুমি কাঁদছো জয়ন্তী ?"

রুদ্ধকণ্ঠে জয়ন্তী বললো—

"এ অবস্থায় আমার কথা একবারও মনে পড়লো না।"

"তোমাকে কি আমি ভুলতে পারি ?"

—বলে একটু হাসলো বাণীকুমার। আবার বললো—

"জানো জয়ন্তী, আমি যে বাঁচবো না তা আমি জানতাম। কিন্তু এতদিন যে বেঁচেছিলাম তা বোধহয় তোমারই জন্যে।"

একটু দমনিয়ে আবার বলতে শুরু করলো—

"দেখো এমন লোক আছে যে জানে যাকে সে ভালোবাসে তাকে সে কোনদিনই পাবে না। যেমন ধর আমি···আমি তোমায় কোনদিন পাবোনা এ আমার মন বলতো। তবু কিন্তু তোমায় আমি ভালোবাসতাম। সে প্রেমের সূচনা হয়েছিলো কামনা দিয়ে। কামনা-বাসনার উর্ধ্বেও যে কিছু আছে তা আমি ভুলতে বসেছিলাম। তোমাকে ঘিরে কি ব্যাকুলতাই না ছিল আমার সারা দেহ-মন জুড়ে। প্রেমের দুর্বার আকর্ষণে আমি যেন সেদিন পাগল হ'য়ে গিয়েছিলাম।"

—বলে থামলো বাণীকুমার। জয়ন্তী ভাবলো···এসব কেন বলছেন বাণীকুমার···আমিতো কিছুই বুঝতে পারছি না। বাণীকুমার হাঁপাচ্ছে দেখে জয়ন্তী বললো—

"আর কথা বলবেন না। আপনার কষ্ট হ'চ্ছে। এরপর শরীর খারাপ হবে।"

বাণীকুমার হাসলো। তার এই শুক্‌নো হাসি জয়ন্তীর বুকে তীক্ষ্ণ ছুঁচের মত বিঁধলো।

বাণীকুমার শীর্ণ হেসে বললো—

"জয়ন্তী আমার শরীর এরথেকে খারাপ আর কি হবে···তাই যতক্ষণ দম আছে আমায় বলতে দাও।"

বাণীকুমারের কথাশুনে জয়তীর বুকের ভেতরটা তোলপাড় করে উঠলো। জয়তীর মনের এ হাহাকার, এ চাপাকান্না আর কেউ শুনতে পেল না। অতিকষ্টে নিজেকে দমন করে জয়তী বললো—

"কথা বলতে আপনার বেশ কষ্ট হ'চ্ছে···তাই বলছিলাম—একটু জিরিয়ে নিন।"

"আচ্ছা তুমি যখন বলছো।"

দুজনে মুখোমুখি ব'সে রইলো। অভির মনে হল···আমার আর এক মিনিটও এখানে দাঁড়ানো উচিত নয়—এর বেশী আর কিছু জানবার আমার আগ্রহ নেই। যেমন নিঃশব্দে সে এসেছিল, তেমনি সবার অজান্তে সে চলে গেল। হঠাৎ চোখে পড়লো গেটের সামনে একটা বড় গাড়ী এসে দাঁড়ালো। গাড়ী থেকে এক সুবেশা তরুণী নাবলেন। অভি একবার তার দিকে চাইলো। মেয়েটি অভির দিকে চাইতেই অভি চোখ নাবিয়ে নিল। মেয়েটির মনে হলো···এঁকে তো এখানে কখনও দেখিনি···ভাবতে ভাবতে ভেতরে ঢুকলেন। অভি খোঁড়াতে খোঁড়াতে পথে এসে দাঁড়াল।

ভদ্রমহিলা বাণীকুমারের ঘরে ঢুকতে যাবেন, হঠাৎ জয়তীকে দেখে যেন থম্‌কে দাঁড়ালেন—আবার সেই দরজার সামনে, যেখানে অভি এসে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর কানে এল—

বাণীকুমার বলছে—

"হ্যাঁ, যা বলছিলাম···তোমাকে হারিয়ে দুঃখ পাইনি বললে মিথ্যে বলা হবে। তবে এমন ক'রে দুঃখ যদি না পেতাম, তবে সত্যি কারের পথের সন্ধানও পেতাম না। আমার মনে হোলো আমি তো জন্মেছি আনন্দ পাবার জন্য···আনন্দে আমার জন্মগত অধিকার। তা থেকে আমি বঞ্চিত হব কেন। তখন থেকে দুঃখকে জয় ক'রে আনন্দে ছিলাম আমি···এই দেখো আমি নিজের কথাই বলে চলেছি, তুমি কিছু বল জয়তী।"

জয়তী যে কি বলবে, ভেবে পেলনা—তার মনে হোলো…"তবে কি আমি তার নিভৃত প্রেমকে অজান্তে মাড়িয়ে গেছি?"

জয়তী কোনো কথা বলছেনা দেখে বাণীকুমার বললো—

"জয়তী, তুমি কিছু বলছো না যে…আমায় ভুল বুঝলে না তো?"

জয়তী নিজেকে অনেকটা সহজ ক'রে বললো—

"আপনার মত অমন সুন্দর ক'রে তো আমি বলতে পারবো না, তবে আমি যেটুকু বুঝি তা হোলো এই যে আমি আগেও আপনাকে যেমন ভালবাসতাম, শ্রদ্ধা করতাম, বড় ভাবতাম…আজও তাই ভাবি। কিন্তু আমায় ঘিরে যে এমন ব্যাকুলতা ছিল আপনার মনে, তা ঘুণাক্ষরেও আমি জানতে পারিনি। নিজের অজান্তে আপনাকে যদি কোনো কষ্ট দিয়ে থাকি, তারজন্য আপনি আমায় ক্ষমা করবেন…"

জয়তীর চোখ ছলছল ক'রে উঠলো। চেয়ার ছেড়ে সে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো। দেখলো রাত গভীর হয়ে চলেছে—আকাশ যেন কালো হ'য়ে আসছে। জয়তীর মন একটা অজানা আশঙ্কায় আচ্ছন্ন হ'য়ে রইলো। উচিত অনুচিত, ন্যায়-অন্যায় নিয়ে সে আর ভাবতে পারছে না। জয়তীর মনে হোলো, এমন করে কোনোদিন সে যেন বাণীকুমারকে ভালবাসেনি। এ এক আবেগহীন ভালবাসা—মনে স্নিগ্ধ আনন্দ আনে, দেহে কোনো অশান্ত ঢেউ তোলেনা। এ প্রেমে কোনো জ্বালা নেই। এ কাম নয়, এ এক নির্মল অনুভূতি—যা অনুভব করা যায় উপভোগ করা যায় না। জয়তী বিড়বিড় করে বললো (সব কথাই ভদ্র মহিলার কানে গেল) —ভগবান তুমি আমায় বলে দাও এখন আমি কি করি? কোথায় যাই? আমাদের মন যা বলে, আমরা কি তা করি? করি না। মন বলে এক, আমরা করি আর এক…আর যুক্তি-তর্ক দিয়ে মনকে বোঝাই—আমি ভুল করিনি। সব মানুষের জীবনেই জটিলতা আসে,

কিন্তু তার মোকাবিলা তো মানুষকেই করতে হয়। বাণীকুমার আমার গুরু। ওঁকে এই অবস্থায় ফেলে এক্ষুণি আমার পক্ষে অভির কাছে যাওয়া সম্ভব নয়।'

অবশেষে জয়তীবাণীকুমারের বিছানার পাশে আবার এসে দাঁড়ালো।

বাণীকুমারের মনে হ'চ্ছে···সে যেন জীবনের সায়ংকালে··· কালবৈশাখী ঝড়ের মুখে গাছের একটা ভাঙা ডালের মত বিপন্ন সে।···জয়তীকে দেখে ব'ললো বাণীকুমার—

"প্রদীপের তেল শেষ হ'য়ে আসছে···এবারে দপ ক'রে নেভার পালা।"

যে ভদ্রমহিলা দরজার কাছে নীরবে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন, তিনি আর চোখের জল সামলাতে পারলেন না। নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন বাণীকুমারের বাড়ী থেকে। তিনি কেনই বা এসেছিলেন··· কেনই বা ফিরে গেলেন কেউ জানতে পেলনা।

বাণীকুমার জয়তীকে বললো—"বসেই যদি থাকবে, তবে একটা গান শোনাও···সময় নষ্ট কোরোনা···আমার কাছে সময়ের বড় দাম।"···

কথাটা বলেই বাণীকুমারের মনে পড়ে গেলো···জয়তীর সঙ্গে গাওয়া একখানি গান···"তোমার সঙ্গে বেঁধেছি আমার প্রাণ সুরেরও বাঁধনে···"

জয়তী গাইলো।···গান শুনে এক অনির্বচনীয় আনন্দে বাণীকুমারের মনটা ভরে গেলো। মৃত্যুপথযাত্রী বাণীকুমারের কপালে হাত রেখে জয়তী বললো—

"আপনি এবারে একটু ঘুমোন···আমি আপনার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।"

"ঘুমোবো ব'লছো···যদি আর ঘুম না ভাঙে।"

জয়তী বাণীকুমারের মুখে আলতো ক'রে হাত রেখে বললো—

"এমন কথা বলতে নেই।"

কিছুবাদে বাণীকুমার ঘুমিয়ে পড়লো। হরিদা জেগে রইলে বিছানার পাশে। জানলার পাশে একটা আরাম কেদারা পাতা ছিল —জয়তী সেখানে গিয়ে বসলো। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলো। নিস্তব্ধ নিশুতি রাত। নিদ্রামগ্ন বারাণসী শহর। জয়তীর চোখে ঘুম নেই। শ্রান্তি নেই। ক্লান্তি নেই। অভির কথা ভেবে তার মনটা যেন কুঁকড়ে রইলো। মনে হোলো এখনই ছুটে যাই অভির কাছে।...বাণীকুমার তো ঘুমোচ্ছেন...এই বেলা আমি যাই। কিন্তু আমার সঙ্গে কে যাবে?...হরিদা? তবে বাণীকুমারকে কে দেখবে? ...ভাবতে ভাবতে মাঝরাত পেরিয়ে গেল। কোনো কিনারা খুঁজে পেল না। হঠাৎ বাণীকুমারের গোঁঙানি শুনতে পেয়ে ছুটে গেল জয়তী...

বাণীকুমার হরিদাকে বলছে—'আমার বড় কষ্ট...হরিদা।'

'কোথায় কষ্ট হ'চ্ছে দাদাভাই?'

বাণীকুমার বুকে হাত দিয়ে দেখালো...মুখ দিয়ে কিছু বেরুলো না।

জয়তী বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে হরিদাকে বললো—

'একবার ডাক্তার বাবুকে খবর দাওনা হরিদা।' বাণীকুমার জয়তীর দিকে চেয়ে বেশ টেনে টেনে বললো—

'তার...আ...র...দর...কার...হবে...না... জয়তী... আ ...মার ডাক... এ... সেছে... তোমরা...আ...মা...য়...ফেলে... যে...ও... না।...আ...মি...চ...ল্...লাম।

শোকাচ্ছন্ন হরিদা যেন পাষাণ হয়ে রইলো। একফোঁটা জল তার চোখ দিয়ে পড়লো না। জয়তী কান্নায় ভেঙে পড়লো। শোকের ছায়া নেবে এল। সবাই একে একে এলেন। সবার চোখে জল। সে এক হৃদয় বিদারক মুহূর্ত। চিরনিদ্রায় নিদ্রিত মহান শিল্পীকে একবার প্রাণভরে দেখে জয়তী বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। দেখলো...রাত শেষ হ'য়ে আসছে। আলোর আভা

দেখা যাচ্ছে। পাখিরা সব বাসা ছেড়ে উড়ে যচ্ছে আকাশের দিকে। গঙ্গার ঘাটে একটি দুটি ক'রে লোকের আনাগোনা শুরু হ'য়েছে। তীর্থযাত্রীদের পথচলা সবে শুরু হয়েছে। পাণ্ডারাও পথে বেরিয়েছেন। বিশ্বনাথ গলি যেন সারারাত ধরে তাদের প্রতীক্ষায় বসেছিল। ঢং ঢং ক'রে ঘন্টার আওয়াজ মন্দিরের দিক থেকে ভেসে আসছে। ফিকে আলোয় পথের রেখা দেখা যাচ্ছে। এই পথ ধরে গঙ্গাস্নান সেরে একটি দুটি ক'রে মানুষ চলেছে মন্দিরের দিকে। জয়তীর মনে পড়ে গেল···এই তো সেই পথ।···সেদিনও ছিল এম্‌নি একটি সুপ্রভাত।···গঙ্গাস্নান সেরে এই পথ ধরে সেদিন আমিও চলেছিলাম মন্দিরের দিকে; কিন্তু কোন এক সাধকের কণ্ঠস্বর শুনে বিস্ময়ে থম্‌কে দাড়িয়েছিলাম। সেদিনকার সবকিছু আজও বর্ত্তমান। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বর···তা তো চিরতরেই মিলিয়ে গেল। জয়তী উদাস নয়নে আকাশের পানে চেয়ে রইলো। তার কানে ভেসে এলো গঙ্গা তীর থেকে উচ্চারিত মন্ত্রপাঠ···

বাসাংশি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোহপরাণি।
তথা শরীরাণী বিহায়
জীর্ণান্যন্যাণি সংযাতি নবানি দেহী॥

॥ ১১ ॥

বাণীকুমারের বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে পড়লো জয়তী। ভোরের ঝির্‌ঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। শীত বিদায় নিয়েছে। তবু শীতের আমেজ রয়েছে। সেই রাস্তা, সেই ঘাট, সেই ভোরের স্নিগ্ধতা। জয়তীর মনে হোলো সব যেন পান্‌সে, বিস্বাদে ভরা।

অন্নপূর্ণা হোটেলের তিন নম্বর কামরায় ঢুকে জয়তী দেখলো··· অভি কাগজ পড়ছে। জয়তীর দিকে এক ঝলক দেখে আবার কাগজে মন দিল।

জয়তী জিজ্ঞাসা করলো

"কেমন আছ ?"

অভি কোনো জবাব দিলনা। জয়তী অভির পায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো—

"কেমন আছে পায়ের ব্যাথা ?"

পা সরিয়ে গম্ভীরভাবে অভি বললো—

"ভালো।"

"রাতে ঘুম হয়েছে ?"

"হ'য়েছে একরকম।"

"আমি তো সারারাত ঘুমোতে পারিনি।"

অভি কাগজ থেকে মুখ সরালো না···কিছু প্রশ্নও করলো না। জয়তী একটু উত্তেজিত হয়ে ব'ললো—

'কি ক'রে রাত কাটলো, কেন ঘুম হয়নি, রাতে ফিরতে পারলাম না কেন কিছুই তো জানতে চাইলে না।"

অভি তেমনি নির্বাক হয়ে রইলো। অভির এই নির্লিপ্ত ভাব

জয়তীর কাছে অসহ্য বোধ হোলো। জয়তীর গলার স্বর পাল্‌টে গেল। ব'ললো—

'তুমি এমন ক'রছো কেন?'

'আমি আবার কি করেছি? আমি তো তোমায় কিছু বলিনি··· তোমার কাছে কোনো কৈফিয়তও চাইনি।'

'বরং কৈফিয়ত চাইলে আমার মন্‌টা হাল্‌কা হোতো···জানো বাণীকুমার মারা গেছেন?'

'সেকথা বলোনি তো!'

'কারণ···তাঁর বাঁচা-মরায় তোমার কি এসে যায়। কিন্তু আমার যায়। আমার কাছে এ যে কত বড় আঘাত তা তুমি বুঝবেনা। আর বোঝাতেও আমি চাই না। কেন না চোখ থেকেও যে অন্ধ তাকে কি আলোর অর্থ বোঝানো যায়?' অভি কাগজটা পাশে রেখে বললো—

'দেখো, বেশী হৈ-চৈ আমি ভালবাসিনা···এছাড়া এটা তোমার বাড়ী নয়···এটা হোটেল। আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাইনা।'

'কোথায় যাবে?'

'কেন·· কলকাতায়!'

'কাল এলে আজই চলে যাবে?'

'ইচ্ছে হ'লে তুমি থাকতে পারো।'

এমন নির্ম্মম কথা এত সহজ ভাবে অভি বলতে পারলো দেখে জয়তী অবাক হোলো। তার মনে হোলো···অভির মুখোশটা যেন একটানে খুলে গেল। শূন্য হৃদয়ে সজল নয়নে জয়তী বললো— 'ওগো অমন করে ব'লো না গো···তুমি ছাড়া আপন বলতে এখানে আমার আর কে আছে বলো?'

অভির কাছ থেকে কোনা সান্ত্বনা জয়তী পেল না।

হাওড়া স্টেশনে নেবে জয়তী বললো—

'চলো আগে মার কাছে যাই···দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিকেলের দিকে বরং বাড়ী যাবো।'

'না আমার কাজ আছে।'

অগত্যা দু'জনে টালিগঞ্জের বাড়ীতেই এলো। তখন সকাল প্রায় আটটা হবে। বাড়ী পৌঁছে এক কাপ চা খেয়ে খানিকবাদেই অভি বেরিয়ে পড়লো। জয়তী বললো—

'কোথায় যাচ্ছো?'

'কাজে।'

দু'রাত ঘুম হয়নি। সে ক্লান্ত। তবু বাড়ীতে তার মন টিক্‌লো না। অহরহ এক চিন্তা···সবই কি তবে ছলনা··সবই মিথ্যে······ কতগুলো ফাঁকা বুলি আওড়ে ও আমার জীবন নিয়ে খেলা ক'রেছে। বিদ্রোহী মন নিয়ে ক্ষুব্ধ অভি ঘর ছেড়ে পথে বেরুলো। তার মনে হোলো এত বড় শহরে যাবার মত একটা জায়গা নেই। কোথায় যাবে তা ঠিক ক'রে উঠতে পারলো না। তবু একটা ট্রামে উঠে পড়লো। এসপ্ল্যানেড্‌ পর্য্যন্ত ট্রাম যাবে। টার্‌মিনাসে অভি নেবে পড়লো। অভি সিগারেট খায়না। সব সিগারেটের নামও ভাল জানেনা। 'উইল্‌স্‌' নামটা হটাৎ মনে এলো। দোকানদারকে বললো—

'একটা উইল্‌স্‌ দিন তো।'

'প্লেন্‌ না ফিল্‌টার?'

'ফিল্‌টার্‌।'

রাস্তায় ঝোলানো দড়ির আগুনে সিগারেটটা ধরালো। দু'-চার টান দিয়ে ফেলে দিল। হাঁটতে হাঁটতে আউট-ট্রাম ঘাটে একটা বেঞ্চের পাশে এসে দাঁড়াতেই একদিনের একটা ঘটনা অভির চোখের সামনে ভেসে উঠলো·········তখন বিকেল চারটে বেজে দশ মিনিট। ক্লাশ ছুটির পর অভি আনমনা হ'য়ে বেরিয়ে আসছে। হঠাৎ দেখে··· জয়তী পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

অবাক হয়ে অভি বললো—

'আরে জয়তী।'

জয়তী হেসে বললো

'একটু আশ পাশ দেখে হাঁটা ভালো···জগতে অনেক কিছু দেখবার আছে।'

অভিও হেসে বললো—

'তা-তো বুঝলাম, কিন্তু হঠাৎ···কি ব্যাপার?'

'ব্যাপার না-থাকলে আসতে নেই বুঝি?'

'কিন্তু আমার তো একবার লাইব্রেরীতে যাবার ছিল।'

'অত আর পড়াশুনো করে না···ওরে বাবা, তোমাকে তো আবার এসব কথা বলা ভার···তোমার কিছু বিশ্বাস নেই, হয়তো বলে বসবে···"আপনার সঙ্গে আমার কতটুকুই বা পরিচয়···একথা বলার মত অধিকার তো আপনাকে দিইনি।"

অভি হেসে ব'ললো—

'ঠিক আছে তোমার অনারে আজ না হয় লাইব্রেরী যাবোনা।' ট্রামে-বাসে ভীড় দেখে দুজনেই হাঁটতে হাঁটতে এসপ্ল্যানেডে এলো। জয়তী বললো—

'বড় তেষ্টা পেয়েছে, ঠাণ্ডা কিছু খাওয়াও না···।'

"কোল্ড ড্রিংক্‌স্!" অনেক দাম। আমার পকেট গড়ের মাঠ। বড় জোর তোমাকে ভাঁড়ের চা খাওয়াতে পারি।'

'সে তো গরম।'

'তবে কর্পরেশনের "পিওর ড্রিংক্‌স্"···'

দুজনেই হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। শেষে জয়তী বললো—

'আচ্ছা বাবা, আমিই খাওয়াচ্ছি।'

তারপর হাঁটতে হাঁটতে দুজনে এই বেঞ্চেই এসে বসেছিল। জয়তী বললো—

'রোদটা কি মিষ্টি। বেশ লাগলো হেঁটে আসতে বল?'

'রোদটা পড়ুক্ তারপর টের পাবে কিরকম মিষ্টি।'

অভির কথা হাতে-নাতে ফ'ললো। মাঝে মাঝে কনকনে উত্তরে হাওয়া বইছিলো। অভি বললো—

'এমন জানলে গরম কিছু প'রে আসতাম।'

'তুমি আমার চাদরটা নাও না, আমার অত শীত করে না।'

'না না তা হয় না!'

'তবে এক কাজ করা যাক্...এসো দু'জনেই আধা-আধি ক'রে নিই চাদরটাকে।'

'কি-যে বলো...লোকে দেখলে কি ভাববে।'

পশ্চিম দিগন্তে আলোর শেষ আভাটুকু চলে গেল। অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। সন্ধ্যার কোলে ওরা দুজনেও যেন মিলিয়ে গেল। জয়তী বললো—

'এবারে তো আর কেউ দেখতে পাচ্ছেনা...চাদরটা নাও।'

অভি আপত্তি ক'রলো না জয়তী অভির দিকে একটু সরে বসলো। জয়তী চাদরের বেশীটা অংশ অভির গায়ে দিল। অভি বললো—

'কি মিষ্টি গন্ধ তোমার এই চাদরটায়।'

জয়তীর সলজ্জ হাসি অভিকে আরও কাছে টেনে নিল। দুজনে দুজনকে দেখলো। কাছে, আরও কাছে এলো। জয়তীর দেহের কোমল স্পর্শে অভির দেহের উত্তাপ বাড়লো। দেহে শিহরণ জাগলো। মনে রোমাঞ্চ লাগলো। হঠাৎ জয়তী জিজ্ঞেস করলো—

'তোমার শীত ক'রছে না-তো?'

'না বেশ ভালো লাগছে।'

'তা-তো লাগবেই ..অসভ্য কোথাকার।'

রাতের অন্ধকার যত বাড়লো, দুজনের নিবিড়তাও তত বাড়লো। জয়তী লজ্জায় মুখটা নীচু ক'রে বললো—

'চলো এবারে বাড়ী...অনেক রাত হোলো।'

তুজনে উঠে দাঁড়ালো। পথ চলতে চলতে এক ঠোঙা চানাচুর কিনে জয়তীর হাতে দিয়ে অভি বললো—

'নাও, মুখ বদলাও।

জয়তী মুখ টিপে একটু হাসলো।···

ফেলে আসা দিনগুলোর এমনি অজস্র ঘটনা অভির চোখের সামনে ভেসে উঠলো। হঠাৎ অভির মনে হোলো···কেন্ন সে এসব কথা ভেবে মনকে কষ্ট দিচ্ছে? আজ থেকে সে অন্যকথা ভাববে, অন্য কাজ করবে···তাকে বড় হতে হবে। অহরহ এক চিন্তা তাকে পেয়ে বসলো—কি ক'রে বড় হবে। মরিয়া হয়ে উঠেছে সে। এ দেশ ছেড়ে সে চলে যাবে। অতীতকে সে ভুলতে চায়। না হ'লে যে সে পাগল হ'য়ে যাবে।

অভি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ ত্রিবেদির সঙ্গে দেখা ক'রলো। ঐ ঘরে ডাঃ সিন্‌হাও ছিলেন। অভি বাইরে যেতে চায় শুনে ডাঃ ত্রিবেদি বললেন—

'তোমার স্কলারশিপের ব্যবস্থা আমি করে দেবো।'

ডাঃ পশুপতি সিন্‌হা বললেন—

'এ ছাড়া পাসপোর্ট, ভিসা, পুলিশ এনকোয়েরী ইত্যাদি যাতে তাড়াতাড়ি হয়, সে ব্যবস্থা আমি আই. জি-কে বলে করিয়ে দেবো। তুমি যাওয়ার জন্য তৈরী হও।'

দেখতে দেখতে যাবার দিন ঘনিয়ে আসে। কিন্তু জয়তীর সঙ্গে এ নিয়ে কোনো কথা হয় না। জয়তী সব লক্ষ্য করে, কিন্তু নিজে থেকে কিছু বলে না। একদিন সন্ধ্যায় জয়তী তার শোবার ঘরে বসে উল বুনছিলো। অভি এসে দাঁড়ালো। জয়তী মুখ তুললো না। অভি ব'ললো—

'আমি বাইরে যাচ্ছি—এম. আর. সি. ও. জি. পড়তে।'

জয়তী মুখ না তুলে তেমনি ভাবেই উল বুনে গেল। গম্ভীর ভাবে বললো—

'আমি যে মা হ'তে চলেছি—তা নিশ্চয়ই জানো।'

'জানি।'

'দু'-চার মাস পরেই না হয় যেতে।'

'এখন আর তা হয় না···সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে।'

'তবে তো যেতেই হয়।'

'ডাঃ সিন্‌হাকে বলে যাবো?'

'তার দরকার হবে না।'

অভি ভাবে···এসব পুত্তর্ সেন্টিমেন্টের কোনো দাম নেই আমার কাছে। আমি অনেক ভেবে দেখেছি···এছাড়া আর কোনো রাস্তা আমার জন্য খোলা নেই।

নির্দিষ্ট দিনে অভি বিদেশে পাড়ি দিল।

॥ ১২ ॥

বিলেত যেয়ে অবদি অভির কোনো খবর নেই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায়, অভির কোনো চিঠি নেই। পিওনের পথ চেয়ে ব'সে থাকে জয়তী। কিন্তু বৃথা। জয়তীয় মনে হয়···একবারও কি ভেবে দেখলো না আমায় কি অবস্থায় ফেলে গেল···আমার মান-সম্মান সব যে ধূলোয় মিশে গেল।

সন্তান-প্রসবের দিন যত এগিয়ে আসে, তত যেন ভয় বাড়ে। বড় অসহায় মনে হয়। যেন জলে পড়েছে।···সব ভয়-ভাবনার অবসান ঘটিয়ে একদিন ঘর আলো ক'রে এলো একটি সন্তান। কোনো ঝঞ্ঝাট হোলোনা।

সন্তানকে পেয়ে কিছুদিন ভালোই কাটলো। তারপর আবার যে-কে সেই। জয়তীর মনে হোলো···এ পাওয়া অর্থহীন। এ পাওয়া আর অভিকে পাওয়ার মধ্যে অনেক প্রভেদ···তার আস্বাদই আলাদা। দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে। এ জীবন যেন তার কাছে দুর্বিষহ হ'য়ে উঠলো। মনে হোলো···এ জীবনে সে কি পেয়েছে? আর তা যখন পায়নি তখন সেই বা কেন দেবে তার সবকিছু বিসর্জন। সে তার পেশায় ফিরে যাবে···তার প্রতিভাতো কিছু কম নয়।

জয়তী ভাবে···ছোটো থেকেই তো আমি গান ভালবাসি। গান গাইতাম, অল্পবিস্তর নামও হয়েছিলো। ক্রমশঃ আমার জগৎটা যখন আমার ছোট্টো পরিধি ছাড়িয়ে বাইরের বড় একটা জগতের সঙ্গে মিশতে শুরু ক'রেছে তখনই সাতপাকে বাঁধা পড়লাম। সেদিন

থেকে আবার নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলাম। বেশ আনন্দে দিনগুলো কাটছিলো। একটা ছোটো শান্ত নদীর মত আমার জীবনটা কেমন সুন্দর বয়ে চলেছিলো। কথা নেই বার্তা নেই, কোথা থেকে কি যে হোলো—সবকিছু যে'ন একেবারে এলোমেলো হ'য়ে গেলো। ভাবতে অবাক লাগে যে মানুষটা মরেই গেলো, যার স্মৃতিকে কবে কখন নিজের মন থেকে নির্বাসন দিয়েছি নিজেই জানিনা, তাকে নিয়ে এমন একটা ঘটনা ঘটলো কেন। না ঘটলেও তো পারতো! আর তাকে কেন্দ্র ক'রে একটা মিথ্যে অপবাদ কেউ আমার মাথায় চাপিয়ে দেবে, আর আমি তাকে মেনে নেবো—এ আমি ভাবতে পারি না।

সত্যি বলতে কি, আমি তো এমনটি চাইনি আমি তো আর দশটা মেয়ে যা চায়,। তাই-ই চেয়েছিলাম। কৈ তা তো পেলাম না। মানুষ চায় এক, হয় আর এক। এ ছাড়া যাও-বা আমরা পাই তার কোনোটাই তো চিরস্থায়ী নয়; তাই যা হারিয়েছি তা নিয়ে দুঃখ ক'রে লাভ কি? অভির হৃদয়ে যদি এতটুকু অনুরাগ থাকতো তবে কি সে পারতো আমায় এমন ক'রে দুঃখ দিতে!! কিন্তু আর নয়···আর আমি নিজেকে দুর্বল করবো না। ওকে আমি ভুলবোই ভুলবো। দেখি কত অপমান, কত অবিচার ও আমার ওপর করতে পারে। ওর অবহেলাকে আর আমি ভয় পাইনা। কোনো দুর্বলতাকে আর আমি প্রশ্রয় দেবোনা।

আজ আমি সব কিছুর জন্য প্রস্তুত।··আমি তো প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি ওকে মানিয়ে নিতে, কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। ওকে তিলে তিলে হারিয়ে যে অশ্রু জমে উঠেছে, সেই অশ্রু দিয়ে গড়া প্রাচীর ডিঙিয়ে ও কি করে আমার নাগাল পায় শুধু সেটা দেখার অপেক্ষায় আমি আছি। আমি নিশ্চিত যে ওকে একদিন আসতেই হবে, কিন্তু সেদিন আর ও আমায় পাবেনা।

ঢের হয়েছে, আর নয়। আর এ সংসার কামড়ে পড়ে থাকবো

কিসের জন্য। আমি তো ভুলতেই বসেছিলাম, আমি একজন শিল্পী···আমার জন্য আনন্দের পথতো খোলাই আছে। আজ থেকে সেই পথই আমি বেছে নিলাম।

জয়তী একদিন শিল্পী হবার স্বপ্ন দেখেছিলো। যা ছিল তার কাছে স্বপ্ন, তা আজ সত্য হোলো। আগুন কি কখনও চাপা থাকে? একদিন না একদিন তা ঠিক ফুটে বেরোয়। জয়তীর বেলায়ও তাই ঘটলো। দিনে দিনে বিভিন্ন প্রতিভার সামনে নিজেকে ভীষণ ছোটো মনে হ'তে লাগলো। বড় হবার ইচ্ছে তার চেতনাকে জাগিয়ে তুললো। কখন কোন অবচেতন মুহূর্তে সে অভিকে ভুলতে শুরু ক'রছে সে জানতে পেলোনা। সঙ্গীতে তন্ময় হয়ে রইলো সে। ক্রমশ সংকোচ কেটে গেলো তার। যশ, খ্যাতি, পশার বাড়তে লাগলো। জয়তীর সমস্ত দুঃখ কষ্টের ওপর যেন চন্দনের প্রলেপ পড়তে শুরু ক'রেছে।

এই ভাবে দিন যায়। জয়তীদের বাড়ীতে আজকাল নানান্ ধরনের লোকের আনাগোনা শুরু হ'য়েছে। ফাংশান, রেডিও প্রোগ্রাম, প্লে-ব্যাক্···এই সব নিয়ে জয়তী মেতে আছে। বাড়ীর চেহারা যেন দিনে দিনে বদলে যেতে শুরু করেছে। অমিয়া দেবী এতে মোটেই খুশী নন্। তাঁর ধারণা—'যখন মেয়ে হয়ে জন্মেছে, তখন এসব বাড়াবাড়ি মোটেই ভালো নয়।' এই নিয়ে তাঁর স্বামীর সঙ্গে কথা হয়। শঙ্কর বাবু বলেন···আমি নিজে গান ভালবাসি। আমি তো চাই ও আরও বড় হোক্। ওকে তো একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে।' তার উত্তরে অমিয়া দেবী বলেন—

'দেখো, এ লাইনে গেলে মেয়েরা ভালো থাকেনা।' তাই শুনে শঙ্করবাবু বলেন—'দেখো দুনিয়ায় খারাপ লোক আছে বলে আমার মেয়ে ঘরে বন্দী হয়ে থাকবে এটা কোনো কাজের কথা নয়। এ ছাড়া আমি আমার মেয়েকে সেরকম শিক্ষা দিইনি।'

এই ভাবে দিন গড়িয়ে চলেছে। এক এক সময় জয়তীর মনে প্রশ্ন জাগে···আমি কি এই করে অতীতকে ভুলতে চাইছি না ভবিষ্যতকে গড়তে চাইছি।·· না না, অতীত ভবিষ্যত কোনোটাই নয়, বর্ত্তমানটাই আমার কাছে বড়। অভি কি ভাবে···ও ছাড়া আর কিছু নেই আমার? ওর সাধ্য কি এমন করে নষ্ট করে আমার জীবন। আমার এ সমৃদ্ধ জীবনের কতটুকু দেখেছে ও? এইটুকু বয়সের মধ্যে আমি মানুষের কাছ থেকে যে ভালোবাসা, যে সম্মান পেয়েছি তার সিকি ভাগের এক ভাগও ও পায়নি। ওর জন্যই তো ···হ্যাঁ ওর জন্যই তো আমি আমার শিল্পী জীবন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। আজ মনে হচ্ছে পিছন আবার সামনে এসেছে, পুরোনোকে আবার নতুন করে পেয়েছি।

১৩ ॥

বৈশাখ মাস।

সকাল পৌনে দশটা হবে। মনে হ'চ্ছে বেলা দ্বিপ্রহর। ষ্টব নামগন্ধ নেই। আকাশের কোথাও এক টুকরো মেঘের দেখা ই। রোদের এমন তাপ যেন গা ঝলকে যাবার জোগাড়। স্তার পিচ্ এর-মধ্যেই গলতে শুরু ক'রেছে। একখানা সাদা ্যামব্যাসাডার ছুটে চলেছে।

জয়ন্তীদের বাড়ীর সামনে গাড়ীটা এসে দাঁড়ালো। এক দ্রলোক ঘেমে নেয়ে গাড়ী থেকে নাবলেন। মনে হোলো যেন গ্নিকুণ্ড থেকে বেরিয়ে এলেন। সার্টের পিছনটা চপচপে ভেজা। দ্রলোক বেশ ছিমছাম। গায়ের রং তেমন পরিষ্কার নয়। ভিব বয়সীই হবে। বেশ কেতা-দুরস্ত চেহারা। গাড়ী থেকে বেই তিনি গলার টাইটা ঢিলে করলেন, গলার বোতামটা ালেন। রুমাল দিয়ে তার ঘর্মাক্ত দেহ পুঁছতে পুঁছতে বাড়ীর জার সামনে এগিয়ে যাচ্ছেন—এমনি সময় শঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা। নি তখন অফিসে বেরুচ্ছিলেন। ভদ্রলোক ওঁকে দেখে জিজ্ঞাসা ালেন—

'এটা কি শ্রীশঙ্কর বোসের বাড়ী ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই শঙ্কর বোস।'

'ও···আচ্ছা, নমস্কার।'

'নমস্কার···কিন্তু আপনাকে তো চিনলাম না।'

'আমি অভির বন্ধু···অনিমেষ মিত্র। গত পরশু বিলেত থেকে রেছি।'

'ও আসুন্ আসুন্···ভেতরে এসে বসুন।'

অনিমেষ এসে ভেতরে বসলো। শঙ্করবাবু বললেন—

'বলুন এবার, সব খবর ভালো তো? কেমন আছে সে?'

'ভালোই আছে।'

'কবে ফিরবে কিছু বলেছে?

'না, তা কিছু বলেনি।'

'কোন চিঠি পত্র দিয়েছে?'

'আজ্ঞে না তো।'

শঙ্করবাবুর মত শান্ত মানুষ যেন ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলেন। অনিমে দিকে চেয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন—

'যার দুকলম লেখবার সময় নেই, তার আবার এত ঘটা ক খবর পাঠাবার কি দরকার ছিল। যাই হোক আপনি বসু জয়তী···মানে আমার মেয়ে, ও বাড়ী আছে—ওকে বরং ডে দিচ্ছি।···যা বলবার ওকে বলুন'—

বলেই শঙ্করবাবু হন্ হন্ ক'রে ভেতরে ঢুকে গেলেন। অনিমে নিজেকে কেমন অপ্রস্তুত মনে হ'তে লাগলো।

ভেতর থেকে শঙ্করবাবুর আর্তনাদ শোনা গেল···'কি হোলো জয়তী, তোরা কি আমায় অফিস-টফিস যেতে দিবি না?' জয় বাথরুমে ঢুকেছিল। বেরিয়ে এসে বললো···

'আমায় কিছু ব'লছো বাবা?'

বেশ একটু বেজার হ'য়েই শঙ্করবাবু বললেন—'

'হ্যাঁ, এদিকে একবারটি এসো···দেখো বিলেত থেকে এ ভদ্রলোক এসেছেন···শুনলাম অভির বন্ধু। তুমি কথা বলে আমি আর দেরী করতে পারছিনা।'

শঙ্করবাবু বেরিয়ে গেলেন। জয়তী ঘরে ঢুকে হঠাৎ একজ অপরিচিত ভদ্রলোক দেখে থমকে দাঁড়ালা, জয়তীর মনে হোলে ঠিক এ বেশে এখানে আশা তার উচিত হয়নি। এক ঝল

নিমেষের দিকে চেয়ে জয়তী চোখ নাবিয়ে নিল। অনিমেষের ন হোলো···এ দৃষ্টিতে যেন কোনো যাদু আছে। চেয়ার ছেড়ে ড়িয়ে অনিমেষ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল জয়তীর দিকে। তার ন হোলো···সে স্বপ্ন দেখছে না তো?··· এমন সুন্দরী স্ত্রী রেখে উ বিলেত যায়? কয়েক মুহূর্ত দুজনের মুখে কোনো কথা নেই। য়তী একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো। মুখ তুলে, স্নিগ্ধ হেসে লো।

'নমস্কার···দাঁড়িয়ে কেন বসুন।'

'···হ্যাঁ বসছি · নমস্কার।'

অনিমেষের হাবভাব দেখে জয়তী হাসছে। তাই দেখে অনিমেষ বছে ··হাসলে কি অপূর্বই না দেখায়। জয়তী তার জীবনে অনেক ষের লোলুপ দৃষ্টি অনেকবার দেখেছে। অনিমেষের দিকে চেয়ে তী ধীরে ধীরে বললো—

'আপনার কি কিছু বলার আছে?'

গদগদ হ'য়ে অনিমেষ বললো—

'বলবো বলেই তো এসেছি ··কিন্তু আপনি তো কোনো প্রশ্ন রছেন না।'

জয়তী গম্ভীর হ'য়ে বললো—

'আমার কোনো প্রশ্ন নেই।'

অনিমেষ জয়তীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বললো—

'আপনার বাবার কাছে যখন শুনলাম, অভি একখানা চিঠি ্যন্ত আপনাদের দেয় না—এটা শুনে আমার খুবই খারাপ গেছে।' একটু থেমে আবার বললো—

'এখন আমি বুঝতে পারছি কেন ও চিঠি দেয় না।' জয়তী নো আগ্রহ না দেখিয়ে দৃঢ় অথচ সংযত ভাবে বললো—

'দেবার মত খবর থাকলে নিশ্চয় লিখতো—এছাড়া পড়াশুনো য় নিশ্চয়ই খুব ব্যাস্ত আছে।'

অনিমেষ একটু উত্তেজিত হ'য়ে বললো—

'পড়াশুনো-টড়াশুনা কিছু নয়···সে অনেক জটিল ব্যাপার। সব কথা আপনাকে বলতে আমার নিজেরই লজ্জাবোধ হ'চ্ছে···কি সব কথা খুলে না বললে আপনার প্রতি অবিচার করা হবে। ' বিপদ থেকে অভিকে বাঁচানোর সংকল্প নিয়েই আমার আপনা বাড়ী আসা।'

অনিমেষ আশা ক'রেছিলো জয়তী বিপদের কথা শুনে নিশ্চ চমকে উঠবে···আকুল হ'য়ে হয়তো ব'লবে—'কি বিপদ?'··· আশায় অনিমেষ জয়তীর দিকে চাইলো। দেখলো জয়তী নিশ্চি নির্বিকার···তার মনের গভীরে কোথাও কোনো ঢেউ উঠেছে সের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

জয়তী শান্ত ভাবে বললো—

'এতো উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?'

'শুনতে চান কেন উত্তেজিত হচ্ছি?'

ব'লে অনিমেষ সাগ্রহে বলতে শুরু করলো—

'তখন আমরা কয়েক বন্ধুতে মিলে একটা ফ্ল্যাট্ ভাড়া ক' থাকতাম। অভিও সেখানেই থাকতো। প্রথম দিকে আমি লা ক'রতাম অভি সব সময় মনমরা হ'য়ে থাকে। তাই দেখে আ একদিন বললাম ··'অভি তুই সব সময় মুখটা এমন কালো ক' থাকিস্ কেন রে?' মুখে কিছু না বললেও আমি বেশ বুঝ পারতাম ওর জগতটা যেন আর কাউকে কেন্দ্র ক'রে ঘুরছে। আ যখন বলতাম: 'তুই তো ভাল ছেলে তোর আর ভাবনা কিসের তাই শুনে অভি বলেছিলো—'নারে আমার বড় কষ্ট।' ত কিছুদিন পরেই ওর সঙ্গে আলাপ হোলো একটি মেয়ের। ন ক্রিশ্চিয়ানা। পরমা সুন্দরী। অভির প্রতি সেই মেয়েটির আবেগে অন্ত ছিলনা। অভির ব্যাক্তিত্বের সামনে মেয়েটির দুর্বলতার প্রকা ছিল খুব স্পষ্ট। তাই ব'লছিলাম···

—জয়তী অনিমেষকে বাধা দিয়ে বললো—

'থাক থাক আর বলতে হবেনা···এবারে আপনিই বলুন তো··· এগুলো কি চিঠিতে লেখার মত কথা? আর একটা কথা কি জানেন···আপনি তো নিশ্চয়ই বিয়ে থা করেননি?'

'না।'

'সেইজন্যই এত নীতির কথা বলছেন। আপনার স্ত্রী থাকলে আপনিও যে এমনটি করতেন না এমন কথা কি বলতে পারেন?'

জয়তী এমন দৃঢ়ভাবে কথাগুলো বললো যে অনিমেষের মনে হোলো একথার পর আর উচিত-অনুচিত নিয়ে কোনো মন্তব্য করা অর্থহীন। সে ভেবে দেখলো, উপযাচক হ'য়ে জয়তীকে এত কথা ন বললেই হোতো। জয়তী স্তব্ধ হ'য়ে রইলো। অনিমেষ ভাবলো এবারে তার ওঠা উচিত। তবু তার মনে হোলো কোনো একটা অছিলায় আরও কিছুক্ষণ এই মহিলার সঙ্গে কাটাতে পারলে সে ধন্য হত।

কয়েকটি নির্বাক মুহূর্ত কেটে গেল।

জয়তী বললো—

'আপনার জন্য চা আনতে বলি।'

অনিমেষের মনে হোলো···যাক আর কিছুক্ষণ বসবার একটা সুযোগ হোলো। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলো—তার গল্প করা ছাড়াও যে অন্য কাজ আছে এই রকম একটা ভাব না দেখালে সম্মান থাকেনা। তাই ঘড়ির দিকে চেয়ে হন্ত দন্ত হয়ে বললো—

'ইস্ অনেক দেরী হয়ে গেলো···আজ আর বসার উপায় নেই··· আর একদিন হবে। আচ্ছা···আজ তবে উঠি।'

ব'লে নমস্কার ক'রে অনিমেষ চলে গেল।

অনিমেষ চলে যাবার পর জয়তীর হৃদয়ে কোথায় যেন কি একটা বিঁধলো। অনিমেষের কথাগুলো বারবার তার কানে প্রতিধ্বনিত হোলো। ভাবলো···আমি তো বেশ ছিলাম। কোথাকার

কোন্ একটা উট্‌কো লোক এসে সব নয়ছয় ক'রে দিয়ে যাবে···এ আমি কিছুতেই হ'তে দেবোনা।

একদিকে রাগে জয়তীর মাথার ভেতরটা দপ্‌দপ করছে··· অন্যদিকে লজ্জায় সে যেন কুঁকড়ে গেল। বালিশে মুখ গুঁজে পড়ে রইলো। অমিয়াদেবী জয়তীকে এভাবে পড়ে থাকতে দেখে ব'ললেন—

'কিরে শরীর খারাপ ক'রেছে নাকি···এমন অসময়ে শুয়ে আছিস্?'

জয়তী মুখ গুঁজেই রইলো। অমিয়াদেবী পাশে এসে বসলেন। জয়তী মার কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো। ব্যাকুল হ'য়ে অমিয়াদেবী বললেন—

'কি হ'য়েছে তোর? হঠাৎ কাঁদছিস কেন?'

মুখ না তুলেই জয়তী জবাব দিল—

'ভেবেছিলাম কাঁদবো না, কিন্তু তোমায় দেখে যে কান্না পেয়ে গেল মা, কি কর'বো বলো!'

অমিয়াদেবী উৎকণ্ঠার সঙ্গে বললেন—

'কেন কি হ'য়েছে?'

মার দিকে চেয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে জয়তী বললো—

'মেয়েদের কাছে এর থেকে লজ্জার কথা আর কি হ'তে পারে মা? কি লজ্জা···কি বিষম লজ্জার কথা··ছি-ছি-ছি ওর কাছ থেকে এটা আমি আশা করিনি। ও আমায় কি ভেবেছে বলতে পারো? এক এক সময় মনে হয় কি জান মা···এ সংসার ছেড়ে যেদিকে দুচোখ যায় বেরিয়ে পড়ি। দেখি কে আমায় ঠেকায়। কিন্তু রাণার কি হবে?'

অমিয়াদেবী জয়তীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললেন—

'শান্ত হও মা···এত উতলা হ'লে কি চলে? সব ঠিক হ'য়ে যাবে। কিচ্ছু ভেবোনা—সময় কারো একভাবে কাটেনা। মানুষের

জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত আসে যখন মনে নাড়া পড়ে। মনের গভীরে যে আর একটা বড় মন আছে তাকে চঞ্চল কোরোনা··· তাকে স্থির রাখো। সেই তোমাকে সঠিক পথের নির্দেশ দেবে। মনকে অস্থির ক'রে ক্ষতি বৈই লাভ তো কিছু নেই। দুঃখের আগুনে পুড়ে পুড়ে যা তুমি অর্জন করবে—তার কোনো ক্ষয় নেই, কোনো লয় নেই।'

মা-এর কথা শুনে জয়ন্তীর দুচোখ জলে ভরে যায়। জয়ন্তী ভাবে···মা-তো তেমন শিক্ষিতা বিদুষী মহিলা নন, অথচ কি সুন্দর ক'রে কঠিন সমস্যাকে সহজভাবে তুলে ধরতে পারেন···আমিই বা কেন পারবো না। মা-এর কথা ভাবতে ভাবতে জয়ন্তী কাঁদছে আর ভগবানকে ডাকছে···'বল দাও মোরে বল দাও, প্রাণে দাও মোর শকতি।'

জয়ন্তীদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে অনিমেষের কেবলই মনে হ'তে লাগলো···সে জীবনে অনেক মেয়ে দেখেছে, কিন্তু এই রমণীর মধ্যে সে এমন একটা কিছু দেখতে পেল যা এর আগে সে আর কখনও দেখেনি। কেন যে সে এতটা অভিভূত হয়েছে সেই কথাই তার মনকে চঞ্চল ক'রে তুললো। তার মনে হোলো···অভির নিন্দায় যখন সে পঞ্চমুখ হ'য়ে উঠেছে, তখনও উনি মুখ নীচু ক'রে সব শুনেছেন। নিশ্চয়ই দুঃখও পেয়েছেন, তবু সহ্য করেছেন। কি সংযমের দ্বারাই না নিজেকে দমন ক'রেছেন। সব কিছু শোনার পরও শান্তভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে দুটি একটি কথা বলেছেন মাত্র।

সারাটা দিন যে অনিমেষের কি ভাবে কাটলো তা এক অনিমেষই জানে। রাতেও তার ভালো ঘুম হোলোনা। মনটা তার ধিক্কারে ভরে গেল। কেবলই মনে হ'তে লাগলো—প্রথম সাক্ষাতেই অভির সম্বন্ধে এতটা বলা তার ঠিক হয়নি। আগে জয়ন্তীর মনটা যাচাই ক'রে দেখা উচিত ছিল।

পরদিন সকালে অনিমেষ মনস্থ ক'রলো···আজই সে আবার জয়তীদের বাড়ী যাবে। নইলে কোনো কাজে তার মন বসবেনা।

আজ একটু দেরী ক'রেই সে গেল কারণ সে জানতো দশটার পর শঙ্করবাবু বেরিয়ে যান। আজ যদি আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হয় তবে হয়তো তিনি আজ আর তাঁর মেয়েকে ডেকে দেওয়াটা নিস্প্রয়োজন মনে করতে পারেন। অনেক ভেবে-চিন্তে এগারোটা নাগাদ জয়তীদের বাড়ী পৌঁছলো। বেল টিপতেই বিনয় এসে দরজা খুলে দিল, বললো—

'কাকে চাই?'

'জয়ন্তী দেবী আছেন?'

'না, উনি তো বেরিয়ে গেছেন।'

'কখন ফিরবেন কিছু ব'লে গেছেন?'

'সাড়ে এগারোটার মধ্যেই তো ফেরার কথা···তবে সঠিক বলতে পারছিনা। আপনি ইচ্ছে করলে বসতে পারেন।'

অনিমেষ ঘরে এসে ব'সলো। এদিকে জয়তীর দেখা নেই। আর বেশীক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করা অশোভন কিনা একথা ভেবে অনিমেষের মনে একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল। অথচ জয়তীর সাথে দেখা হওয়া আজ তার বিশেষ প্রয়োজন, নইলে আজ রাতেও তার ঘুম হবেনা। এদিকে বিনয়ের এখনই বেরুনো দরকার। তাই বিনয় অনিমেষকে বললো—

'আমার মনে হ'চ্ছে ওর আসতে দেরী হবে—আপনি বরং টেলিফোন ক'রে একদিন আসুন না।'

অনিমেষ মনের আগ্রহকে প্রাণপণে দমন ক'রে বললো—

'হ্যাঁ, সেই ভালো।'

অবশ্য এর ফল যা হবে তা সে অনায়াসেই অনুভব করলো। অনিমেষ যখন বেরিয়ে আসছে, তখন বিনয় জিজ্ঞেস করলো—

'ওকে কিছু ব'লতে হবে কি?'

'বলবেন অনিমেষ মিত্র এসেছিলেন।'

একটু থেমে আবার বললো অনিমেষ—

'আপনার পরিচয়টাতো পেলাম না।'

'আমি জয়ন্তীর দাদা বিনয় বোস।'

'ও আচ্ছা, আপনিই বিনয় বোস! আপনার কথা অভির কাছে অনেক শুনেছি···আমি অভির সঙ্গে অনেকদিন বিলেতে ছিলাম।'

অভির কথা শুনে বিনয়ের যতটা খুশী হবার কথা ততটা খুশী সে হোলোনা···বললো

'আপনিই তো গতকাল এসেছিলেন, তাই না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা অভি কি বলে আমার কথা?'

'বলে, আপনি ছাড়া ওর নাকি কোনো বন্ধু নেই।' পরক্ষণেই আবার বললো—

'আমার কথাই ধরুন না···আমি যে এতদিন ওর সঙ্গে রইলাম, পারলাম কি ওর বন্ধু হ'তে?'

'তা ঠিক। ও সবার সঙ্গে তেমন মিশতে পারেনা।'

'আচ্ছা আজ তবে লি···আপনাকে অনেক দেরী করিয়ে দিলাম'

ব'লে নমস্কার ক'রে অনিমেষ বেরিয়ে গেল।

জয়ন্তীদের বাড়ী থেকে ফিরে আসবার পর অনিমেষের মনে নতুন এক দ্বন্দ্বের উদ্ভব হল। সে বারংবার চেষ্টা করলো তাকে ভুলতে। কিন্তু পারলো না। ঘুরেফিরে তার একই কথা মনে হ'তে লাগলো···এমন হীন প্রবৃত্তি তার হল কি করে? অভিকে জব্দ করার জন্য সে কি চেষ্টাই না ক'রেছে, অথচ নিজের সবকথা জয়ন্তীর কাছে গোপন রেখে। সে কি এটা ভালো করেছে? না···মোটেই ভালো করেনি। কিন্তু নিজের কলঙ্কের কথা কি করে সে বলবে? তার চোখের সামনে ভেসে উঠলো বিলেতের সেই ফেলে আসা দিনগুলো···

···অনিমেষ প্রথমে অভির সঙ্গে এক বাড়ীতেই থাকতো। হঠাৎ একদিন কাগজে অ্যাড্‌ভার্‌টাইজমেন্ট্‌ দেখে এক বিধবা মহিলার পেয়িং গেস্ট হ'য়ে চলে আসে। সেই বাড়ীতে ক্রিশ্চিয়ানার যাতায়াত ছিল। ধীরে ধীরে ক্রিশ্চিয়ানার সঙ্গে অনিমেষের আলাপ হয়। দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বেড়ে চলে। এই ভাবে অনিমেষের মন যখন ভরে উঠেছে, তখন একদিন হঠাৎ জানতে পেল মেয়েটি বিবাহিতা। শুনে অনিমেষ অনেকটা দমে গেল। মহা অশান্তির মধ্যে তার দিন কাটতে লাগলো। শেষে একদিন ক্রিশ্চিয়ানাই অনিমেষকে ভরসা দিয়ে ব'ললো যে তার ভয়ের কোনো কারণ নেই, কেন না তাঁর স্বামীও আর একজন স্ত্রীলোককে নিয়ে ব্যস্ত, তাই এ নিয়ে মাথা ঘামাবার তাঁর সময়ও নেই আর স্পৃহাও নেই। শুনে অনিমেষ নিশ্চিন্ত হোলো। প্রেমের দুর্নিবার গতির সামনে গা এলিয়ে দিল অনিমেষ। মেয়েটিও একজন পরপুরুষকে এমন আপন ক'রে নিলো যে অনিমেষ একবারও তলিয়ে ভাবলো না যে সে কি করছে। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য সব মিলেমিশে একাকার হ'য়ে গেল। এই সময়েই হঠাৎ একদিন অভি এসে হাজির। অনিমেষ নিজে থেকেই ক্রিশ্চিয়ানার সঙ্গে অভির আলাপ করিয়ে দিল। তারপর থেকে ক্রিশ্চিয়ানা যেন পাল্টে যেতে লাগলো। অনিমেষের মনে হোলো·· কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত যে রমণী তার বুকে মাথা রেখে মনের কত গোপন কথা, কত বেদনার ইতিহাস অম্লানবদনে শুনিয়েছেন·· তিনি আজ এমন বদলে গেলেন কি করে? ঈর্ষার আগুনে অনিমেষ তখন পুড়ছে, কিন্তু অভির সামনে রুখে দাঁড়াবার মত মনের অবস্থা অনিমেষের ছিলনা। একদিন তার মনে হোলো···ঢের হয়েছে, আর নয়। এ খেলা আর ভালো লাগছেনা। শেষে একদিন সে ওখানকার সব পাট চুকিয়ে পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে দেশে ফিরে এলো।···

··পুরোনো সেই দিনগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে অনিমেষের

মনটা যেন বিষাদে ভরে গেলো। সেই সঙ্গে আবার জয়ন্তীর মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা করার জন্য মনটা তার উতলা হ'য়ে উঠলো। পরদিন আবার অনিমেষকে দেখতে পাওয়া গেল জয়ন্তীদের বাড়ী। ঐ একই সময়ে গাড়ী এসে দাঁড়ালো। আজ সে জয়ন্তীর সঙ্গে ফোনে কথা ব'লে তবে এসেছে। অনিমেষ ঘরে ঢুকেই জয়ন্তীকে বললো—

'আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য এমন পাগল হ'য়ে উঠেছি কেন জানেন?'

'কেন?'

'দেখুন সেদিন অভিকে অমন ক'রে এক্স্পোজ্ ক'রেছি—অথচ নিজের সবকিছু আপনার কাছে গোপন করেছি—সেই দোষ স্খলনের জন্যই আজ আসা। তবে, নিজের সব কথা কেন বলিনি জানেন, পাছে আপনি আমায় ঘৃণার চোখে দেখেন এই ভেবে। তবু আজ আমি মনের দিক থেকে তৈরী হ'য়েই এসেছি। প্রকৃত সত্যকে গোপন ক'রে আমি যে মনকষ্ট পাচ্ছি—এর থেকে আপনার ঘৃণা আমার কাছে শ্রেয়।'

জয়ন্তী আজও ঠিক তেমনি নির্বাক রইলো। একবারের জন্যও চঞ্চলতাকে প্রশ্রয় দিলনা। অনিমেষ সবকথা তাকে খুলে বললো। বলা শেষ হ'লে মাথা নীচু ক'রে রইলো। জয়ন্তী কোন মন্তব্য করলো না। নীরব কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। অনিমেষকেই আবার মুখ খুলতে হ'ল—

'সব শুনে আপনার গা ঘিন্ ঘিন্ করছেনা···আমায় তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছেনা?'

'না।'

অনিমেষ এবারে মুখ তুলে জয়ন্তীর দিকে চাইলো···দেখে আশ্চর্য্য হোলো···জয়ন্তীর দৃষ্টি যেমন স্থির ছিল তেমনিই আছে, একটুও বদলায়নি।

আরও কিছু সময় এখানে কাটাবার ইচ্ছে থাকলেও জয়তী নীরব থাকায় অনিমেষ খুব অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। তাই বললো—

'আচ্ছা আজ তবে উঠি।'

হঠাৎ রাণা এসে বললো—(আধো আধো ভাষায়)

'মা দিদা তোমায় ডাকছেন।'

অনিমেষ রাণাকে দেখে বললো—

'আপনার ছেলে?'

'হ্যা'

'হাউ সুইট্!'

জয়তী বললো—

'একটু বসুন, আজ কিন্তু আপনাকে চা খেয়ে যেতে হবে।'—বলে জয়তী ছেলেকে নিয়ে ভেতরে গেল।

চা খাওয়া হ'য়ে গেলে অনিমেষ বললো—

'একদিন আসুন্ না আপনার দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়ী।'

ব'লে পকেট থেকে একখানা কার্ড বার ক'রে বললো—

'এই রইলো আমার ঠিকানা আর টেলিফোন নাম্বার…যদি আসেন তবেই বুঝবো, আপনি আমায় ভুল বোঝেন নি।'

'আচ্ছা দেখি।'

বেশ কিছুদিন কেটে গেল অনিমেষ আর এলোনা জয়তীদের বাড়ী। জয়তীর মনে হোলো…ভদ্রলোক নিশ্চয়ই তার কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত, লজ্জায় আসতে পারছেন না। শেষমেশ জয়তী নিজেই একদিন গিয়ে হাজির হোলো অনিমেষের বাড়ী। অনিমেষ অবাক হ'য়ে বললো—

'আরে আপনি…আমার বিশ্বাসই হচ্ছেনা…আপনার সঙ্গে দাদা এলেন না যে!'

জয়ন্তী হেসে বললো—

'দাদার সঙ্গেই যে আসতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই।'

'সত্যি আমার সম্বন্ধে সব কিছু জানার পরেও যে আপনি এসেছেন…এ আমার পরম সৌভাগ্য।'

অনিমেষের ব্যবহার ও আতিথ্য দেখে জয়ন্তী মুগ্ধ হোলো। বেশ খুশী মনে জয়ন্তী বাড়ী ফিরে এলো। এরপর অনিমেষ একদিন এলো। জয়ন্তীও আবার গেলো অনিমেষের বাড়ী। এই করে দুজনের মধ্যে যাতায়াত দিনেদিনে বেড়ে চললো। অনিমেষ একদিন বললো—'আপনি যে এই ভাবে আমার এখানে প্রায়ই আসেন লোকে কিছু ভাববে না তো?'…

জয়ন্তী বেশ সহজ ভাবে বললো—

'আমার ভালো লাগে তাই আসি, লোকে কি ভাববে তা আমি ভাবিনা।'

জীবনের মোড় যে এমনি ক'বে ঘুরে যাবে তা জয়ন্তী কোনোদিন ভাবতে পারেনি; এই ক'রে দুজনের মধ্যে মেলা মেশা দিন দিন বেড়ে চললো। জয়ন্তীর মনে হোলো…অনিমেষের সঙ্গেতো তার খারাপ লাগছে না। ক্রমশ; তার সংযমের বাঁধন ঢিলে হ'তে শুরু করলো. সে যে কোনো অন্যায় ক'রছে এমন কথা একবারও তার মনে উঁকি মারলো না। যতদিন যায় তত যেন অনিমেষের সান্নিধ্য তার ভালো লাগে। কেন লাগে তা সে নিজেও জানে না। জয়ন্তীর মনে হ'চ্ছে অনিমেষ যেন তাকে মোহের বাঁধনে বাঁধছে। ..এ বাঁধন ছিঁড়ে গেলে সে পাগল হ'য়ে যাবে…কিন্তু এতে দোষ কিসের? এ দেশে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্কটাই খুব অস্পষ্ট। তাই লোকের কাছে এটাকে অপরাধ বলে মনে হ'লেও তার একবারও তা মনে হচ্ছে না।…পাপপুণ্যের তুলাদণ্ড দিয়ে কি এসব জিনিষ বিচার করা চলে?

এদিকে জয়তীদের বাড়ীতে অনিমেষের এত ঘন ঘন আসা যাওয়া নিয়ে অশান্তির শেষ নেই।

শঙ্করবাবু শুরু থেকেই যেন অনিমেষকে বরদাস্ত করতে পারেন না। অমন শান্ত মানুষটি যেন বদলে গেছেন। তাঁর সেই সৌম্যভাব আর নেই। একসময় জয়তীর উপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। সে বিশ্বাস যেন দিনে দিনে লোপ পেতে চলেছে। আজকাল যেন রাগলে তাঁর জ্ঞান থাকে না। একদিন জয়তীদের বাড়ীতে এক কাণ্ড ঘটে গেল। অমিয়াদেবী আঁচ করেছিলেন যে এই রকম একটা কিছু ঘটতে চলেছে। জয়তী বাড়ীতে ছিল না। সন্ধ্যার কিছু আগে অনিমেষ এসে হাজির। শঙ্করবাবুর মুখোমুখি হ'তেই তিনি যেন ফেটে পড়লেন···

'দেখুন অনিমেষবাবু আমি শান্তিপ্রিয় লোক, ঝামেলা একেবারে পছন্দ করি না। আমার জায়গায় আর কেউ হ'লে আপনার এত বাড়াবাড়ি কিছুতেই সহ্য করতো না। আমি মেয়ের মুখ চেয়ে অনেক সহ্য ক'রেছি, কিন্তু আর নয়।' অনিমেষ কোনো জবাব দিল না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

জয়তী যখন বাড়ী ফিরলো—তখন রাত অনেক হ'য়েছে। জয়তীর এত দেরী দেখে শঙ্করবাবু রেগে আগুন হ'য়ে বললেন—

'কোথায় যাওয়া হয়েছিলো ?'

জয়তী মাথা নীচু ক'রে রইলো। কোনো জবাব দিল না।

শঙ্করবাবু চড়া গলায় বললেন—

'দেখো আমি সোজা বলে দিচ্ছি, এ মেলামেশা বন্ধ করতে হবে ···ঐ লোকটি যদি আর কোনোদিন এ বাড়ীর চৌকাঠ পেরোয় আমি তবে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ওকে বের ক'রে দেবো।'

একটু থেমে আরও উত্তেজিত হ'য়ে মুখটা বিকৃত করে বললেন—

'তোমরা যা ক'রে বেড়াচ্ছো, তাতে সমাজে আমার মুখ দেখানো ভার হ'য়েছে।'

জয়তী কখনও তার বাবাকে অমান্য করেনা, কিন্তু যা সত্য নয়, তাকেও প্রশ্রয় দেয়না ; তাই বললো—

'সমাজে মুখ দেখানো যাবেনা এমন কাজ করলে আমি নিজেও তোমাদের কাছে মুখ দেখাতাম না।'

এই ক'টি কথা বলে জয়তী শান্তভাবে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলো। এক দুঃসহ যন্ত্রনায় মনটা তার জ্বলে-পুড়ে গেলো। বিছানায় উপুড় হ'য়ে পড়ে রইলো। চোখের জলে তার বুক ভেসে গেলো।

জয়তীর মনের ভাষা অমিয়া দেবীই এক বুঝতে পেলেন। চোখের জল আজ আর বাধা মানলো না। অশ্রুসিক্ত নয়নে, তিনি বললেন—

...'এ তুই কি করছিস্ মা...একটা অন্যায় আর একটা অন্যায়ের পেছনে ছোটে...এমন ক'রে জীবন নিয়ে খেলা করিস না...তোর চোখ-মুখ দেখে আমি বুঝতে পারি তোর ব্যাথাটা কোথায়, কিন্তু এভাবে তার উপশম হয়না।'

একটু থেমে অমিয়া দেবী বললেন—

'দেখ্ মা, সুখই বল্ আর আনন্দই বল, সব কিছুর উৎস হোলো মন। সেখানে যদি তার প্রস্তুতি না থাকে তবে বাইরের কোনো সুখই অন্তরকে স্পর্শ করতে পারেনা।'

জয়তীর ম'নে হোলো...মা যেন তার অন্তরে প্রবেশ করেছেন, না হ'লে এমন ভাবে তিনি বলতে পারতেন না। সত্যি তো, সুখের অন্বেষণে একদিন সে বাইরে বেরিয়েছিল, কিন্তু তা কি সে পেয়েছে ? পায়নি। একেবারেই পায়নি। কি যেন একটা না পাওয়ার যন্ত্রণা তার মনকে অহরহ কষ্ট দিয়েছে। জয়তী তার মার দিকে চেয়ে বললো—

'সব কিছু ভুলে আনন্দে থাকার জন্যই তো এসবের আয়োজন মা...এতে দোষ কিসের ?'

'দোষ-গুণের কথা নয় মা···জীবনের এমন অনেক কথা আছে যা ভুলতে চাইলেও ভোলা যায়না।'

এই ব'লে অমিয়া দেবী চলে গেলেন মায়ের কথা শুনে জয়তীর ভেতরটা যেন গুমরে গুমরে কাঁদে, কিন্তু তবু জয়তী ভাবে··· মহাকালের কঠিন বিচারের ওপর সে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে সমর্পণ করবে কেন? তার কি কিছুই করার নেই? এইভাবে নানান দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে যখন দিন কাটছে তখন হঠাৎ অভির একখানা চিঠি এসে হাজির। বিনয়কে লিখেছে। বাইশে জুন সে কলকাতায় ফিরছে।

॥ ১৪ ॥

বাইশে জুন।

সকাল সাতটা বেজে বারো মিনিটে প্লেন নাবলো সান্তাক্রুজ বিমান বন্দরে। অভিকে 'ফ্লাইট চেঞ্জ' করতে হবে। পরের ফ্লাইট তিনঘণ্টা বাদে এতটা সময় কি করা যায়। বিমানবন্দরের পাশে 'সণ্ট্ টুওর' হোটেল। অভি ঢুকলো সেখানে। লম্বা লম্বা পা ফেলে অভি এগিয়ে গেলো সামনের দিকে। একখানা চেয়ার খালি দেখে অভি চেয়ারটা টেনে বসলো। টেবিলের আর এক পাশে বসে আছেন এক ভদ্রমহিলা। পরনে জাপানী জর্জেটের শাড়ী। স্লিপলেস্ ব্লাউজ। গলায় সরু চেন, নাভি অব্ দি ঝোলানো। মাথার ঘন চুলে কান ঢেকে খোপা করা। বয়স হবে সাতাশ-আঠাশ। দেহের গড়ন এমন যে দেখলেই বোঝা যায় আরও অনেকদিন এ সৌন্দর্য্য অটুট থাকবে। ভদ্রমহিলাকে দেখে অভির মনে হোলো ··এঁকে কোথায় যেন দেখেছে। ভদ্রমহিলাও বার বার অভির মুখের দিকে চাইছেন। অভির স্বভাব এখনও বদলায়নি। উপযাচক হ'য়ে কোনো কথা বলা তার স্বভাব বিরুদ্ধ। কিন্তু ভদ্রমহিলাকে দেখলেই বোঝা যায়···তাঁর ওসব বালাই নেই। তিনি বেশ সহজভাবেই বললেন—

'এক্স্কিউজ্ মি···আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি মনে হ'চ্ছে···আপনার নামটা জানতে পারি ?'

অভি একঝলক দেখে···নম্রহেসে বললো—

'আমার নাম অভিজিৎ চৌধুরী।'

ভদ্রমহিলা কপালে হাত রেখে মনে করবার চেষ্টা ক'রলেন। কিছু মনে না আসায় বললেন—

'আপনি কি এখানেই থাকেন ?'

'না, আমি লণ্ডন থেকে ফিরছি—কোলকাতায় যাবো…আপনি ?'

'আমি এখানেই থাকি। বাবা দিল্লী গেলেন, ওঁকে তুলে দিতে এসেছিলাম।'

'বরাবরই আপনি এখানে থাকেন ?'

'না বিয়ের পর থেকে…আগে বেনারসে ছিলাম।'

টেবিলে রাখা মেনুর দিকে চেয়ে অভি ভাবতে লাগলো… বেনারসে ছিলাম তো মাত্র একদিন…কজন লোকের সঙ্গেই বা দেখা হয়েছে…যাবার মধ্যে গিয়েছিলাম তো শুধু বাণীকুমারের বাড়ী…

হঠাৎ অভির মনে হল…আরে বাণীকুমারের বাড়ীতেই তো এঁরসঙ্গে দেখা হ'য়েছিলো…হ্যাঁ আমার বেশ মনে পড়ছে—আমি যখন বেরুতে যাব বাণীকুমারের বাড়ী থেকে ঠিক তখনই এই ভদ্রমহিলা নাবলেন একটা বিরাট গাড়ী থেকে।

সন্দেহমোচনের জন্য অভি প্রশ্ন করলো—

'আচ্ছা, বেনারসে আপনি বাণীকুমার বলে কাউকে চিনতেন ?'

বাণীকুমারের নাম শুনে ভদ্রমহিলার চোখে মুখে কেমন একটা চাঞ্চল্যের ছাপ ফুটে উঠলো। সেই চঞ্চলতাকে যতটা সম্ভব দমন করে তিনি বললেন—

"চিনতাম।"

"আচ্ছা আপনাকে একটা কথা বলবো ?"

"বলুন।"

"বাণীকুমার যে রাতে মারা যান, সেই রাতে আপনি কি ওঁর বাড়ী গিয়েছিলেন ?"

"হ্যা হ্যাঁ ঠিক বলেছেন…এবারে আমার মনে পড়েছে…আমি যখন ওঁর বাড়ীতে ঢুকছিলাম তখন আপনি ওঁর বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসছিলেন।"

একটু থেমে আবার বললেন—

"আচ্ছা আপনি সেদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিলেন কি ?"

"হ্যাঁ, পায়ে চোট লেগেছিলো।"

"আচ্ছা···আগেতো কখনও ও বাড়ীতে আপনাকে দেখিনি।"

"কি ক'রে দেখবেন···আমি তো তখন কলকাতায় থাকতাম।"

"ওঁর সঙ্গে কি আপনার আগে থেকেই পরিচয় ছিলো ?"

"না···ঠিক আমার সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিলো না···তবে, আমার স্ত্রী একসময় ওঁর কাছে গান শিখতেন।"

"গান শিখতেন !···কি নাম বলুন তো ?"

"জয়তী ঘোস ?"

"জয়তী···জয়তী আপনার স্ত্রী !"

বলে রীতা অবাক হ'য়ে চাইলো অভির দিকে। তাই দেখে অভি বললো—

"কেন···বিশ্বাস হ'চ্ছেনা ?"

"না তা ঠিক নয়।"

"তবে ?"

ভদ্রমহিলার চোখে মুখে সমবেদনার ছাপ। মুখ নাবিয়ে তিনি বললেন—

"আমি কিন্তু জয়তীর মত ভালো মেয়ে ছিলাম না। অতীতের কতগুলো ঘটনা মনে পড়লে আমার এখন হাসি পায়, লজ্জাও করে। আমার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই জয়তীর কাছে অনেক কিছু শুনে থাকবেন।"

অভি মৃদু হেসে বললো—

"আপনার নামটা কিন্তু এখনও আমার অজানা।"

"আমার নাম রীতা নন্দী।"

অভি একটু ভেবে বললো—

"রীতা নামটা খুব শোনা শোনা লাগছে তবে সে তো রীতা নন্দী নয়, রীতা বসাক।"

"ঠিকই শুনেছেন···বিয়ের আগে আমি রীতা বসাকই ছিলাম।···

···এবারে বলুন না আমার সম্বন্ধে কি শুনেছেন?"

"কই আপনার সম্বন্ধে খারাপ তো কিছু শুনিনি।"

হঠাৎ ওয়েটার এসে দাঁড়াতেই রীতা বললো—

"কি খাবেন বলুন?"

"আপনি কি খাবেন?"

"শুধু কফি।"

অভি ওয়েটারের দিকে চেয়ে বললো—

"এক পট কফি অাওর কুছ স্ন্যাক্স্ লানা।" ওয়েটার অর্ডার নিয়ে চলে গেল। রীতা গালে হাতদিয়ে ভাবতে লাগলো···কত ছেলেমানুষীই না করেছে সে জয়তীর সঙ্গে···কিন্তু জয়তী!!"

অভিও আনমনা হয়ে রইলো। রীতার বাবা, মিঃ বসাককে কেন্দ্রকরে একটা ঘটনা অভির মনে পড়ে গেল······বিয়ে হবার কিছুদিন পরেই হবে। অভি সব সময় কাজ নিয়ে মেতে থাকে। জয়তীর বড় একা একা লাগে। জয়তী একদিন অভিকে বলে—

"তোমার কেবল কাজ আর কাজ।"

তাইশুনে অভি বলে—

"তা আমি কি করবো বলো?"

"আহা, তোমার বুঝি ঘর-সংসার, স্বাদ-আহ্লাদ ব'লে কিছু থাকতে নেই।"

"আমার যা পেশা তাতে এসব খাটে না।"

"ইচ্ছে থাকলেই খাটে। ডাক্তার বুঝি মানুষ নয়?···ডাক্তারের নিজের জীবন বলে বুঝি কিছু নেই? যাই বল···বাণীকুমার কিন্তু জীবনকে বড় করে ভাবতেন।"

"কি রকম?"

'তখন আমরা কাশীতে থাকতাম। রীতা ব'লে একটি মেয়ে আমার সঙ্গে গান শিখতো। ওর বাবার অঢেল পয়সা ছিল।

তাঁর ধারণা ছিল যে টাকার বিনিময়ে সবকিছুই পাওয়া যায় এমন কি বাণীকুমারকেও। তাই উনি একদিন বাণীকুমারকে বললেন—

"আমি একটা মিউজিক কলেজ করছি। আপনাকে ঐ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল করবো ভেবেছি। তবে আপনি কিন্তু আর কোথাও গান শেখাতে পারবেন না।"

তাই শুনে বাণীকুমার হেসে বলেছিলেন—

"আপনি কত টাকা দেবেন আমাকে কিনে নেবার জন্য ?"

"আপনি যত চাইবেন।"

এবারে বাণীকুমার গম্ভীর হ'য়ে ব'ললেন—

"এই 'যত'-র কি কোনো শেষ আছে ? দেখুন, আমার বাবা অঢেল অর্থ সঞ্চয় করেছিলেন। এই অর্থই একদিন অনর্থকে ডেকে আনলো···একই রাত্রে বাবা-মা খুন হলেন। একবার ভেবে দেখুন তো অর্থের বিনিময়ে তাঁরা কি পেলেন···আর আমি কি হারালাম। তবে সব হারিয়েও একটা শিক্ষা আমি পেয়েছি— তা হচ্ছে জীবনকে আমি বড় করে দেখতে শিখেছি···জীবিকাকে নয়।"

অভিও রীতা যখন অতীতের চিন্তায় মগ্ন এমন সময় ওয়েটার টেবিলে খাবার রেখে গেলো। রীতা কফির কাপ অভির দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো—

"কি এত ভাবছেন ?"

"না, কিছু না।"

কফি খাওয়া হ'লে রীতা ইতস্তত করে বললো—

"দেখুন·· আমার ঠিক জিজ্ঞেস করা উচিত হবেনা ; তবু একটা কথা জানতে খুব ইচ্ছে করছে···কিন্তু সাহস হচ্ছেনা।"

"এত সঙ্কোচের কি আছে—বলুন না।"

"ঠিক আছে বলছি, তবে আপনি কিছু মনে করবেন না যেন।"

"না না···আপনি বলুন।"

"আচ্ছা···আপনি সেদিন জয়ন্তীকে বাণীকুমারের বাড়ী একা ফেলে অমন করে চলে গেলেন কেন?"

রীতার কথা শুনে অভির মনে হোলো···সে কেন এসব পারিবারিক কথা একজন অচেনা, অজানা মহিলাকে বলতে যাবে; আবার সম্পূর্ণ এড়াতেও পারলো না। বললো—

"এমনি···শরীরটা ভালো লাগছিলো না তাই।"

রীতা হেসে বললো—

"কথাটা আপনি এড়িয়ে গেলেন। ঠিক আছে, আপনাকে আর বিব্রত করবোনা···আমিই বরং কিছু বলি—তাতে আমার মনের গ্লানিটা কিছুটা অন্তত কাটবে।"

—বলে রীতা মুখ নীচু ক'রে রইলো। বোঝা গেল তার মনে অনেক ক্ষোভ জমা হ'য়ে আছে। মুখ না তুলেই রীতা বললো—

"সত্যি, আমি জয়ন্তীর প্রতি অনেক অবিচার ক'রেছি, কিন্তু ও আপনাকে কিছুই বলেনি···আশ্চর্য্য মেয়ে!!"

এবারে রীতা অভির দিকে চেয়ে বললো—

"জানেন, আমি না জয়ন্তীর অনেক আগে থেকেই বাণীকুমারের কাছে গান শিখতাম। বাণীকুমারকে ঘিরে কত স্বপ্নই না দেখতাম। তবে আমার প্রতি তাঁর কোনো আসক্তি ছিল কিনা তা ঠিক বুঝতে পারতাম না।"

ব'লেই রীতা থামলো। লজ্জা পেয়ে বললো—

"আপনি হয়তো ভাবছেন কি পাগলের মত অনর্গল ব'কে যাচ্ছি। আগেই বললাম না—আপনাকে বললে আমার মনটা হালকা হবে, তাই বলছি। হ্যাঁ যা বলছিলাম···এরপর একদিন জয়ন্তী এলো। বাণীকুমার ক্রমশঃ জয়ন্তীর প্রতি আকৃষ্ট হ'লেন। তাই দেখে আমার কি অবস্থা হোলো অনুমান করুন। আমি ভাবতাম···জয়ন্তীটা ভারী

অসভ্য মেয়ে তো ··সব জেনে শুনেআমারসঙ্গে এমনব্যবহার করলো। হিংসায়, রাগে আমার গা রি-রি করতো। জয়তীকে ছোটো করার জন্য আমি উঠে পড়ে লাগলাম। এদিকে জয়তী হঠাৎ একদিন কাশী ছেড়ে চলে গেল। ভাবলাম বাঁচা গেল। কিন্তু ভাবলাম এক, হোলো আর এক। জয়তীর অভাবে বাণীকুমার যেন কেমন হয়ে গেলেন। এরপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। জয়তীকে প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। হঠাৎ একদিন ধূমকেতুর মত জয়তী এলো বাণীকুমারের বাড়ী। সেদিন আর ওকে চিনতে ভুল হোলোনা। দেখে অবাক হ'লাম। মনে হোলো ওকে যথার্থভাবে বুঝবার কোনোদিন চেষ্টা করিনি।"

একটু দম নিয়ে রীতা আবার বলতে শুরু করলো···

"জানেন অভিজিৎবাবু, সেইরাতে হঠাৎ গিয়ে যদি না পৌঁছতাম, তবে ওর ওপর সেই ভুল ধারণাটা আমার থেকেই যেত। সবকিছু দেখার পর গোটা ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে গেল। জয়তী যে বাণীকুমারকে কি চোখে দেখে, তা সেদিন বুঝলাম। ধিক্‌কারে মন আমার ভরে গেল।" ব'লে রীতা মুখ নাবিয়ে নিল। কয়েকটা মুহূর্ত তার মুখ দিয়ে কথা সরলো না।

অভিও কোনো প্রশ্ন করলো না। উৎসুক হ'য়ে চেয়ে রইলো রীতা কি ব'লে তা শোনবার জন্য। রীতা আবার বলতে শুরু করলো···

"দেখলাম জয়তীও বাণীকুমারকে ভালোবাসে। গুরুকে যেমন ক'রে ভালবাসতে হয়, শ্রদ্ধা করতে হয় ঠিক তেমনি করে। তিনিতো আমারও গুরু ছিলেন, কিন্তু আমি কি পেরেছি···

রীতার কথা শেষ হবার আগেই অভি চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে গেল। অভির মনে হোলো—জয়তীকে ঘিরে কত কথা, কত ব্যাথা তার বুকে জমাট বেঁধে আছে···বুকের ওপর

থেকে সেই পাথরটা সে সরাতে চায়·· দম যে তার বন্ধ হ'য়ে আসছে।

আকাশের অবস্থা ভালো না থাকায় সান্তাক্রুজ থেকে প্লেন ছাড়তে কিছুটা দেরী হোলো। বেলা তিনটে বেজে চব্বিশ মিনিটে প্লেন দমদম বিমানবন্দরে এসে দাঁড়ালো। বিমানবন্দরে বিনয় এবং শঙ্করবাবু উপস্থিত ছিলেন। সব যেন কেমন থমথমে। বাড়ী পৌঁছেও জয়তীর দেখা নেই। অমিয়া দেবী তেমনি আছেন, একটুও বদলাননি। অভিকে দেখে বললেন—

"সব খবর ভাল তো বাবা?"

"হ্যাঁ মা"·· ব'লে অমিয়া দেবীকে প্রণাম করলো অভি।

'ঐ ঘরে জয়তী আছে, তুমি কথা বলো। আমি আসছি।'

অভি ঘরে ঢুকলো। দেখলো জয়তী চেয়ারে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্‌টাচ্ছে। অভির মনে হোলো···স্বপ্নমাখা মুখখানা কতদিন দেখেনি। জয়তী যেন আরোও সুন্দর হ'য়েছে। বিভোর হ'য়ে চেয়ে রইলো। জয়তী মুখ তুললো না। কয়েকটি মুহূর্ত নীরবে কেটে গেলো। বরাবর জয়তীই কথা শুরু করে, অভি গম্ভীর হ'য়ে থাকে। কিন্তু আজ আর তা হোলোনা। আজ অভিই শুরু করলো···

"কেমন আছো জয়তী?"

নির্বিকারভাবে জয়তী বললো—

"ভালো।"

জয়তীর এই নির্বিকার ভাব অভির চোখ এড়ালো না। ধিক্‌কারে মন তার ভরে গেলো। কুণ্ঠিত হয়ে অভি বললো—

"সত্যিই আজ আমার কথা বলবার মত মুখ নেই। তোমার ওপর অনেক অবিচার আমি করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করো আমি তোমায় চিনতে পারিনি।"

বলতে বলতে অভি জয়তীর চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ালো।

জয়তী কোনো দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিল না। অভির দিকে একবারের জন্য ফিরেও চাইলোনা। অতি সহজেই নিজেকে দমন করলো। অভির মনে হোলো···জয়তী কত বদলে গেছে···জয়তীর সে সজীবতা আর নেই।···কিন্তু তার জন্য দায়ী কে?···অভি নিজেই তো দায়ী।

স্তব্ধ কয়েকটা মুহূর্ত পার হ'য়ে গেলো। সন্তানের কথা মনে হ'তেই অভি বললো—

"ছেলে কোথায়?···তাকে তো দেখছি না!"

হঠাৎ দেখা গেল রাণাকে নিয়ে মোক্ষদা এদিকেই আসছে। তাই দেখে জয়তী বললো—

"ঐ তো আসছে।"

অভির মুখে কোনো কথা নেই। দুচোখ ভ'রে একবার ছেলেকে দেখলো, মনপ্রাণ যেন তার জুড়িয়ে গেলো। ছুটে এসে রাণাকে কোলে তুলে নিল। পুত্রস্নেহ যে কি তা অভিকে দেখে বেশ বোঝা গেল। অভি রাণাকে বললো—

"বলোতো আমি কে?"

রাণা আধো আধো ভাষায় বললো—

"কাকু।"

অভি হাসতে হাসতে বললো—

"মাকে জিজ্ঞেস করনা আমি কে।"

"কে গো মা এই কাকুটা?"

জয়তী মুখ না তুলেই বললো—

"উনি তোমার বাবা।"

ছেলেকে কাছে পেয়ে কতটা সময় যে কিভাবে কেটে গেল অভি তা জানতে পেল না। জয়তী গম্ভীর হ'য়ে বললো—

"যাও রাণা, তোমার বেড়াবার সময় হয়েছে।"

ইঙ্গিতটা বুঝতে অভির ভুল হোলোনা। রাণাকে কোল থেকে নাবিয়ে দিল।

রাণা চলে গেল। আবার সেই নীরবতা। অভিকেই আবার মুখ খুলতে হোলো।

"তুমি কথা বলছো না কেন ?"

"কি ব'লবো, বলো ?"

হঠাৎ অমিয়া দেবী ঘরে ঢুকে জলখাবার রেখে গেলেন।

অভি আজ তার সবকথা জয়তীকে শোনাবেই। সে আজ অন্তর্মুখী নয়। ক্ষণিকের জন্য তার চরিত্র যেন বদলে গেল। অভি প্লেট থেকে একটা মিষ্টি মুখে পুরে দিয়ে জয়তীর সামনে এসে বসলো···উৎসাহ নিয়ে বললো—

"তোমার যদি বলার কিছু না থাকে তবে আমিই বরং বলি, তুমি শোনো।"

জয়তী কোনো উৎসাহ না দেখিয়ে নিস্পৃহভাবে বললো—

"যা বলবার তাড়াতাড়ি বলো—আমার কাজ আছে, আমি বেরুবো।"

জয়তীর কথাগুলো অভির মনে কাঁটার মত বিঁধলো ; হতাশ হ'য়ে বললো—

"আজ কি না গেলেই নয় ?"

"না···আমায় বেরুতেই হবে। এখনই একটা রেকডিং আছে।"

"তবে তো যেতেই হয়।"

হতাশায় অভির মন ভেঙে গেল। তবু তাকে বলতে হোলো সব কথা···

"জানো···বম্বে এয়ারপোর্টে তোমার বান্ধবী রীতার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল। তাঁর কাছে তোমার সম্বন্ধে সবকথা শোনার

পর আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি কত বড় ভুল ক'রেছি।"

রীতার নাম শুনে জয়তী ভুরু কুঁচকে বললো···

···"কার নাম বললে ?···রীতা ··তার সঙ্গেও দেখা করেছো···তবে তো কোনো কথাই নেই। তা···কি বললে সে ?"

"তুমি ভুল ক'রছো জয়তী—উনি কিন্তু তোমার প্রশংসাই করেছেন। ধরতে গেলে উনিই আমার চোখ খুলে দিয়েছেন।"

জয়তী হেসে বললো—

"তা ঠিক···রীতা যখন বলেছে ··তার কথা তো আর মিথ্যে হ'তে পারেনা।"

অভি এবারে মিনতি করে বললো—-

"দেখো মিথ্যে ভিত্তির ওপর বশ ক'রে সবকিছু এমনভাবে ভেঙে দিওনা। সত্যকে সহজভাবে নেবার চেষ্টা করো।"

জয়তীর মন তাতে একটুও টললো না। অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে সে বললো—

"সত্যকে তুমি যদি সহজভাবে নিতে, তবে আজ আমার এ পরিণতি হয়না।"

দুজনে কিছুক্ষণ নীরব রইল। মুখ নাবিয়ে নিয়ে অভি বললো—

"জানিনা কেন এমন ক'রে নিজেও দুঃখ পাচ্ছ, আমাকেও দুঃখ দিচ্ছ।"

জয়তী হাসতে হাসতে বললো—

"ছেলেদের আবার দুঃখ···"

জয়তী আবার হাসে, সে এক অবজ্ঞার হাসি—

···"মেয়েদের চরিত্র কতটুকু বোঝো তুমি—জানো তাদের মনের রহস্য, মেটাতে পারো তাদের সাধ ? কিস্সু পারনা। আমারও ছোট্টো একটা সাধ ছিল ; ঘর বাঁধার সাধ। সে ঘর তুমি ভেঙে তছনছ ক'রে দিয়েছো।"

অভি অনুনয় ক'রে বললো—

"আবার কি তাকে গড়া যায় না?"

জয়তী বিনা দ্বিধায় বললো—

"কাকে নিয়ে গড়বে?—আমি আজ আর সে আমি নেই—তোমার লাঞ্ছনা, তোমার অবহেলা আমায় পাল্‌টে দিয়েছে।"

এবারে অভি গম্ভীর হ'য়ে বললো—

"তুমি অযথা তিক্ততার সৃষ্টি করছো।"

জয়তী আরও গম্ভীর হ'য়ে বললো

"আমিও চাইনা এ তিক্ততা আর বাড়াতে।"

শুনে অভি মর্মাহত হোলো। বুঝলো জয়তীকে আর কিছু বলা নিরর্থক, তবু বললো—

"তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে বল?"

জয়তী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো···অভির দিকে না চেয়ে নিজের পরবার কাপড় আলমারী থেকে বার ক'রতে ক'রতে বললো—

"ঠিক এই কথাটাই একদিন আমিও তোমায় বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি শোনোনি। যাক্, তোমার কি আর কিছু বলবার আছে?"

একান্ত নিরাশ হ'য়ে অভি বললো—

"না···"

চরম আঘাত পেল অভি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। আর একটি কথাও সে বললো না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

অমিয়াদেবী ঘরে ঢুকে অভিকে না দেখতে পেয়ে অবাক হ'য়ে বললেন—

"হ্যাঁরে, অভি কোথায়?"

জয়তী শান্তভাবে বললো—

"আমি জানিনা।"

অমিয়াদেবী অধীর হ'য়ে বললেন—

"অভি কি তবে চলে গেল ?···ওকে তুই থাকতে বলিস্ নি।"

জয়তী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে টিপ্ পরতে পরতে বললো—

"আমি থাকতেও বলিনি, যেতেও বলিনি।"

অমিয়াদেবী আকুল হ'য়ে বললেন—

"তার মানেই তো যেতে বলা।"

জয়তী চুপ ক'রে রইলো। অমিয়াদেবী এবারে শান্তভাবে বললেন—

"মেয়েদের এত অভিমান ভালো না। তুমি ভুলে যাচ্ছো জয়তী···বিয়ে হবার পর মেয়েদের সবথেকে বড় আশ্রয় হোলো স্বামীর ঘর···একথা আজ না বুঝলেও একদিন ঠিকই বুঝতে পারবে।"

এত দুঃখের মধ্যেও মায়ের অটল বিশ্বাস জয়তীর মনে সান্ত্বনা জোগায়। মায়ের করুণামাখা মুখখানির দিকে চেয়ে সে বিভোর হ'য়ে থাকে। জয়তীর একবার মনে হোলো···সত্যিতো কাছের মানুষকে এমনকরে দূরে সরিয়ে দিলাম !

অমিয়াদেবী আবার বললেন—

"কাউকে আঘাত দিলে সমান আঘাত নিজেকে পেতে হয়··· তাই ওতে কোনো লাভ হয়না। ক্ষমা দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে মানুষের মন জয় করতে হয় ; তাতে কেউ ছোটো হয়না, বরং মহৎই হয়।"

জয়তীর রূঢ় আচরণে অভির মন ব্যার্থতা ও হতাশায় ভরে গেল। জয়তীদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি ধরলো। আবার সেই পথ। মনে হোলো সারপেন্টাইন্ লেনের এঁদো গলির নিঃসম্বল অভিজিত

চৌধুরীর আজ সম্বল বলতে শুধু কয়েকটা ডিগ্রী। কিন্তু জীবনে যদি কিছু নাই পেলো, তবে কি হবে এ ডিগ্রী দিয়ে!! কত স্বপ্ন নিয়ে দেশে ফিরেছিল। সব আশায় ছাই পড়লো! নিরাশার অন্ধকারে অভির মন ডুবে গেল। আবার সেই আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব। আজীবন কি সে এমনি অনিশ্চয়তার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কাটাবে। সেকি অনন্তকাল ধ'রে ছুটে বেড়াবে এই অভিযাত্রী মন নিয়ে! কিন্তু কিসের অন্বেষণে! কারজন্য! ঘাতপ্রতিঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে ওঠে অভির মন। তবু অভি ভাবে সে হার মানবেনা। জীবন সংগ্রাম তো তার মেকি নয়, তবে কেন সে নিরাশ হবে। জীবনের লক্ষ্য থেকে সে সরে আসবে না। তার পৌরুষের কাছে পরাজয়ের কোনো স্থান নেই। সে মনে মনে স্থির কোরলো…সত্যকে সে আঁকড়ে থাকবে। তাতে যদি অহরহ দুঃখের সম্মুখীন হ'তে হয়, তা সে হবে।

গলফ্ ক্লাব রোডে অভির বাড়ীর সামনে ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো। ট্যাক্সি থেকে নেবেই চাবির খোঁজে অভি ওপ'রে গেল। বাড়ীওয়ালা ছিলেন না। ওঁর স্ত্রীর কাছ থেকে তালার চাবি পেয়ে গেল অভি। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই অভির মনে হোলো—অনেককাল ঘরখানা খোলা হয়নি। চারিদিকে ঝুল, ঘরের সবকিছু এলোমেলো হয়ে রয়েছে। ধুলোমাখা কয়েকখানা চিঠি মাটিতে পড়ে আছে। বেশীর ভাগই মেডিক্যাল কোম্পানীর চিঠি। হঠাৎ একটা ইন্‌ল্যাণ্ড লেটার দেখে ভাবলো…কে লিখেছে দেখি…সৌমেন মিত্র…বাসুদেবপুর। আরে এ তো আমার ভগ্নিপতির লেখা চিঠি…দেখি কি লিখেছে…

বাসুদেবপুর,

১৭ই জুন, '১৭

শ্রীচরণেষু দাদা,

জানিনা এতদিনে বিলেত থেকে ফিরেছেন কিনা। কিছুদিন আগে আপনার খোঁজ ক'রতে কলকাতায় গিয়েছিলাম…শুনলাম

আপনি এই মাসেই ফিরবেন। আমার দুর্ভাগ্য যে আপনাকে একটি দুঃসংবাদ জানাতে বাধ্য হ'চ্ছি। আপনার বোন সরমা গতকাল রাতে আমাদের ছেড়ে চিরকালের জন্য চ'লে গেছে। প্রসব হ'তে গিয়েই সে মারা যায়। একটি মেয়ে হ'য়েছে। গ্রামের বাড়ীতে এই কচি বাচ্চাকে নিয়ে বড় অসহায় বোধ ক'রছি। আপনি তো জানেন আগের দুটি সন্তানের একটিও বেঁচে নেই। আপনি যদি সুযোগ ক'রে একবার আসতেন তবে মনে অনেকটা বল পেতাম।

প্রণাম নেবেন।

ইতি—

মেঃ সৌমেন।

পুঃ মাস তিনেক আগে
বদলি হয়ে বাসুদেবপুর
এসেছি।

চিঠি পড়ে অভি স্তম্ভিত হোলো। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। চোখ তার ঝাপসা হ'য়ে এলো। টেবিলের ওপর চিঠিখানা ফেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। নির্বাক নিস্পন্দ মুহূর্তগুলি কেটে গেল।

॥ ১৫ ॥

রেকর্ডিং শেষ করে বাড়ী ফিরে জয়তী দেখলো রাণা তখনও ফেরেনি। রোজ এমন সময় মোক্ষদা রাণাকে নিয়ে ফিরে আসে। আজ এত দেরী হ'চ্ছে কেন?-সন্ধ্যে পেরিয়ে, রাত গড়িয়ে এল তবু মোক্ষদার দেখা নেই। উৎকণ্ঠায় জয়তী ঘর আর বার করতে থাকে। ভাবে···এতো দেরীতো কোনদিন করেনা···আর অপেক্ষা নয়। জয়তী বেরুতে যাবে, এমন সময় এক ভদ্রলোক এসে বললেন—

"এটা কি শঙ্কর বোস বাবুর বাড়ী?"

"হ্যাঁ···কেন বলুন তো?"

"রাণা চৌধুরী বলে একটি ছেলেকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।"

জয়তী আকুল হ'য়ে বললো—

"কেন···কি হ'য়েছে ওর?"

"ওর মাথায় চোট লেগেছে।"

—বলে লোকটি চলে গেল! জয়তীর পাদুটো যেন অবশ হয়ে এল। একটা বিপদের আশঙ্কায় সে বিচলিত হয়ে উঠলো।

সবশুনে বিনয় জয়তীকে বললে—

"জয়তী, তুই গাড়ী নিয়ে চলে যা; আমি এক্ষুণি অভির ওখানে চলে যাই ট্যাক্সি নিয়ে। তুই কিচ্ছু ভাবিস না, আমি ওকে নিয়ে আসছি।"

বাবা মাকে সঙ্গে করে জয়তী রওনা দিল। জয়তীর মন হতাশায় ভরে গেল। ভাবলো···হায় ভগবান, বেঁচে থাকার শেষ সম্বলটুকু এমন করে ছিনিয়ে নেবে···ওযে আমার সব কষ্টকে আড়াল

করে রেখেছিল···ওর মুখ চেয়েই যে আমি সংসার কামড়ে পড়ে ছিলাম। আর সে ভাবতে পারছে না···

গাড়ী হাসপাতালের সামনে এসে দাঁড়াতেই জয়ন্তী বললো—

"ঐতো মোক্ষদা।"

জয়ন্তী ছুটে গেল মোক্ষদার কাছে। মোক্ষদার মুখটা ফ্যাকাশে হ'য়ে গেল জয়ন্তীকে দেখে।

জয়ন্তী উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞাসা ক'রলো—

"রাণা কোথায় ?···কি হয়েছে ওর ?"

কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে মোক্ষদা বললো—

"পার্কে খেলা করছিল···হঠাৎ কি খেয়াল হল···বায়না ধরলো নাগোর দোলায় চ'ড়বে। বলেই দিল ছুট্। আমি বললুম ···যাসনি···যাসনি। কথা শুনলো না। আমি ছুটে গেলাম ওকে ধরতে। কিন্তু পারলাম না। চলন্ত নাগোর দোলাটা ওর মাথায় এমন জোর এসে লাগলো যে ও ছিটকে পড়লো মাটিতে। সবলোক ছুটে এলো। তখন ওর হুঁশ নেই। এরপর সবাই ধরাধরি করে ওকে হাসপাতালে নিয়ে আসে।'

জয়ন্তী ব্যাস্ত হয়ে বললো—

"ওকে কোনদিকে নিয়ে গেছে ?"

"এই বাড়ীটার তিনতলায়।"

জয়ন্তী জানতে পেল যে রাণা ডাঃ সান্যালের অধীনে ভর্তী হ'য়েছে। ডাঃ সান্যালের সঙ্গে দেখা করলো। ডাঃ সান্যাল বললেন—

"ওর মাথায় কয়েকটা 'স্টিচ্' পড়েছে···এখনও জ্ঞান ফেরেনি··· এক্স্রের ব্যবস্থা হ'য়েছে।"

জয়ন্তী ব্যাকুল হ'য়ে জিজ্ঞেস করলো—'ভালো হয়ে যাবে তো ?'

"হেডইনজিওরি কেস তো···এক্ষুণি কিছু ব'লতে পারছি না।"

ব'লে ডাঃ সান্যাল চলে গেলেন। জয়ন্তীর মনে হল এই

দুঃসময়ে তার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে এমন কে আছে···এক অভি ছাড়া।

জয়তী বাইরে এসে দেখলো বিনয় ফিরে এসেছে···কিন্তু অভি কোথায়? জয়তীকে দেখেই বিনয় ছুটে এসে বললো—

"অভিকে পেলাম না। বাড়ীওয়ালার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হ'ল। তিনি বললেন···অভি নাকি একবার এসেছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই একটা সুটকেশ হাতে বেরিয়ে গেছে। কোথায় গেছে কিছু বলে যায়নি।"

জয়তীর মনে হ'ল···তার দুঃখের সমস্তটাই তার একার। কেউ তার ভাগ নিলোনা। নিজেকে বড় অসহায় মনে হ'তে লাগলো। ভাবলো···'আমি তো মেতেছিলাম আলোর নেশায়। আলোর পরেও যে অন্ধকার আছে তাতো প্রায় ভুলতে বসেছিলাম।···কিন্তু ভেবে কি লাভ···যা ভবিতব্য তা তো ঘটবেই। মানুষের জীবন তো ছকে বাঁধা।'

কত নীরব মুহূর্ত যে পার হ'য়ে গেল তার কোন হিসেব নেই। সেই নীরবতা ভঙ্গ ক'রে ডাঃ সান্যাল রুগীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছিলো। এতটা আত্মপ্রত্যয়ী তাঁকে কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্তও দেখা যায়নি। জয়তী জিজ্ঞেস করলো—

"ও কেমন আছে?"

"এক্স্রেতে কিছু দোষ পাওয়া যায়নি···এছাড়া একটু ভালোই মনে হ'চ্ছে।"

রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ ডাঃ সান্যাল হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে যাবার আগে জয়তীকে দেখতে পেয়ে বললেন—

"আপনার ছেলের অবস্থা অনেকটা ভালো। আমার তো মনে হয় রাত্রেই জ্ঞান ফিরে আসবে।"

জয়তী অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাবামাকে খবরটা দিতে

গেল। জয়তীকে দেখে দুজনেই ব্যাকুল হ'য়ে চাইলেন। জয়তী বললো—

"রাণা অনেকটা ভালো আছে।"

বিনয় পাশেই দাড়ানো ছিল। জয়তীর কথা শুনে বললো—

"তাহ'লে তোরা বরং এখন বাড়ী চ'লে যা, আমি তো রইলামই।"

"আমি থাকিরে দাদা।"

"দেখ রাত্রে হাসপাতালে তোদের না থাকাই ভালো। এছাড়া, কিছু তো করবার নেই। তেমন দরকার হ'লে আমি খবর দেবো।'

জয়তী বাড়ী ফিরলো বটে, কিন্তু ঘুম তার হোলো না। মায়ের মন পড়ে রইলো ছা-এর কাছে। সেই সঙ্গে অভিকে ঘিরে কত কথাই না তার মনে পড়লো···কি ক'রে সাতপাকে বাঁধা পড়লো··· আবার কি করে বন্ধন-ছিন্ন হোলো। সে এক ইতিহাস। কখনও তিল তিল করে পাওয়ার আনন্দ···কখনও বা না পাওয়ার বিরহ।

ভোর হ'তেই আবার ছুটলো হাসপাতালে। বিনয়ের সঙ্গে দেখা হ'তেই জিজ্ঞেস করলো—

"রাণা কেমন আছে রে?"

"ভালো আছে শুনেছি।"

বেলা ন'টা নাগাদ ডাঃ সান্যাল রাণাকে পরীক্ষা করে জয়তীকে বললেন—

"আজ যদিও আপনার ছেলে অনেকটা ভালো, তবু কোনরকমের উত্তেজনা রুগীর পক্ষে ক্ষতিকর হ'তে পারে। আশা করা যায় কাল সকালে আপনি ওর সঙ্গে দেখা করতে পারবেন।"

সারাটা দিন যে জয়তীর কি ভাবে কাটলো তা এক ভগবানই জানেন।

পরদিন সকালে রাণার কেবিনের কাছে এসে দাঁড়াতেই রাণার গলার আওয়াজ শুনে আনন্দে জয়তীর দু'চোখ জলে ভ'রে গেল।

জয়তী রাণার সামনে আসতেই রাণা বললো—

"মা তুমি কাঁদছো কেন ?"

"কোথায় কাঁদছি বাবুসোনা···এইতো আমি হাসছি।"

"আমি বাড়ী যাবো মা।"

"হ্যাঁ যাবে বাবা।"

"বাবা কোথায় মা···বাবা আসেনি কেন ?"

"আসবেন···আচ্ছা বাবুসোনা, আমি একটু বাইরে দাঁড়াই··· এক্ষুণি ডাক্তারবাবু আসবেন···কেমন ?"

জয়তী কেবিনের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো যতক্ষণ না ডাঃ সান্যাল রাউণ্ডে আসেন।

কিছুবাদেই ডাঃ সান্যাল রাণার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ডাঃ সান্যালকে দেখে যেন মনে হোলো···উনি এলেন, দেখলেন, আর জয় করলেন। হ্যাঁ, এটা তাঁরও জয়। একজন চিকিৎসকের পক্ষে একটি মুমূর্ষু রুগীকে ভাল করে তোলা যে কতখানি কৃতিত্বের, তা ডাঃ সান্যালকে দেখে বেশ বোঝা গেল। ডাঃ সান্যাল জয়তীর দিকে চেয়ে বললেন···বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বললেন—

"মিসেস চৌধুরী, আপনার ছেলে আজ বেশ ভালোই আছে··· আর কোনো ভয় নেই।"

জয়তী উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বললো—

"আপনি আমার ছেলের প্রাণ দিলেন।"

ডাঃ সান্যাল নম্র হেসে বললেন—

"আমরা কি কারও প্রাণ দিতে পারি···তবে, প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে, বাকীটা ভগবানের হাত।"

ডাক্তার সান্যালের কথা শুনে জয়তী যেন অভিভূত হোলো।

॥ ১৬ ॥

বাসুদেবপুর স্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াল। অভি ট্রেন থেকে যখন প্ল্যাটফর্মে নাবলো, তখন রাত শেষ হয়ে আসছে। স্টেশনে বিশ্রামাগার বলে কিছু নেই। অভি বসে রইলো যতক্ষণ না অন্ধকার কাটে। ভোর হতেই বেরিয়ে পড়লো। স্টেশন থেকে প্রায় মাইল খানেকের পথ। বোনের বাড়ী পৌঁছে কড়া নাড়তেই···ভেতর থেকে সৌমেনের গলার আওয়াজ শোনা গেল···

"কে গো, এত ভোরে···দাঁড়াও যাই···"

সৌমেন দরজা খুলে অবাক হ'য়ে বল'লো—

"দাদা!" বলে উদাস ভাবে অভির দিকে চেয়ে রইলো। দেখলো অভির চোখের দুকোল যেন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। শোকার্ত সৌমেন অভির হাতদুটো ধরে বিহ্বল হ'য়ে বললো—

'দাদা, আপনি সেই এলেন, আর ক'দিন আগে এলেন না কেন? ভগবান আমায় এতবড় শাস্তি কেন দিলেন দাদা?'

অভি সৌমেনকে বুকে টেনে নিল। সরমার মৃত্যুতে সে নিজেই এমন ভেঙে পড়েছে যে সৌমেনকে সান্ত্বনা দেবার মত মনের অবস্থা তার ছিলনা। সরমা যে নেই একথা অভি কিছুতেই ভাবতে পারছে না। এ দুঃখকে মেনে নেওয়া ছাড়া মানুষের আর কি উপায় আছে? কিন্তু মনতো তা মানে না। বুকের ভেতরটা সব সময় যেন হুহু করে নিয়ে যায়।

পরস্পরের কাঁধে মাথা। নীরব কয়েকটি মুহূর্ত কেটে গেল। হটাৎ সরমার মেয়েটি কেঁদে উঠলো। সৌমেন বললো—

'আচ্ছা দাদা, আপনি একটু বসুন; আমি এক্ষুণি আসছি।'

সৌমেন চলে গেল। অভি চোখ বুজে সরমার কথা ভাবছিল। মানুষের জীবন যে কত ক্ষণস্থায়ী তা যেন সে পলেপলে অনুভব কর'লো। যারসঙ্গে কিছুদিন আগেও হেসে খেলে বেড়িয়েছে, সে যে এমন করে ফাঁকি দিয়ে চলে যেতে পারে তা ভাবা যায় না। সরমার অভাবে বাড়ীটা যেন খাঁ খাঁ করছে···ভাবতে ভাবতে অভির দুচোখ জলে ভরে গেল। এমন সময় নবজাত শিশুটিকে নিয়ে সৌমেন ঘরে ঢুকলো। অভির চোখে জল দেখে বললো—

'আপনি কাঁদছেন দাদা?'

অভি চোখ মুছে ধরা গলায় বললো—

"না ও কিছু নয়···দেখি বাচ্চাটা···বা বেশ হ'য়েছে তো।'

"তা হয়েছে ··তবে যার দেখার সেই দেখতে পেল না। জানেন দাদা···এক এক সময় মনে হয় মানুষটার জন্য কিছুই ক'রতে পারলাম না। অমন জল জ্যান্ত মানুষটা কেমন করে যে দুম্ করে চলে গেল যেন জানতেও পেলাম না। মাঝে মাঝে সরমার কথাগুলো যখন মনে হয় তখন বুকটা যেন জ্বলে পুড়ে যায়।'

বলে চুপ করে রইলো সৌমেন। অভি ব্যাকুল হয়ে বললো—

'কি কথা?'

সৌমেন চোখ মুছতে মুছতে বললো—

"ওসব কথা থাক্।"

আবেগ আর বাধা মানলো না। অভির চোখও তখন অশ্রুসিক্ত। অভি চাপা গলায় ব'ললো—

"থাকবে কেন? আমারও তো বোন···আমার শুনতে ইচ্ছে করেনা বুঝি?"

সৌমেন আবার বলতে শুরু ক'রলো।

"জানেন দাদা, সরমা ব'লতো—এবারে আর আমার কোনো ভয় নেই··এবারে তো দাদা আসছে···বড় ডাক্তারকে দিয়ে

কলকাতায় দেখাবো···আমি আর তোমাদের এই হাতুড়ে ডাক্তারদের দেখাবো না···কিন্তু কোথা থেকে কি যে হ'য়ে গেল···”

কথাগুলো শোনার পর অভির মনটা ভেতরে ভেতরে ধূপের মত পুড়তে লাগলো। অভির মনে হ'ল চোখের সামনে যেন জমাট অন্ধকার। অভি চুপ ক'রে রইল। সৌমেনও কোনো কথা ব'লল না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে অভির জন্য একটু চায়ের ব্যবস্থা ক'রতে গেল।

কিছুবাদে চা নিয়ে যখন ঘরে ঢুকলো তখন দেখলো অভি দেওয়ালে টাঙানো একটা ফটোর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে। ভাই বোনের ছবি। শুনলো অভি বিড়বিড় করে বলছে···'শেষ পর্য্যন্ত তুইও আমায় ছেড়ে চলে গেলি।' সৌমেন ঘরে ঢুকতেই, অভি ঘুরে দাঁড়ালো। বললো···

'এসো সৌমেন বসো'···বলে থামলো। আবার বললো—

'আচ্ছা সৌমেন, তোমাদের এখানে চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা নেই বুঝি?'

'পাড়াগাঁয়ে আবার চিকিৎসা, ও আর ব'লে কাজ নেই। মানুষ মরা আর শেয়াল কুকুর মরা দু'এর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই।'

'কেন এখানে হাসপাতাল নেই?'

'হ্যাঁ, তা আছে! তবে সেখানে ডাক্তার বদ্যি বল'তে কেউ নেই। চিকিৎসার অব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কিছু লোক লুটেপুটে খাচ্ছে।'

···একটু থেমে আবার বললো সৌমেন—

'জানেন দাদা আমার চোখের সামনে সরমার মত অনেক মা বোনেদের মরতে দেখেছি।'

···কথাটা অভির কানে যেন কেমন বাজলো। সেই সঙ্গে হঠাৎ মনে পড়ে গেলো জয়তীর কথাগুলো—'চিকিৎসাকে সেবাব্রত হিসেবে ক'জন ডাক্তার নেয়। তা যদি নিত, তবে গ্রামে ডাক্তারের এত

অভাব হোতোনা।' জবাবে অভি বলেছিলো—'এ কথাটা আমার মনে থাকবে।' সে প্রতিশ্রুতি আজও অভি ভোলেনি। অভির চোখের সামনে যে জমাট অন্ধকার ছিল···তা যেন কিছুটা কেটে গেলো। তার মনে হোলো···তার মনের এককোণে কোথায় যেন একটা সুপ্ত বাসনা ছিল, তা বুঝি পূর্ণ হ'তে চলেছে। অভি ভাবলো, এদের জন্য আমায় কিছু করতেই হবে। এটা আমার কাছে একটা 'চ্যালেঞ্জ'। আর আমার কোনো 'এ্যাম্বিশান' নেই।

অভি চুপ ক'রে আছে দেখে সৌমেন ব'ললো—

'কি ভাবছেন দাদা?'

'কি ভাবছি?···অনেক কিছুই ভাবছি। এক কথায় কি ক'রে বলি বলো। পরে ধীরে-সুস্থে বলা যাবে।'

'তাহ'লে দু'একদিন আছেন তো দাদা?'

'দু' একদিন কেন, যদি বেশীদিন থাকি?'

'সে তো আমার পরম সৌভাগ্য। আচ্ছা দাদা, আপনি তাহলে হাতমুখ ধুন আমি ততক্ষণ বাজারটা একবার ঘুরে আসি।'

সৌমেন চলে গেল। অভি আনমনা হয়ে ভাবতে লাগলো··· আমার না আছে ঘর, না আছে ঘরণী। এ বেশ ভালোই হ'ল··· আজথেকে এরাই আমার আপন হল।

সকালের জলখাবার সেবে অভি সৌমেনকে বললো—

"তোমার তো এখন কয়েকদিন ছুটি?"

"হ্যাঁ, আরও দু'হপতা।"

"তাহলে চলনা তোমাদের গ্রামটা একটু ঘুরে দেখি।"

"হ্যাঁ, তা চলুন···।"

অভি বেরিয়ে পড়লো এক নতুন সত্যের সন্ধানে। শুরু হল তার স্বপ্নকে সফল করার কঠোর অভিযান। গ্রামের পথ ধরে দুজনে এগিয়ে চলেছে। কারও মুখে কোন কথা নেই। অভি হঠাৎ বললো—

"এখানকার হেলথ্ সেন্টারটা কোথায় ?"

"ঐ যে পাকা বাড়ীটা দেখা যাচ্ছে ঐটেই।"

"আমায় যেতে দেবেতো ভেতরে ?"

"আমি এখানকার ব্লক্ ডেভেলপমেন্ট্ অফিসার।

এটুকু পারবো না ?"

অভি দেখলো, নামেই হেলথ্ সেন্টার। কিন্তু চিকিৎসার কোনো ব্যবস্থাই নেই। বাড়ী ফিরে এসে অভি বললো---

"আমি কয়েকদিন ঘুরে ঘুরে তোমাদের আশে পাশের হেল্থসেন্টারগুলো দেখবো ভাব্ছি।"

"সব ব্যবস্থা আমি ক'রে দেবো; কিন্তু এসব দেখে আপনার লাভ ?"

"তা এমনও তো হ'তে পারে যে আমি এখানে থেকেই গেলাম।"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছিনা, শহরের এত মান-সম্মান ছেড়ে আপনি এই গ্রামে···মানে, কি ব্যাপার বলুন তো ?"

"দেখো এই গ্রামেই আমার একমাত্র বোন চিকিৎসার অভাবে মারা গেল···একটা চোখের দেখা পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে হোলোনা। আচ্ছা সৌমেন তুমিই বল, আমিও তো একটা মানুষ···আমার কি কিছুই করার নেই ?"

সৌমেন শীর্ণ হেসে বললো—

"আজকাল সবাই ফিউচার ভাবে, কে আর এসব ভাবে দাদা।"

দৃঢ় ভাবে অভি জবাব দিল—

"ধরে নাও এইটেই আমার ফিউচার।"

গ্রামে কুচক্রি লোকের অভাব নেই। অশিক্ষা, কুসংস্কার ও চিকিৎসার অব্যবস্থাকে মূলধন করে যাঁরা জেঁকে বসেছিলেন, তাঁরা দেখলেন যে অভির মত ডাক্তার যদি গ্রামে থাকে তবে তাঁদের সমূহ বিপদ। তাই তাঁদের তরফ থেকে সরকারের কাছে নালিশ পৌঁছুলো।

তাঁরা লিখলেন…'ডাঃ চৌধুরী সরকারী ডাক্তার নন্। তাঁর কোন অধিকারই নেই হেল্থ-সেন্টার পরিদর্শন করার…'

অভির কানে একথা যেতেই অভির মনে হল…কোন ভালো কাজ করতে গেলে বাধা যে আসবে এ তো জানা কথা। বিনা বাধায় কখনও কোন মানুষ সমাজের জন্য কিছু করে যেতে পারেনি। অভি বুঝলো আদর্শের কথা ভাবা যত সহজ, তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া তত সহজ নয়। তবু, দমবার পাত্র অভি নয়। অভির মাথায় জেদ চেপে ব'সলো…গ্রাম ছেড়ে সে যাবে না এবং গ্রামের লোকেদের জন্য একটা ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে। তার মনে হ'ল জীবিকার দিক থেকে তার অতীত ছিল উজ্জ্বল, জীবনের দিক থেকে তার ভবিষ্যত হবে উজ্জ্বলতর।

গ্রামের সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে অভি পেল প্রবল সমর্থন। তাঁরাও সরকারের কাছে তাদের বক্তব্য পেশ করলেন। তাঁরা চিঠিতে জানালেন যে এ তল্লাটে কোন প্রসূতি হাসপাতাল না থাকায় প্রসূতি ও নবজাত শিশুদের মৃত্যুর হার দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। তাই, সরকারের কাছে তাঁদের আবেদন এই যে—এই অঞ্চলে একটি প্রসূতি হাসপাতাল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেন খোলা হয়। তাঁরা আরও একটি কথা বিশেষ করে লিখলেন যে…ডাঃ অভিজিৎ চৌধুরী যিনি এখন বাসুদেবপুর গ্রামেই আছেন তিনি যদি দয়া ক'রে এই হাসপাতালের দেখাশোনার ভার গ্রহণ করেন তবে তাঁরা বাধিত হবেন।

হেল্থ্ ডাইরেক্টরেটে দুখানা দরখাস্তই এসে পৌঁছুল।

॥ ১৭ ॥

ইতিমধ্যে রাণা হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ী ফিরে এসেছে। জয়তীর সুখের অন্ত নেই, কিন্তু তবু তার মনে হয়…সুখ আর দুঃখ পাশাপাশি থাকে, আর তাকে ছাপিয়ে যা থাকে তা হোলো শান্তি, যা থেকে সে বঞ্চিত। কিন্তু কেন? শিল্পীর জীবন বুঝি এমনই হয়! তার মনে হোলো, 'এই কয়েকদিনে আমার ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে—সে ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে আমার সব আমিত্বকে। আজ আমার সারা মন জুড়ে শুধু এক চিন্তা – অভি… আর অভি। আমি মানছি আমি তাকে আঘাত দিয়েছি…তার মনে কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু সেও তো আমায় কম দুঃখ দেয়নি। তবু ওকে হারিয়ে অব্দি এক মুহূর্তের জন্য আমি শান্তি পাইনি। আমার কতবার মনে হয়েছে…হে ভগবান, আর আমার সহ্য হয়না…আমায় তুমি ক্ষমা করো…ওকে তুমি ফিরিয়ে দাও।'

একদিন ভোরে ঘটলো এক অভাবনীয় ঘটনা। তখন ভোর সাড়ে পাঁচটা হবে। জয়তীদের বাড়ীর ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠলো। শঙ্করবাবু তখন সবে উঠেছেন। মনে মনে বললেন…এত সকালে আবার কে ফোন করে…দেখি।

"হ্যালো ‥"

ওধার থেকে অভির বাড়ীওয়ালার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল…

"আমি রতন মণ্ডল…"

শঙ্করবাবু উতলা হ'য়ে বললেন—

"জামাই-এর কোনো খবর পেলেন নাকি?"

"না-না ওসব খবর নয়···এদিকে আর এক কাণ্ড হয়ে গেছে।"

শঙ্করবাবু ভীত হ'য়ে বললেন—

"কি কাণ্ড!"

"কালরাতে আপনার জামাই-এর ঘরের তালা ভেঙে চোরে সব নিয়ে গেছে। ভোরে দরজা খোলা দেখে ভাবলাম···জামাই এলো বুঝি! তারপর ঘরে ঢুকে দেখি এই কাণ্ড।"

শঙ্করবাবু হতাশ হয়ে বললেন—

"অঃ, আপনি আর কি করবেন, আমার সময়টাই খারাপ পড়েছে। আচ্ছা, আমি ওদের পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

বিনয় ও জয়তী এলো। ঘরে ঢুকে দেখলো চারিদিকে জিনিষপত্র ছড়ানো। বাক্সগুলোর তালা ভাঙা। কাপড়-চোপড় বিছানা লণ্ডভণ্ড হ'য়ে রয়েছে।

জয়তী বললো কয়েক মিনিট বাদেই—

"চল্ দাদা···যা গেছে তা গেছে···ও নিয়ে আমার আর মাথা ব্যাথা নেই···যার জিনিষ তারই কোনো পাত্তা নেই।"

বিনয় বললো—

"হ্যাঁ চল্।"

টেবিলের ওপর একখানা খোলা খাম পড়ে ছিল। খামটা তুলে নিল বিনয়। ভেতরে একখানা চিঠি। খুলে পড়লো। বিনয় হতভম্ব হয়ে বললো—

"জয়তী, নে···দেখ্ কি লেখা আছে।"

ব্যাকুল হ'য়ে জয়তী জিজ্ঞাসা করলো—

"কি?"

"তোর ননদ মারা গেছেন।"

"সে কি!···কবে?"

"১৭-ই জুন।"

"কই দেখি···"

চিঠি পড়ে জয়তী কান্নায় ভেঙে পড়লো। জয়তী একটু শান্ত হলে বিনয় বললো—

"সৌমেন যে বাসুদেবপুরে বদলি হ'য়েছে আমরা তো তা জানতাম না"

জয়তী ধরা গলায় বললো—

"ওকি তবে বাসুদেবপুরেই গেছে ?"

"তাছাড়া আবার কোথায় যাবে ?"

জয়তী কিছুটা আনমনা হ'য়ে রইলো। তারপর বললো—

"বাড়ী চল দাদা।"

"হ্যাঁ চল্।"

'বেরোবার মুখে দরজার কাছে পড়ে থাকা আর একখানা চিঠি জয়তীর নজরে পড়লো। জয়তী একবার ভাবলো, অভিকে লেখা চিঠি সে কেন খুলতে যাবে ? আবার ভাবলো···দেখিই না কি লিখেছে। চিঠি পড়ে জয়তীর মন থেকে সব অন্ধকার কেটে গেল। তার মনে হোলো অভি সম্বন্ধে যে ধারণা সে এতদিন পোষণ ক'রে এসেছে, তা একেবারেই অমূলক। তার মন আবার কানায় কানায় ভরে উঠলো।

জয়তী অনুভব করলো···সবকিছু হারিয়ে আবার তাকে ফিরে পাওয়া—এই হ'ল পরম পাওয়া। অভিকে হারিয়ে এতদিন সে যে দুঃখের দহনে দগ্ধ হ'য়েছে, আজ তার এই আনন্দস্নান যেন সমস্ত যন্ত্রণার অবসান ঘটালো। পরক্ষণেই সরমার অকাল মৃত্যুর কথা ভেবে তার মনটা আবার বিষাদে ভ'রে গেল। ভাবলো···ভগবান একহাতে যেমন দেন, হয়তো এমনি করেই আর এক হাতে তেমন নেন।

বিনয় জয়তীকে চিঠির মধ্যে ডুবে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো—

'কিরে কার চিঠি ?'

'বিলেত থেকে ওর কাছে লেখা একখানা চিঠি।'

'কে লিখেছে?

'ক্রিশ্চিয়ানা নামে এক ভদ্রমহিলা।'

চিঠিতে কি লেখা আছে তা জয়তী বললো না। বিনয়ও জানতে চাইলো না।

বাড়ী ফিরে বিনয় রেলওয়ে এন্‌কোয়েরীতে ফোন ক'রে জানলো—দশটা চল্লিশে বাসুদেবপুর যাবার একটা ট্রেন আছে। সেই ট্রেনেই যাওয়া ঠিক হ'ল। বিনয় যেতে চাইল জয়তীর সঙ্গে। তাই শুনে জয়তী বললো—

'নারে দাদা, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে দে।'

বিনয় বুঝলো জয়তী তার নিজস্ব ব্যাপারে বিনয়কে জড়াতে চাইছে না। তাই বিনয় জোরাজুরি করলো না। শুধু বললো—

'তাহলে মোক্ষদাকে অন্তত সঙ্গে নে।'

জয়তী কোন আপত্তি করলো না।

দশটা চল্লিশের ট্রেনেই রওনা হ'য়ে গেল—জয়তী রাণা ও মোক্ষদা। ট্রেনে বসে জয়তীর মনে কত কথাই না ভেসে উঠলো··· সত্যি জীবনটা যেন ভেঙে তছনছ হয়ে গিয়েছিলো···আবার নতুন করে গড়তে হবে তাকে···ভেঙে পড়লে চলবে না···এমনি আরও কত কথা···

ট্রেন ছুটে চলেছে। কোথাও বা ধানের ক্ষেত, কোথাও বা ধু ধু করছে মাঠ···শুধু মাঠ আর মাঠ। জয়তী আনমনা হয়ে চেয়ে রইল। মনে পড়ে গেল মা এর একটি কথা···'জীবনের এমন অনেক কথা আছে যা ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না'···একদিন এমনি এক মাঠেই অভির সঙ্গে তার প্রথম দেখা হয়েছিলো সেদিন ছিল ৭ই পোষ। ৭ই পোষ তো জীবনে কতবার এসেছে, কতবার গেছে। কিন্তু সেই ৭ই পোষের কথা কি একদিনের জন্যও ভুলতে পেরেছে? সত্যি, ভাবতে অবাক লাগে, যাকে ভালোকরে জানবার সুযোগ

পর্য্যন্ত তার ভাগ্যে হয়নি তারজন্য এতটা অনুকম্পার কারণ যে কি থাকতে পারে তা জয়তী নিজেও সেদিন বুঝে উঠতে পারেনি। কিন্তু আজ বুঝতে পারছে।

বাসুদেবপুর স্টেশনে যখন ট্রেন এসে দাঁড়ালো তখন বিকেল চারটে বেজে কুড়ি। রোদের তীব্রতা কমে এসেছে। স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াতেই একজন রিক্সাওয়ালা জিজ্ঞেস করলো—

'কুথায় যাবি তুরা ?

জয়তী বললো—

'বি.ডি.ও. সাহেবের বাড়ী চেন ?'

'খুব চিনি···এই তো সিদিন উয়ার পরিবার মোরে গেইছে।'

আর একজন রিক্সাওয়ালা বললো—

'আরে আমাদের চৌধুরী ডাক্তার তো উয়ার শালা।'

জয়তীর মনে আর কোন সন্দেহ রইল না। জয়তী রিক্সায় উঠে বসলো। মোক্ষদা রাণাকে কোলে নিয়ে পাশে বসলো। সাইকেল রিক্সা ছুটে চলেছে। জয়তী রিক্সাওয়ালাকে বললো—

'তুমি কি ডাক্তারবাবুকে চেন নাকি ?'

'উয়াকে আমি কেনে··আশে-পাশে সব গিরামের লুকই জানে। উয়াকে নিয়ে কত হুলুস্থুলুস্!'

'কেন কি হ'য়েছে ?'

'গিরামের লোকের লেইগে উ কি করেক নাই!'

'একটু থেমে রিক্সাওয়ালা আবার বললো—

'উ ডাক্তারের লেইগা তুদের এত মাথা ব্যাথা কেনে ?'

হঠাৎ রাণা জিজ্ঞেন করলো—

'ওমা, বাবা কোথায় বলোনা ?'

'বাবার কাছেই তো যাচ্ছি।'

তাই শুনে রিক্সাওয়ালা বললো—

'কে উয়ার বাবা ?'

'ডাঃ চৌধুরী।'

'চৌধুরী ডাক্তার! আগে বলবি তো! দেখি উ ডাক্তার ঘরকে গেল নাকি। শহর থেকে বড় ডাক্তার এইসেছিল···উদের সঙ্গেই তো ছিল এতক্ষণ ইখানে···।'

হেল্‌থ্‌ সেন্টারের সামনে রিক্সা দাঁড় করিয়ে বললো—

'এক নিমিষ দাঁড়া···আমি ছুট্টে দেইখে আসি।'

ফিরে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো—

'তুদের কপাল ভালো···উ ইখানেই আছে, ঘরকে যায় নাই।'

জয়ন্তী রিক্সা থেকে নেবে মোক্ষদাকে বললো—

'মোক্ষদা, তুমি রাণাকে নিয়ে সৌমেনদার বাড়ী যাও, আমি এখনই আসছি।'

এই কথা বলে জয়ন্তী রিক্সাওয়ালার ভাড়াটা হাতে দিতে গেল। রিক্সাওয়ালা তাতে বললো—

'ডাক্তার আমাদের লেইগে কত করে, উয়ার পরিবারের ঠেঙ্গে ট্যাকা লিব!'

ব'লে রিক্সাওয়ালা চলে গেল।

জয়ন্তী দাঁড়িয়ে রইলো। জয়ন্তীর মন চলে গেল কোন্‌ সুদূর অতীতে। মনের পটে ভেসে উঠলো অনেক কথা···জয়ন্তী একদিন উপহাস ক'রে অভিকে বলেছিল···'ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে মানুষ যখন উচ্চাকাঙ্ক্ষার শিখরে ওঠে, তখন সে অনেক সময় পশুরও অধম হয়···এরকম উদাহরণ তুমি অনেক পাবে।···বেশী খুঁজতে হবেনা,···ডাঃ বর্দ্ধনের কথাই ধরনা।' তার উত্তরে অভি বলেছিল··· 'তাই বলে সবাই যে একই ছকে বাঁধা হবে তা তুমি বলতে পারো না।' কথাটা যে কত সত্য তা অভি প্রমাণ ক'রে দিয়েছে।

জয়ন্তীর বুক কাঁপছে। তার মনে হচ্ছে···সে একদিন মরিয়া হ'য়ে উঠেছিলো তার অপমানের পাল্টা জবাব নেবার জন্য। নাহলে সে কি পারতো অভিকে অমন করে সেদিন ফিরিয়ে দিতে। অভি

কি তা ভুলতে পেরেছে? আজ যদি অভি তাকে তেমনি ভাবে প্রত্যাখ্যান করে তবে সে কি করবে? প্রয়োজনে অভি যে কত কঠোর হ'তে পারে তা জয়তীর অজানা নয়।…ভাবতে ভাবতে জয়তী শিউরে উঠলো।

জয়তী আবার ভাবে…না না না তা কেন হবে? …মা তো ব'লেইছেন যে সময় কারও একভাবে কাটেনা।…রাতের পর দিন আসে …আমারও আসবে। তবু জয়তীর ভয় ভয় করছে…দূরের মানুষকে এমন কাছে পেয়েও যদি আবার হারাতে হয় তা কি সে সইতে পারবে?

ভীত জয়তী বিভ্রান্ত মন নিয়ে ভেতরে গেল। ভাবলো কোনমুখে অভির সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? কিন্তু ঘরে ঢুকতেই জয়তীর মন থেকে সব ভয় ভাবনা কেটে গেল। অভির মুখের দিকে চাইতেই জয়তীর মনে হল…অভিকে যেন এত খুশী সে কতদিন কেন কত বছর দেখেনি…অভি যেন এই দিনটির পথ চেয়েই বসে ছিল। স্থির দৃষ্টিতে অভির দিকে চেয়ে রইল। চোখে চোখ মিললো। একেবারের জন্যও চোখের পলক পড়লো না। ঘোর কেটে যেতেই লজ্জায় মুখ নাবিয়ে নিয়ে জয়তী বললো—

'তোমার আদর্শ ও নীরব ভালোবাসার কাছে আমি ম্লান হ'য়ে গেছি। আমি তোমার যোগ্য নই।'

অভি নম্রভাবে বললো—

'তা যদি বল, তবে আমিও তো তোমার ক্ষমার যোগ্য নই। ভুল আমিও কম করিনি।'

'বেশ তাহলে সন্ধি'

'সন্ধি'—

—বলে অভি তার ডানহাতখানা বাড়িয়ে দিল।

সজল নয়নে জয়তীও তার হাতটা এগিয়ে দিল।

অভির মনে হল…আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব থেকে আজ সে মুক্তি পেল। অনন্তকাল ধরে এক অনিশ্চতার ঝুকি মাথায় নিয়ে আর তাকে ছুটতে হবে না।